মাদানী মুন্নাদের জন্য ইসলামিক
জ্ঞান সম্বলিত অনন্য কিতাব

ইসলামের মৌলিক শিক্ষা

(২য় অংশ)

মাদানী মুন্নাদের জন্য ইসলামিক জ্ঞান সম্বলিত অনন্য কিতাব

ইসলামের মৌলিক শিক্ষা

(২য় অংশ)

উপস্থাপনায়ঃ

মাদ্‌রাসাতুল মদীনা মজলিশ

আল মদীনাতুল ইলমীয়া মজলিশ

(শূবায়ে ইসলাহী কুতুব)

দা'ওয়াতে ইসলামী

প্রকাশনায়ঃ

মাকতাবাতুল মদীনা

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
আল মদীনাতুল ইলমিয়া	৪	মসজিদে প্রবেশের দোয়া	১৭
প্রথমে এটা পড়ে নিন	৬	মসজিদ থেকে বের হওয়ার দোয়া	১৭
আমল কা হো জযবা আতা ইয়া ইলাহী!	৭	হাঁছি আসলে পাঠ করার দোয়া	১৮
নাতে মুস্তফা	৮	হাঁছির উত্তরে বলতে হয়	১৮
যিকির সমূহ	৯	ঘর থেকে বের হওয়ার দোয়া	১৮
নামায	৯	ঘরে প্রবেশ করার দোয়া	১৮
ফাতিহা	৯	ঈমান ও আকীদা অংশ	১৯
সূরা ইখলাস	১০	আল্লাহ তায়ালা	১৯
রুকূর তাসবীহ	১০	আমাদের প্রিয় নবী	২০
তাসমী	১০	ইসলামের রোকন সমূহ	২১
তাহমীদ	১১	ফেরেশতা	২৩
সিজদার তাসবীহ	১১	নবী-রাসূল	২৪
তাশাহহুদ	১১	নবী-রাসূলদের মু'জিযা সমূহ	২৫
দরূদে ইবরাহীমী	১২	আসমানী কিতাব সমূহ	২৭
দোয়ায়ে মাছূরা	১২	কুরআন মাজীদ	২৮
খুরূজ বিসুনইহী	১৩	কুরআন মাজীদ তিলাওয়াতের আদব	২৮
চতুর্থ কলেমা তাওহীদ	১৩	সাহাবায়ে কিরাম	৩২
পঞ্চম কলেমা ইস্তিগফার	১৪	আউলিয়ায়ে কিরাম	৩৪
ষষ্ঠ কলেমা রদ্দে কুফর	১৪	সাহাবা ও আউলিয়ায়ে কিরামগণের কারামত	৩৫
দোয়া সমূহ	১৫		
জ্ঞান বৃদ্ধির দোয়া	১৫	ইবাদত	৪০
দুধ পান করার দোয়া	১৫	অযু	৪০
টয়লেটে প্রবেশ করার পূর্বের দোয়া	১৬	অযু করার পদ্ধতি	৪০
টয়লেট থেকে বেরিয়ে আসার পরের দোয়া	১৬	জান্নাতের ৮টি দরজাই খুলে যায়	৪২
আয়না দেখার সময় পাঠ করার দোয়া	১৬	অযু করার পর সূরা কদর পাঠ করার ফযীলত	৪২
সুরমা লাগানোর সময় পাঠ করার দোয়া	১৬		
কোন মুসলমানকে হাসতে দেখে পাঠ করার দোয়া	১৭	দৃষ্টিশক্তিও দূর্বল হবে না	৪৩
		ধৌত করার সংজ্ঞা	৪৩
তেল ও আতর লাগানোর সময় পাঠ করার দোয়া	১৭	আযান	৪৩
		নামাযের শর্তাবলী	৪৪

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
নামাযের ফরয	৪৬	মাদানী মাস	৮৯
নামাযের পদ্ধতি	৪৭	বরকতময় ইসলামী মাস সমূহ	৮৯
নাত শরীফ	৫১	(১)..... মুহার্‌রামুল হারাম	৮৯
মাদানী মদীনে ওয়ালে	৫১	(২)..... সফরুল মুযাফ্‌ফর	৯০
মাদানী ফুল	৫৩	(৩)..... রবিউল আউয়াল	৯০
হাত মিলানোর মাদানী ফুল	৫৩	(৪)..... রবিউস সানী	৯১
নখ কাটার মাদানী ফুল	৫৫	(৫)..... জুমাদাল উলা	৯১
ঘরে আসা-যাওয়ার মাদানী ফুল	৫৭	(৬)..... জুমাদান উখরা	৯১
জুতো পরার মাদানী ফুল	৫৭	(৭)..... রজবুল মুরাজ্জাব	৯১
পোশাক পরিধান করার মাদানী ফুল	৫৮	(৮)..... শাবানুল মু'আয্‌যম	৯২
সুরমা লাগানোর মাদানী ফুল	৫৮	(৯)..... রমযানুর মোবারক	৯২
তেল ঢালার মাদানী ফুল	৫৯	(১০)..... শাওয়ালুল মুকার্‌রম	৯২
চিরুনী ব্যবহারের মাদানী ফুল	৬০	(১১)..... জুল কাদাতিল হারাম	৯৩
টয়লেটে আসা-যাওয়ার মাদানী ফুল	৬০	(১২)..... জুল হিজ্জাতিল হালাম	৯৩
মসজিদের আদব সমূহ	৬১	দা'ওয়াতে ইসলামী	৯৩
মুর্শিদের সম্মান	৬৩	দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা আমীরে আহলে সুন্নাত	৯৩
ফতোওয়ায়ে রযবীয়া শরীফ থেকে সংকলিত মুর্শিদে কামেলের ১২টি আদব	৬৩	তাঁর জীবনীর কিছু ঝলক	৯৪
মাতা-পিতার প্রতি আদব ও সম্মান	৬৩	মানকাবাতে আত্তার	৯৬
ওস্তাদের সম্মান ও আদব	৬৫	ওযীফা সত্তার	৯৬
ভালকাজ আর মন্দ কাজ	৬৭	দরূদে রযবীয়া শরীফ	৯৭
মিথ্যার বর্ণনা	৬৭	মানকাবাতে গাউছে আযম	৯৮
মিথ্যাচারের আরো কিছুর ক্ষতিকর দিক লক্ষ্য করুন	৭১	ইয়া রব্বে মুহাম্মদ মেরি তকদীর জাগা দে	৯৯
		সালাত ও সালাম	১০০
সত্যের বরকত	৭৮	দোয়ার মাদানী ফুল	১০১
মিথ্যা ও আল্লাহর অসন্তুষ্টি	৮১	তথ্যসূত্র	১০১
মিথ্যা মুনাফেকির আলামত	৮২		
গালি দেওয়ার শাস্তি	৮৩		
নাত শরীফ	৮৯		
কিসমত মেরি চমকায়িয়ে	৮৯		

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

আল মদীনাতুল ইলমিয়া

শায়খে তরিকত, আমীরে আহ্‌লে সুন্নাত, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী (دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه)-র পক্ষ থেকে:

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى اِحْسَانِهٖ وَ بِفَضْلِ رَسُوْلِهٖ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী** নেকীর দাওয়াত, সুন্নাতের পুনর্জাগরণ এবং ইলমে শরীয়াতের প্রসারতাকে সারা দুনিয়ায় প্রত্যেকের দোর-গোড়ায় পৌঁছে দেওয়ার জন্য সুদৃঢ় সংকল্পবদ্ধ। এসকল কার্যাবলীকে সুচারুরূপে সম্পাদন করার জন্য কিছু মজলিশ (বিভাগ) গঠন করা হয়েছে। তন্মধ্যে একটি মজলিশ হলো **'আল মদীনাতুল ইলমিয়া'**। যা **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সম্মানিত ওলামা ও মুফতীগণের সমন্বয়ে গঠিত। এটা বিশেষ করে শিক্ষা, গবেষণা ও প্রচার-প্রকাশনামূলক কাজের গুরুদায়িত্ব হাতে নিয়েছে। এতে নিম্নের ৬টি বিভাগ রয়েছে। যথা:

১. আ'লা হযরতের কিতাব সমূহ।
২. পাঠ্য কিতাবাদি বিভাগ।
৩. ইসলামী কিতাবাদি বিভাগ।
৪. অনুবাদ বিভাগ।
৫. কিতাব সংগ্রহ বিভাগ।
৬. প্রচার বিভাগ।

'আল মদীনাতুল ইলমিয়ার' সর্বাগ্রে প্রধান কাজ হচ্ছে ছরকারে আ'লা হযরত, ইমামে আহ্‌লে সুন্নাত, আযীমুল বরকত, আযীমুল মারতাবাত, পরওয়ানায়ে শময়ে রিসালত, মুজাদ্দিদে দ্বীনে মিল্লাত, হামিয়ে সুন্নাত, মাহিয়ে বিদআত, আলিমে শরীয়াত, পীরে তরিকত, বাইছে খাইরো বরকত, হযরত আল্লামা মাওলানা আলহাজ্ব, আল্ হাফেজ, আল্ ক্বারী, শাহ্ ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর দুর্লভ মহামূল্যবান কিতাবাদিকে বর্তমান যুগের চাহিদার স্বার্থে যথাসাধ্য খুব সহজভাবে পরিবেশন করা। সকল ইসলামী ভাই ও ইসলামী বোনেরা এই শিক্ষা, গবেষণা ও প্রচার-প্রকাশনামূলক মাদানী কাজে ধরনের সর্বাত্নক সহায়তা করুন। আর মজলিশের পক্ষ থেকে প্রকাশিত কিতাবগুলো স্বয়ং নিজেরাও পাঠ করুন এবং অন্যদেরকেও পড়তে উদ্বুদ্ধ করুন।

আল্লাহ্ তায়ালা দা'ওয়াতে ইসলামীর 'আল মদীনাতুল ইলমিয়া' মজলিশসহ সকল মজলিশগুলোকে দিন দিন উন্নতি ও উৎকর্ষ দান করুন। আর আমাদের প্রতিটি ভাল আমলকে ইখলাছের সৌন্দর্য্য দ্বারা সুসজ্জিত করে উভয় জাহানের মঙ্গল অর্জনের ওছিলা করুন। আমাদেরকে সবুজ গম্বুজের নিচে শাহাদাত, জান্নাতুল বাক্বীতে দাফন এবং জান্নাতুল ফিরদাউসে স্থান দান করুন। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

প্রশংসা এবং সৌভাগ্য

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আব্দুল্লাহ বিন ওমর বায়যাবী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ (ওফাত: ৬৮৫ হিঃ) বলেছেন: যে ব্যক্তি **আল্লাহ্ তাআলা** এবং তাঁর **রাসুল** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আনুগত্য করে, দুনিয়াতে তার প্রশংসা হয় এবং আখিরাতে (সে) সৌভাগ্য দ্বারা ধন্য হবে। (তাফসীরে বায়যাবী, পারা: ২২, সূরা: আহযাব, আয়াত নং: ৭১ এর ব্যাখ্যায় বর্ণিত, ৪র্থ খন্ড, ৩৮৮ পৃষ্ঠা)

রমযানুল মোবারক
১৪২৫ হিজরি

প্রথমে এটা পড়ে নিন

কুরআন মাজীদ **আল্লাহ্ তায়ালার** সর্বশেষ কিতাব। এটার পাঠকারী এবং এর উপর আমলকারী উভয় জগতে সফলকাম। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ তাবলীগে কোরআন ও সুন্নাতের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র তত্ত্বাবধানে দেশে-বিদেশ (কুরআনে পাক) হিফ্জ ও নাযেরার অসংখ্য মাদ্রাসা **"মাদরাসাতুল মদীনা"** নামে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। শুধুমাত্র পাকিস্তানে আজ পর্যন্ত কম-বেশি প্রায় ৭৫ হাজার মাদানী মুন্না ও মাদানী মুন্নীদের সম্পূর্ণ ফ্রিতে (কুরআনে পাকের) হিফ্জ ও নাযেরার দ্বীনি শিক্ষা দেয়া হচ্ছে। এই মাদ্রাসাগুলোতে কুরআনে পাকের সাথে সাথে ধর্মীয় বিষয়াদির শিক্ষা এবং এর প্রশিক্ষণের উপরও খুব গুরুত্ব দেয়া হয়। যাতে মাদ্রাসাতুল মদীনা থেকে (হিফ্জ শেষ করে) বের হতেই ঐ ছাত্র কুরাআনে পাকের শিক্ষার সাথে সাথে দ্বীনে ইসলামের প্রয়োজনীয় ইলম শিখার মাধ্যমে ধন্য হয় এবং তার মাঝে যেন ইলম ও আমল উভয়টির নূর প্রকাশ পায়। সে যেন উত্তম চরিত্রের অধিকারী হয়, ভাল-মন্দের পার্থক্যকারী হয়, মন্দ স্বভাব থেকে পবিত্র এবং ভালগুণের ধারক হয়। আর বড় হয়ে যেন সমাজের এমন এক সৎচরিত্রবান মুসলমান হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে যে সারা জীবন নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টায় রত থাকে।

"কায়েদা বিভাগে" খুব কম বয়সী মাদানী মুন্নারা শিক্ষা গ্রহণ করে থাকে। তাই তাদের মেধা উপযোগী এমন পাঠ্যক্রম পেশ করা হচ্ছে, যাতে রয়েছে প্রাথমিক দ্বীনি বিষয়াদি যেমন: তাআউয

(আউযুবিল্লাহ্), তাসমিয়া (বিসমিল্লাহ্), সংক্ষিপ্ত ও সহজ দোয়া সম্ভার, বুনিয়াদী আক্বায়েদ, অন্যান্য জরুরী মাসআলা-মাসায়িল ইত্যাদি আর সাধারণ বিষয়াদির মধ্যে যেমন: আসমানি কিতাবাদি, আম্বিয়ায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ السَّلَام, সাহাবা ও আউলিয়ায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان গণের ব্যাপারে প্রাথমিক জ্ঞানের বিষয়াবলী রয়েছে।

"মাদানী নিসাব বরায়ে মাদানী কায়েদা"টি উপস্থাপন করছেন **"মজলিশে মাদ্‌রাসাতুল মদীনা"** ও **"মজলিশে আল মদীনাতুল ইলমিয়া"**। যা **"দারুল ইফতায়ে আহ্‌লে সুন্নাত"** এর মাধ্যমে "শরয়ী তাফতীশ" (শরয়ী পর্যবেক্ষণ) করানো হয়েছে।

ইয়েহী হে আরজু তা'লীমে কুরআন আ-ম হো যায়ে,
হার ইক পরচম ছে উঁচা পরচমে ইসলাম হো যায়ে।

মজলিশে মাদ্‌রাসাতুল মদীনা,
মজলিশে আল মদীনাতুল ইল্‌মিয়্যাহ।

আমল কা হো জয্‌বা আতা ইয়া ইলাহী![১]

আমল কা হো জয্‌বা আতা ইয়া ইলাহী! গুনাহোঁ সে মুঝ কো বাঁচা ইয়া ইলাহী!
মাইঁ পাঁচোঁ নামাযেঁ পড়োঁ বা জামাআত হো তাওফীক এয়সী আতা ইয়া ইলাহী!
পড়োঁ সুন্নাতে কব্‌লিয়া ওয়াক্ত হী পর হোঁ সা রে নাওয়াফিল আদা ইয়া ইলাহী!
দে শওকে তিলাওয়াত দে যওকে ইবাদত রহোঁ বা অযু মাইঁ সাদা ইয়া ইলাহী!
হামেশা নিগাহোঁ কো আপনি ঝুকা কর করোঁ খাশিআনা দোয়া ইয়া ইলাহী!
হো আখলাক আচ্ছা হো কির্দার সুথ্‌রা মুঝে মুত্তাকী তু বানা ইয়া ইলাহী!
গুছীলে মিযাজ আওর তামাস্‌খুর কি খাস্‌লত সে মুঝ কো বাচা লে বাচা ইয়া ইলাহী!

(১) (ওয়াসায়িলেবখশিশ, ৫০ পৃষ্ঠা)

না নেকী কি দাওয়াত মেঁ সুস্তী হো মুঝ সে বানা শায়িকে কাফেলা ইয়া ইলাহী!
সাআদাত মিলে দরসে ফয়যানে সুন্নাত কি রোযানা দো মর্তবা ইয়া ইলাহী!
মাইঁ মিট্টি কে সাদা ছে বর্তন মেঁ খাওঁ চাটাঈ কা হো বিস্তারা ইয়া ইলাহী!
হে আলিম কি খিদমত ইয়াকীনান্ সাআদাত হো তাওফীক ইস কি আতা ইয়া ইলাহী!
সাদায়ে মদীনা দোঁ রোযানা সদকা আবু বকর ও ফরূক কা ইয়া ইলাহী!
মাইঁ নীচি নিগাহেঁ রাক্ষো কা-শ আকসর আতা কর দেয় শর্‌মো হায়া ইয়া ইলাহী!
হামেশা করোঁ কা-শ পর্দে মে পর্দা তো পায়কার হায়া কা বানা ইয়া ইলাহী!
লিবাস সুন্নাতোঁ সে মুযাইয়ান রহে আওর ইমামা হো সর পর সাজা ইয়া ইলাহী!
সভী মুশ্‌ত দাড়ী ও গেসো সাজায়েঁ বনেঁ আশিকে মুস্তফা ইয়া ইলাহী!
হার ইক মাদানী ইন্‌আম আত্তার পা য়ে করম কর পায়ে মুস্তফা ইয়া ইলাহী!

দিনের ঘোষনা

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম বায়হাকী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ শুআবুল ঈমান-এ নকল করেছেন: **সুলতানে মদীনা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "প্রতিদিন সকালে যখন সূর্য উদিত হয় তখন ঐ সময় দিন এই ঘোষণাটি করে যে, যদি আজ কোন ভাল কাজ করার থাকে তো করে নাও, কেননা আজকের পরে আমি আর কখনো ফিরে আসব না।" (শুআবুল ঈমান, ৩য় খন্ড, ৩৮২ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৩৮৪০)

নাতে মুস্তফা ﷺ (১)

সাচ্ছী বাত সিখাতে ইয়ে হেঁ সীধী রাহ চালাতে ইয়ে হেঁ।
اِنَّآ اَعْطَيْنٰكَ الْكَوْثَرَ সারী কসরত পাতে ইয়ে হেঁ।
ঠান্ডা ঠান্ডা মীঠা মীঠা পীতে হাম হেঁ পিলাতে ইয়ে হেঁ।
রঙ্গে বে রঙ্গো কা পর্দা দামন ঢাক কে ছুপাতে ইয়ে হেঁ।
মাঁ জব ইক্‌লোতে কো ছোড়ে আ আ কেহ্ কে বুলাতে ইয়ে হেঁ।

(১) (হাদায়িকে বখশিশ, কৃত : ইমামে আহলে সুন্নাত আ'লা হযরত মাওলানা শাহ আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ, ১৭০ পৃষ্ঠা)

বাপ জাহাঁ বেটে সে ভাগে লুৎফ ওয়াহাঁ ফরমাতে ইয়ে হেঁ।
লাখ বালায়েঁ করোড়োঁ দুশমন কওন বাচায়ে বাচাতে ইয়ে হেঁ।
আপনি বনী হাম আ-প বিগাড়েঁ কওন বানায়ে? বানাতে ইয়ে হেঁ।
কেহ্ দো রযা সে খোশ হো খোশ রেহ্ মুয্দা রযা কা সুনাতে ইয়ে হেঁ।

যিকির সমূহ

নামায

সূরা ফাতিহা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অনুবাদঃ আল্লাহ্র নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু করুণাময়।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۙ﴿۱﴾ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۙ﴿۲﴾ مٰلِكِ يَوْمِ
الدِّيْنِ ؕ﴿۳﴾ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ؕ﴿۴﴾ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ
الْمُسْتَقِيْمَ ۙ﴿۵﴾ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ۬ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ
عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ﴿۶﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ সমস্ত প্রশংসা **আল্লাহ্**র প্রতি, যিনি মালিক সমস্ত জগদ্বাসীর। পরম দয়ালু ও করুণাময়। প্রতিদান দিবসের মালিক। আমরা (যেন) তোমারই ইবাদত করি এবং তোমারই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি! তুমি আমাদেরকে সোজা পথে পরিচালিত কর! তাঁদেরই পথে, যাঁদের উপর তুমি অনুগ্রহ করেছো; তাদের পথে নয়, যাদের উপর গযব নিপতিত হয়েছে এবং পথভ্রষ্টদের পথেও নয়।

সূরা ইখ্লাস

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অনুবাদঃ আল্লাহ্র নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু করুণাময়।

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ۚ﴿۱﴾ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ۚ﴿۲﴾ لَمْ يَلِدْ ۙ وَ لَمْ يُوْلَدْ ۙ﴿۳﴾ وَ لَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ۚ﴿۴﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ আপনি বলুন, তিনি **আল্লাহ্**, তিনি এক। **আল্লাহ্** পরমুখাপেক্ষী নন। না তিনি কাউকে জন্ম দিয়েছেন এবং না তিনি কারো থেকে জন্মগ্রহণ করেছেন এবং না আছে কেউ তাঁর সমকক্ষ হবার।

রুকূর তাস্বীহ্

سُبْحٰنَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ

অনুবাদঃ আমার মহান প্রতিপালক অতিশয় পবিত্র।

তাসমী

(রুকূ থেকে উঠার সময় পড়ার দোয়া)

سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَه

অনুবাদঃ আল্লাহ্ তার (কথা) শুনে নিয়েছেন, যে তাঁর প্রশংসা করল।

তাহ্মীদ

اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْد

অনুবাদঃ হে আল্লাহ্! হে আমাদের মালিক! সমস্ত প্রশংসা একমাত্র তোমারই!

সিজদার তস্বীহ

سُبْحٰنَ رَبِّيَ الْاَعْلٰى

অনুবাদঃ আমার পরম মর্যাদাবান প্রতিপালক অতিশয় পবিত্র।

তাশাহ্হুদ

اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوٰتُ وَالطَّيِّبٰتُ ط اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَ رَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ ط اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصّٰلِحِيْنَ ط اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ ط

অনুবাদঃ সকল মৌখিক, শারীরিক ও আর্থিক ইবাদত একমাত্র **আল্লাহ্**রই জন্য। **হে নবী** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আপনার উপর সালাম (বর্ষিত হোক)। আরও বর্ষিত হোক **আল্লাহ্**র রহমত ও বরকত। সালাম বর্ষিত হোক আমাদের উপর এবং **আল্লাহ্**র নেক্কার বান্দাদের উপর। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, **আল্লাহ্ তায়ালা** ছাড়া কোন মাবুদ (উপাস্য) নেই এবং আমি (আরো) সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, **মুহাম্মদ** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁর বান্দা ও রসুল।

দরূদে ইবরাহীমী

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرٰهِيْمَ وَ عَلٰى اٰلِ اِبْرٰهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ط اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرٰهِيْمَ وَ عَلٰى اٰلِ اِبْرٰهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ط

অনুবাদঃ হে আল্লাহ্! (আমাদের সরদার হযরত) **মুহাম্মদ** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ও তাঁর পরিবার-পরিজনের উপর দরূদ নাযিল কর, যেমনি তুমি দরূদ নাযিল করেছ (সায়্যিদুনা) ইবরাহীম عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام ও তাঁর পরিবার-পরিজনের উপর। নিশ্চয় তুমি অতিশয় প্রশংসিত ও অতীব সম্মানিত। **হে আল্লাহ্!** (আমাদের সরদার হযরত) **মুহাম্মদ** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ও তাঁর পরিবার-পরিজনের উপর বরকত নাযিল কর, যেমনি তুমি বরকত নাযিল করেছ (সায়্যিদুনা) ইবরাহীম عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام ও তাঁর পরিবার-পরিজনের উপর। নিশ্চয় তুমি অতিশয় প্রশংসিত ও অতীব সম্মানিত।

দোয়ায়ে মাছূরা

(اَللّٰهُمَّ) رَبَّنَآ اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّ فِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّ قِنَا عَذَابَ النَّارِ ۝

অনুবাদঃ হে আল্লাহ্! হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে দুনিয়াতে কল্যাণ দান করা এবং আখিরাতেও কল্যাণ দান কর। আর দোযখের আযাব থেকে আমাদের মুক্তি দান কর।

খুরূজ বিসুন্‌'ইহী

(স্বেচ্ছায় কোন কাজ দ্বারা নামায সমাপ্ত করা)

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ(১)

অনুবাদঃ আপনাদের উপর শান্তি ও **আল্লাহ্‌**র রহমত বর্ষিত হোক।

চতুর্থ কলেমা তাওহীদ

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيٖ وَ يُمِيْتُ وَهُوَ حَيٌّ لَّا يَمُوْتُ اَبَدًا اَبَدًا ط ذُو الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ ط بِيَدِهِ الْخَيْرُ ط وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ۔

অনুবাদঃ আল্লাহ্‌ তায়ালা ছাড়া কোন মাবুদ নেই। তিনি অদ্বিতীয় তাঁর কোন শরীক নেই। সমগ্র সাম্রাজ্য একমাত্র তাঁর। সমস্ত প্রশংসাও একমাত্র তাঁর জন্য। তিনিই জীবন দান করেন। আর তিনিই মৃত্যু দান করেন । তিনি চিরঞ্জীব; তাঁর কখনো মৃত্যু আসবে না। তিনি খুবই মহত্ব ও মর্যাদার অধিকারী। সমস্ত মঙ্গল তাঁরই হাতে। তিনি সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান।

(১) (হাশিয়াতুত তাহতাবী সম্বলিত মারাকিউল ফালাহ্‌, কিতাবুস সালাত, ফসলুল ফি কাইফিয়াতি তারতীব, ২৭৮ পৃষ্ঠা। নামাযের আহকাম, ১৮১ পৃষ্ঠা)

পঞ্চম কলেমা ইস্তিগফার

اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ رَبِّیْ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ اَذْنَبْتُهٗ عَمَدًا اَوْ خَطَأً سِرًّا اَوْ عَلَانِيَةً وَّ اَتُوْبُ اِلَيْهِ مِنَ الذَّنْبِ الَّذِیْ اَعْلَمُ وَ مِنَ الذَّنْبِ الَّذِیْ لَآ اَعْلَمُ اِنَّكَ اَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ وَ سَتَّارُ الْعُيُوْبِ وَ غَفَّارُ الذُّنُوْبِ وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِیِّ الْعَظِيْمِ ـ

অনুবাদঃ আমি আমার পালনকর্তা **আল্লাহ্ তায়ালা**র নিকট ক্ষমা প্রর্থনা করছি ঐ সমস্ত গুনাহ থেকে যা আমি জেনে শুনে অথবা ভুলবশত করেছি, গোপনে করেছি অথবা প্রকাশ্যে এবং আমি তাঁর দরবারে তাওবা করছি ঐ সমস্ত গুনাহ হতে যা আমার জানা রয়েছে এবং ঐ গুনাহ হতে যা আমার জানা নেই। নিশ্চয় তুমি গাইবের জ্ঞান রাখ, দোষ-ত্রুটি গোপনকারী, গুনাহ্ ক্ষমাকারী। আর গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার ক্ষমতা আর নেক আমল করার তাওফীক একমাত্র **আল্লাহ্**রই পক্ষ থেকে। যিনি অতীব উচ্চ মর্যাদবান ও অত্যন্ত মহান।

ষষ্ঠ কলেমা রদ্দে কুফর

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ اَنْ اُشْرِكَ بِكَ شَيْئًا وَّ اَنَا اَعْلَمُ بِهٖ وَ اَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَآ اَعْلَمُ بِهٖ تُبْتُ عَنْهُ وَ تَبَرَّاْتُ مِنَ الْكُفْرِ وَ الشِّرْكِ وَالْكِذْبِ وَ الْغِيْبَةِ وَ الْبِدْعَةِ وَ النَّمِيْمَةِ وَ الْفَوَاحِشِ وَ الْبُهْتَانِ وَ الْمَعَاصِیْ كُلِّهَا وَ اَسْلَمْتُ وَ اَقُوْلُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ ـ

অনুবাদঃ হে আল্লাহ্! জেনে শুনে তোমার সাথে কিছুকে শরিক করা থেকে আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই। তোমার কাছে আমি সেই সব (শিরকের) গুনাহের ক্ষমা প্রার্থনা করছি যা আমার জানা নেই। আমি সেই গুনাহ্ থেকে তাওবা করছি। আর আমি কুফর, শিরক, মিথ্যা, গীবত, বিদআত, চুগোলখুরি, অশ্লীলতা, অপবাদ দেওয়া এবং সকল প্রকার গুনাহের উপর (স্থায়ীভাবে) অসন্তুষ্ট। আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি। আমি বলছি, **আল্লাহ্ তায়ালা** ছাড়া কোন মাবুদ নেই; (হযরত) **মুহাম্মদ** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **আল্লাহ্র রাসুল**।

দোয়া সমূহ

জ্ঞান বৃদ্ধির দোয়াঃ

اَللّٰهُمَّ رَبِّ زِدْنِیْ عِلْمًا ط

অনুবাদঃ হে আল্লাহ্! হে আমার রব! আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করে দাও।

দুধ পান করার দোয়াঃ

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْهِ وَزِدْنَا مِنْهُ ط(১)

অনুবাদঃ হে আল্লাহ! এতে তুমি আমাদের জন্য বরকত দাও এবং আমাদেরকে এর চেয়ে বেশি দান কর।

(১) (সুনানে আবু দাউদ, কিতাবুল আশরিয়া, বাবু মা ইয়াকুলু ইযা শারিবাল লবন, ৩য় খন্ড, ৪৭৬ পৃষ্ঠা, হাদীসঃ ৩৭৩০)

টয়লেটে প্রবেশ করার পূর্বের দোয়াঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّیۡ اَعُوۡذُ بِكَ مِنَ الۡخُبُثِ وَ الۡخَبَائِثُ ط(১)

অনুবাদঃ হে আল্লাহ্! আমি তোমার নিকট নাপাক পুরুষ জ্বিন ও মহিলা জ্বিন থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

টয়লেট থেকে বেরিয়ে আসার পরের দোয়াঃ

اَلۡحَمۡدُ لِلّٰهِ الَّذِیۡ اَذۡهَبَ عَنِّی الۡاَذٰی وَ عَافَانِیۡ ط(২)

অনুবাদঃ আল্লাহ্র জন্য সমস্ত প্রশংসা, যিনি আমার কাছ থেকে কষ্টদায়ক বস্তু দূর করেছেন ও শান্তি দিয়েছেন।

আয়না দেখার সময় পাঠ করার দোয়াঃ

اَللّٰهُمَّ اَنۡتَ حَسَّنۡتَ خَلۡقِیۡ فَحَسِّنۡ خُلُقِیۡ ط(৩)

অনুবাদঃ হে আল্লাহ্! তুমি আমার আকৃতিতো খুব সুন্দর তৈরি করেছ, আমার চরিত্রকেও সুন্দর করে দাও।

সুরমা লাগানোর সময় পাঠ করার দোয়াঃ

اَللّٰهُمَّ مَتِّعۡنِیۡ بِالسَّمۡعِ وَ الۡبَصَرِ ط

অনুবাদঃ হে আল্লাহ্! আমাকে দৃষ্টিশক্তি ও শ্রবণ শক্তি দ্বারা ধন্য কর।

---

(১) (সহীহ বুখারী, কিতাবুদ দাওয়াত, বাবুদ দোয়া ইনদাল খালা, ৪র্থ খন্ড, ১৯৫ পৃষ্ঠা, হাদীসঃ ৬৩২২)
(২) (মুসান্নিফ ইবনে আবি শায়বা, ৭ম খন্ড, ১৪৯ পৃষ্ঠা, হাদীসঃ ২)
(৩) (আল হুসনুল হাসীন, ১০২ পৃষ্ঠা)

কোন মুসলমানকে হাসতে দেখে পাঠ করার দোয়াঃ

اَضْحَكَ اللّٰهُ سِنَّكَ ط(১)

অনুবাদঃ আল্লাহ্ তায়ালা আপনাকে সর্বদা হাস্যোজ্জল রাখুক।

তেল ও আতর লাগানোর সময় পাঠ করার দোয়াঃ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط(২)

অনুবাদঃ আল্লাহ্র নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময়।

মসজিদে প্রবেশের দোয়াঃ

اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِيْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ ط(৩)

অনুবাদঃ হে আল্লাহ্! আমার জন্য তোমার রহমতের দরজাগুলো খুলে দাও।

মসজিদ থেকে বের হওয়ার দোয়াঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْئَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ ط(৪)

অনুবাদঃ হে আল্লাহ্! আমি তোমার নিকট তোমার দয়া প্রার্থনা করছি।

---

(১) (সহিহ বুখারী, ২য় খন্ড, ৪০৩ পৃষ্ঠা, হাদীসঃ ৩২৯৪)
(২) (সহিহ বুখারী, ২য় খন্ড, ৪০৩ পৃষ্ঠা, হাদীসঃ ৩২৯৪)
(৩) (সুনানে আবু দাউদ, কিতাবুস সালাহ, ১ম খন্ড, ১৯৯ পৃষ্ঠা, হাদীসঃ ৪৬৫)
(৪) (সুনানে আবু দাউদ, কিতাবুস সালাহ, ১ম খন্ড, ১৯৯ পৃষ্ঠা, হাদীসঃ ৪৬৫)

হাঁছি আসলে পাঠ করার দোয়াঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى كُلِّ حَالٍ ط(১)

অনুবাদঃ সর্বাবস্থায় **আল্লাহ্**র শোকরিয়া।

হাঁছির উত্তরে বলতে হয়ঃ

يَرْحَمُكَ اللّٰهُ ط(২)

অনুবাদঃ আল্লাহ্ তায়ালা আপনার উপর দয়া করুন।

ঘর থেকে বের হওয়ার দোয়াঃ

بِسْمِ اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ ط(৩)

অনুবাদঃ আল্লাহ্র নামে (আমি বের হচ্ছি), আমি **আল্লাহ্** উপর ভরসা করছি। গুনাহ্ থেকে বিরত থাকার ক্ষমতা এবং নেক আমল করার সামর্থ্য একমাত্র **আল্লাহ্ তায়ালা**রই পক্ষ থেকে।

ঘরে প্রবেশ করার দোয়া :

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْئَلُكَ خَيْرَ الْمَوْلَجِ وَخَيْرَ الْمَخْرَجِ ط(৪)

---

(১) (সুনানে তিরমিযী, কিতাবুল আদব, ৪র্থ খন্ড, ৩৩৯ পৃষ্ঠা, হাদীসঃ ২৭৪৭)
(২) (সহিহ বুখারী, কিতাবুল আদব, ৪র্থ খন্ড, ১৬৩ পৃষ্ঠা, হাদীসঃ ৬২২৪)
(৩) (সুনানে আবু দাউদ, কিতাবুল আদব, বাবু মা ইয়াকুলুর ইযা খারাজা মিন বাইতিহি, ৪র্থ খন্ড, ৪২০ পৃষ্ঠা, হাদীসঃ ৫০৯৫)
(৪) (সুনানে আবু দাউদ, কিতাবুল আদব, বাবু মা ইয়াকুলুর ইযা খারাজা মিন বাইতিহি, ৪র্থ খন্ড, ৪২০ পৃষ্ঠা, হাদীসঃ ৫০৯৬)

অনুবাদঃ হে আল্লাহ্! আমি তোমার নিকট প্রবেশ করার ও বের হওয়ার স্থান সমূহের কল্যাণ কামনা করছি।

ঈমান ও আক্বীদা অংশ

আল্লাহ্ তায়ালা

প্রশ্নঃ আল্লাহ্র কি কোন শরীক (সমকক্ষ) আছে?

উত্তরঃ জ্বী না! **আল্লাহ্ তায়ালা** এক ও অদ্বিতীয়। তাঁর কোন শরিক (সমকক্ষ) নেই।

প্রশ্নঃ আল্লাহ্ তায়ালা কখন থেকে আছেন আর কখন পর্যন্ত থাকবেন?

উত্তরঃ আল্লাহ্ তায়ালা অনাদি কাল থেকেই আছেন এবং অনন্ত কাল পর্যন্ত থাকবেন।

প্রশ্নঃ সমগ্র জগদ্বাসীদের কে বানিয়েছেন?

উত্তরঃ আল্লাহ্ তায়ালা সমগ্র জগদ্বাসীদের বানিয়েছেন।

প্রশ্নঃ সকলের লালন-পালনকারী কে?

উত্তরঃ আল্লাহ্ তায়ালা সকলের লালন-পালনকারী।

প্রশ্নঃ সকলের রিযিক কে দেন?

উত্তরঃ আল্লাহ্ তায়ালা সকলকে রিযিক দেন।

প্রশ্নঃ আল্লাহ্ তায়ালার কি কোন খারাপ গুণ থাকতে পারে?

উত্তরঃ কখনো না। খারাপ গুণ দূষণীয়। আর **আল্লাহ্ তায়ালা** সকল প্রকারের দোষ-ত্রুটি থেকে পবিত্র।

আমাদের প্রিয় নবী ﷺ

প্রশ্ন: আমাদের **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পরে কি কোন নবী আগমন করবেন?

উত্তর: জ্বী না! **হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পরে আর কোন নবী আসবেন না। কেননা, তিনি صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হলেন খাতামুন নবিয়্যীন বা সর্বশেষ নবী।

প্রশ্ন: খাতামুন নবিয়্যীন দ্বারা উদ্দেশ্য কি?

উত্তর: খাতামুন নবিয়্যীন দ্বারা উদ্দেশ্য হলো: সকল নবীদের মাঝে শেষ নবী।

প্রশ্ন: কত বৎসর বয়সে **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নবুওতের ঘোষণা দেন?

উত্তর: **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم চল্লিশ বৎসর বয়সে নবুওতের ঘোষণা দেন।

প্রশ্ন: **আল্লাহ্ তায়ালা** সর্বাধিক জ্ঞান ও ইখতিয়ার (স্বাধীনতা) কোন নবীকে দান করেছেন?

উত্তর: আমাদের **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে।

প্রশ্ন: **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নাম মোবারক শোনার সাথে সাথে আমাদের কী করা উচিত?

উত্তর: দরূদ শরীফ পাঠ করা উচিত।

প্রশ্ন: আমাদের **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কি ছায়া ছিল?

উত্তরঃ জ্বী না! আমাদের **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ছায়া ছিল না।

ইসলামের রোকন সমূহ

প্রশ্নঃ পবিত্র কুরআনে **আল্লাহ্ তায়ালা** নামাযের কথা কয়বার উল্লেখ করেছেন?

উত্তরঃ পবিত্র কুরআনে **আল্লাহ্ তায়ালা** নামাযের কথা সাত শ'রও অধিক বার উল্লেখ করেছেন।

প্রশ্নঃ যে ব্যক্তি নামায ফরজ হওয়ার বিষয়টিকে অস্বীকার করে শরীয়াতে তার বিধান কি?

উত্তরঃ যে ব্যক্তি নামায ফরজ হওয়া বিষয়টিকে অস্বীকার করে সে কাফের।

প্রশ্নঃ আমাদের প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কোন বস্তুটিকে তাঁর চোখের প্রশান্তি বলে উল্লেখ করেছেন?

উত্তরঃ আমাদের প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নামাযকে তাঁর চোখের প্রশান্তি বলে উল্লেখ করেছেন।

প্রশ্নঃ নামায পড়ার কিছু ফযিলত বলুন?

উত্তরঃ নামায পড়ার কিছু ফযিলত হলো:

(১) নামায দ্বীনের স্তম্ভ। (২) নামায মুমিনদের মেরাজ। (৩) নামায **আল্লাহ্**র সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যম। (৪) নামায পড়লে **আল্লাহ্**র রহমত অবতীর্ণ হয়। (৫) নামায পড়লে গুনাহ্ মাফ হয়। (৬) নামায বিভিন্ন রোগ সমূহ থেকে বাঁচায়। (৭) নামায

দোয়া কবুল হওয়ার মাধ্যম। (৮) নামায পড়লে আয়-রোজগারে বরকত হয়। (৯) নামায অন্ধকার কবরের আলো। (১০) নামায কবর ও জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা করে। (১১) নামায বেহেশতের চাবি। (১২) নামায পুলসিরাতের সহজতা। (১৩) নামায **প্রিয় আক্বা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর চোখের প্রশান্তি। (১৪) নামাযী ব্যক্তি কিয়ামতের দিন **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শাফাআত লাভ করবে। (১৫) নামাযী ব্যক্তিকে কিয়ামতের দিন ডান হাতে আমলনামা দেয়া হবে। (১৬) নামাযী ব্যক্তির জন্য সবচেয়ে বড় নেয়ামত হলো; কিয়ামতের দিন সে **আল্লাহ্ তায়ালা**র দীদার লাভ করবে।

প্রশ্নঃ নামায না পড়লে কী কী ধরনের ক্ষতি হয়?

উত্তরঃ নামায না পড়ার ক্ষতিগুলো হলো:

(১) বেনামাযীর উপর **আল্লাহ্ তায়ালা** নারাজ হন। (২) বেনামাযীর কবরে আগুন জ্বালিয়ে দেওয়া হবে। (৩) বেনামাযীর উপর একটি টেকো সাপ নিযুক্ত করে দেওয়া হবে। (৪) বেনামাযী থেকে কিয়ামতের দিন কঠোরতার সাথে হিসাব-নিকাশ নেওয়া হবে। (৫) যে ব্যক্তি জেনে বুঝে এক ওয়াক্ত নামায ছেড়ে দেয় তার নাম জাহান্নামের দরজায় লিখে দেওয়া হয়। (৬) নামাযে অলসতাকারীকে কবর এমনভাবে চাপ দেবে যে, তার পাঁজরের হাড়গুলো চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে একটি অপরটির মাঝে মিশে যাবে।

প্রশ্নঃ ভুল বশতঃ পানাহার করলে কি রোযা ভেঙ্গে যায়?

উত্তরঃ জ্বী না! ভুল বশতঃ পানাহার করলে রোযা ভঙ্গ হয় না।

প্রশ্নঃ রোযা কখন ফরয হয়?

উত্তরঃ দ্বিতীয় হিজরীর শাবানুল মুয়ায্যম মাসের ১০ম তারিখে রোযা ফরয হয়।

প্রশ্নঃ রোযা রাখলে কি মানুষ অসুস্থ হয়ে যায়?

উত্তরঃ জ্বী না! বরং একটি হাদীসে পাকে রয়েছে যে, রোযা রাখো, সুস্থ হয়ে যাবে।(১)

প্রশ্নঃ রোযা রাখার কোন ফযিলত বলুন?

উত্তরঃ হাদীসে রয়েছেঃ যে ব্যক্তি নিরবতার সাথে ও শান্ত-শিষ্ট ভাবে রমযান মাসের একটি রোযা রাখল, তার জন্য জান্নাতে লাল ইয়াকুত অথবা সবুজ যবরজদ পাথর দিয়ে একটি ঘর নির্মাণ করা হবে।(২)

ফেরেশ্‌তা

প্রশ্নঃ প্রসিদ্ধ চার ফেরেশ্‌তার কারা এবং তাঁদের কাজ কী?

উত্তরঃ চার ফেরেশ্‌তা হলেনঃ ﴾১﴿ হযরত জিবরাঈল عَلَيْهِ السَّلَام, ﴾২﴿ হযরত মীকাঈল عَلَيْهِ السَّلَام, ﴾৩﴿ হযরত ইসরাফীল عَلَيْهِ السَّلَام ও ﴾৪﴿ হযরত আযরাঈল عَلَيْهِ السَّلَام। তাঁদের কাজ হলো: ﴾১﴿ হযরত জিবরাঈল عَلَيْهِ السَّلَام এর দায়িত্ব নবী-রাসূলদের নিকট **আল্লাহ্‌**র পক্ষ থেকে অহী পৌছানো।

(১) (আলমু'জামুল আওসাত, ৬ষ্ঠ খন্ড, ১৪৬ পৃষ্ঠা, হাদীসঃ ৮৩১২)
(২) (মাজমাউয যাওয়ায়েদ, ৩য় খন্ড, ৩৪৬ পৃষ্ঠা, হাদীসঃ ৪৭৯২)

﴾২﴿ হযরত মীকাঈল عَلَيْهِ السَّلَام এর দায়িত্ব রিযিক পৌছানো।

﴾৩﴿ হযরত ইসরাফীল عَلَيْهِ السَّلَام এর দায়িত্ব কিয়ামত দিবসে শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়া।

﴾৪﴿ হযরত আজরাঈল عَلَيْهِ السَّلَام এর দায়িত্ব রূহ কবজ করা।

প্রশ্ন: মানুষের সাথে সর্বদা যে দুইজন ফেরেশ্তা নিয়োজিত থাকেন তাঁদের কি বলে?

উত্তর: কিরামান কাতিবীন।

প্রশ্ন: কিরামান কাতিবীনের দায়িত্বে কি কাজ রয়েছে?

উত্তর: মানুষের ভাল-মন্দ আমলগুলো লিপিবদ্ধ করা।

নবী-রাসূল

প্রশ্ন: নবী কাদের বলা হয়?

উত্তর: মানব-জাতির হেদায়তের জন্য **আল্লাহ্ তায়ালা** যাঁর নিকট অহী প্রেরণ করেন, সেই মানবকে নবী বলা হয়। চাই তা ফেরেশ্তার মাধ্যমে হোক বা ফেরেশ্তার মাধ্যম ছাড়া হোক।

প্রশ্ন: রাসূল কাদের বলা হয়?

উত্তর: রাসূল হওয়ার জন্য মানব হওয়া অপরিহার্য নয়, বরং ফেরেশ্তাদের মাঝেও রাসূল হয়ে থাকেন এবং মানবকূলেও এবং অনেক ওলামারা বলেন: যেই নবী নতুন শরীয়াত নিয়ে আসেন তাঁকে রাসূল বলা হয়।

প্রশ্ন: নবী-রাসূল সর্বমোট কত জন?

উত্তরঃ আল্লাহ্ তায়ালা অসংখ্য নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন, আর তিনিই তাদের প্রকৃত সংখ্যা ভাল জানেন।

প্রশ্নঃ কোন্ নবীকে 'আবুল বশর' (আদি পিতা) বলা হয়?

উত্তরঃ হযরত সায়্যিদুনা আদম عَلَيْهِ السَّلَام কে আবুল বশর বা আদি পিতা বলা হয়।

প্রশ্নঃ কোন নবীর সময়ে তুফান সারা দুনিয়া প্লাবিত হয়েছিল?

উত্তরঃ হযরত সায়্যিদুনা নূহ্ عَلَيْهِ السَّلَام এর সময়ে।

নবী-রাসূলদের মু'জিযা সমূহ

প্রশ্নঃ কোন্ নবী চন্দ্রকে দ্বিখন্ডিত করেন?

উত্তরঃ আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم।

প্রশ্নঃ কুরআনে পাকের কোন আয়াতে চন্দ্র দ্বিখন্ডিত হওয়ার কথা উল্লেখ রয়েছে?

উত্তরঃ اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ ﴿۱﴾ **কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ** "কিয়ামত নিকটে এসেছে; চন্দ্র দ্বিখন্ডিত হয়েছে।" (পারাঃ ২৭, সূরাঃ কৃমর, আয়াতঃ ১)

প্রশ্নঃ তিনি কোন্ নবী, যাঁর (পায়ের) গোড়ালীর ঘর্ষণে মাটি ফুঁড়ে যম্যমের ফোয়ারা প্রবাহিত হয়?

উত্তরঃ হযরত সায়্যিদুনা ইসমাঈল عَلَيْهِ السَّلَام এর গোড়ালীর (পায়ের মুড়ির) ঘর্ষণে মাটি ফুঁড়ে যম্যমের ফোয়ারা প্রবাহিত হয়।

প্রশ্নঃ তিনি কোন নবী, যাঁর লাঠির আঘাতে পাথর থেকে বারটি ঝর্ণা প্রবাহিত হয়?

উত্তরঃ হযরত সায়্যিদুনা মূসা عَلَيْهِ السَّلَام এর 'আসা' বা লাঠির আঘাতে পাথর থেকে বারটি ঝর্ণা প্রবাহিত হয়।

প্রশ্নঃ তিনি কোন নবী, যাঁর মোবারক আঙ্গুল থেকে পানির ঝর্ণা প্রবাহিত হয়?

উত্তরঃ তিনি হলেন আমাদের প্রিয় আক্বা, উভয় জগতের দাতা, হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم।

প্রশ্নঃ তিনি কোন নবী, কাফিররা যাঁকে আগুনে নিক্ষেপ করলে আগুন তাঁর জন্য শীতল হয়ে যায়?

উত্তরঃ হযরত সায়্যিদুনা ইবরাহীম عَلَيْهِ السَّلَام কে কাফিররা আগুনে নিক্ষেপ করলে আগুন তাঁর জন্য শীতল হয়ে যায়।

প্রশ্নঃ সেই আয়াতটি বলুন, যে আয়াতে হযরত সায়্যিদুনা ইবরাহীম عَلَيْهِ السَّلَام এর জন্য আগুন শীতল হওয়ার কথা উল্লেখ রয়েছে?

উত্তরঃ قُلْنَا يٰنَارُ كُوْنِيْ بَرْدًا وَّ سَلٰمًا عَلٰۤى اِبْرٰهِيْمَ ۪ۙ **কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ** "আমি বললাম: হে আগুন! ইবরাহীমের উপর শীতল ও নিরাপদ হয়ে যাও।" **(পারা: ১৭, সূরা: আম্বিয়া, আয়াত: ৬৯)**

৫টিকে ৫টির পূর্বে

প্রিয় ছোট বন্ধুরা! নিঃশ্চয়ই জীবন অতি সংক্ষিপ্ত, যে সময়টুকু মিলেছে তা শতভাগই মিলেছে। পরবর্তীতে আরো সময় পাওয়ার আশা করাটা ধোঁকা মাত্র। জানা নেই, পরবর্তী মুহূর্তে আমরা মৃত্যুর সাথে আলিঙ্গনবদ্ধও হতে পারি। **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সাম, শাহে বনী আদম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "৫টি বস্তুকে ৫টি বস্তুর পূর্বে মূল্যবান মনে কর। (১) যৌবনকালকে বৃদ্ধকালের পূর্বে। (২) স্বাস্থ্যকে অসুস্থতার পূর্বে। (৩) সম্পদশালীত্বকে অভাবত্বের পূর্বে। (৪) অবসরকে ব্যস্ততার পূর্বে। (৫) জীবনকে মৃত্যুর পূর্বে।" **(আল মুসতাদরাক, ৫ম খন্ড, ৪৩৫ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৭৯১৬, দারুল মারিফাত, বৈরুত)**

আসমানী কিতাব সমূহ

প্রশ্নঃ কোন আসমানী কিতাবটি সর্বপ্রথম নাযিল হয়?

উত্তরঃ সর্বপ্রথম তাওরীত শরীফ নাযিল হয়।

প্রশ্নঃ তাওরীত শরীফ কোন রাসূলের উপর নাযিল হয়?

উত্তরঃ তাওরীত শরীফ হযরত সায়্যিদুনা মূসা عَلَيْهِ السَّلَام এর উপর নাযিল হয়।

প্রশ্নঃ তাওরীত শরীফের পর কোন কিতাব নাযিল হয়?

উত্তরঃ তাওরীত শরীফের পর যাবূর শরীফ নাযিল হয়।

প্রশ্নঃ যাবূর শরীফ কোন নবীর উপর নাযিল হয়?

উত্তরঃ যাবূর শরীফ হযরত দাউদ عَلَيْهِ السَّلَام এর উপর নাযিল হয়।

প্রশ্নঃ যাবূর শরীফের পর কোন কিতাব নাযিল হয়?

উত্তরঃ যাবূর শরীফে পর ইন্‌জীল কিতাব নাযিল হয়।

প্রশ্নঃ ইন্‌জীল শরীফ কোন্ রাসূলের উপর নাযিল হয়?

উত্তরঃ ইন্‌জীল শরীফ হযরত সায়্যিদুনা ঈসা عَلَيْهِ السَّلَام এর উপর নাযিল হয়।

প্রশ্নঃ সর্বশেষে নাযিল হওয়া আসমানী কিতাব কোন্‌টি?

উত্তরঃ সর্বশেষে কুরআন মাজীদ নাযিল হয়।

প্রশ্নঃ কুরআন মাজীদ কোন্ রাসূলের উপর নাযিল হয়?

উত্তরঃ কুরআন মাজীদ আমাদের **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী, হযরত মুহাম্মদ** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর নাযিল হয়।

কুরআন মাজীদ

প্রশ্ন: কুরআন মাজীদের সর্বপ্রথম আয়াতটি কোথায় নাযিল হয়?

উত্তর: কুরআন মাজীদের সর্বপ্রথম আয়াতটি 'গারে হেরা' বা হেরা গুহায় অবতীর্ণ হয়।

প্রশ্ন: কুরআন মাজীদ কোন্ ভাষায় নাযিল হয়?

উত্তর: কুরআন মাজীদ আরবি ভাষায় নাযিল হয়।

প্রশ্ন: কুরআন মাজীদের কোন্ শব্দটি সর্বপ্রথম নাযিল হয়?

উত্তর: কুরআন মাজীদের সর্বপ্রথম নাযিল হওয়া শব্দ اقرا। যার অর্থ হলো: 'পড়ুন'।

প্রশ্ন: কুরআন মাজীদ কত সময়ে নাযিল হয়েছে?

উত্তর: কুরআন মাজীদ প্রায় তেইশ বৎসরে নাযিল হয়েছে।[১]

প্রশ্ন: কুরআন মাজীদে সর্বমোট কয়টি পারা রয়েছে?

উত্তর: কুরআন মাজীদে সর্বমোট ৩০টি পারা রয়েছে।

প্রশ্ন: কুরআন মাজীদে সর্বমোট সূরা কয়টি?

উত্তর: কুরআন মাজীদে সর্বমোট ১১৪টি সূরা।

কুরআন মাজীদ তিলাওয়াতের আদব

প্রশ্ন: পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করার সময় কোন মুখী হয়ে বসা উচিত?

উত্তর: পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করার সময় কিবলামুখী হয়ে বসা উচিত। কেননা এটা মুস্তাহাব।

---

(১) (আল জামে লিআহকামিল কুরআন, সূরা: কদর, ২০তম খন্ড, ৯২ পৃষ্ঠা)

প্রশ্ন: বালিশে হেলান দিয়ে অথবা কিছুতে টেক লাগিয়ে কুরআনে পাক তিলাওয়াত করা কেমন?

উত্তর: বালিশে হেলান দিয়ে অথবা কিছুতে টেক লাগিয়ে কুরআনে পাক তিলাওয়াত করা উচিত নয়, বরং সোজা হয়ে বসে অত্যন্ত বিনয় ও একাগ্রতার সাথে তিলাওয়াত করা উচিত।

প্রশ্ন: কুরআন মাজীদ কি শুয়ে শুয়ে তিলাওয়াত করা যায়?

উত্তর: জ্বী হ্যাঁ! কুরআন মাজীদ শুয়ে শুয়ে তিলাওয়াত করা যাবে। তবে পা গুটিয়ে রাখতে হবে।

প্রশ্ন: কুরআন মাজীদ তিলাওয়াত আরম্ভ করার পূর্বে কি পড়া উচিত?

উত্তর: কুরআন মাজীদ তিলাওয়াত আরম্ভ করার পূর্বে তাআউয ও তাস্‌মিয়া অর্থাৎ, اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ও بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ পাঠ করা উচিত।

প্রশ্ন: সেগুলো কোন্ স্থান যেখানে কুরআন শরীফ পড়া জায়েয নেই?

উত্তর: গোসলখানায় এবং নাপাকীর স্থানে(যেমন: টয়লেট ইত্যাদি) কুরআন শরীফ পাঠ করা জায়েয নেই।

প্রশ্ন: কুরআন মাজীদের দিকে পিঠ দেওয়া কিংবা পা প্রসারিত করা কেমন?

উত্তর: কুরআন মাজীদের দিকে পিঠ দেওয়া বা পা প্রসারিত করা আদবের পরিপন্থি। এরূপ না করা চাই।

প্রশ্ন: কুরআন শরীফ তিলাওয়াতের সময় হাই এলে কি করা উচিত?

উত্তর: কুরআন শরীফ তিলাওয়াতের সময় হাই এলে তিলাওয়াত বন্ধ রাখা উচিত, কেননা হাই হলো শয়তানী প্রভাব।

প্রশ্নঃ কুরআন মাজীদ তিলাওয়াতের সময় পীর সাহেব, আলিমে দ্বীন, ওস্তাদ বা পিতা-মাতা আগমন করলে তাঁদের সম্মানে কি দাঁড়ানো যাবে?

উত্তরঃ জ্বী হ্যাঁ! তিলাওয়াতে বিরতি দিয়ে তাঁদের সম্মানে দাঁড়ানো যাবে।

প্রশ্নঃ কেউ কেউ বলে থাকে যে: কুরআন মাজীদ খোলা রাখলে তা শয়তান পড়ে নেয় এর বাস্তবতা কতটুকু?

উত্তরঃ কথাটি ভুল। এর কোন ভিত্তি নেই।

প্রশ্নঃ কুরআন মাজীদকে জুযদান বা গিলাফে রাখার বিধান কি?

উত্তরঃ কুরআন মাজীদকে জুযদান বা গিলাফে করে রাখা জায়েয। সাহাবায়ে কিরামগণের যুগ থেকে মুসলমানদের মাঝে এর প্রচলন রয়েছে।

প্রশ্নঃ কুরআন মাজীদ উচ্চ স্বরে তিলাওয়াত করা কেমন?

উত্তরঃ উচ্চ স্বরে কুরআন মাজীদ তিলাওয়াত করা উত্তম। কেননা, যতদূর আওয়াজ পৌছবে, কিয়ামতের দিন সে সকল বস্তু তিলাওয়াতকারীর পক্ষে ঈমানের সাক্ষী হবে। তবে অবশ্যই এ কথার খেয়াল রাখতে হবে যে, কোন নামাযী, অসুস্থ ব্যক্তি এবং ঘুমন্ত ব্যক্তির যেন অসুবিধা না হয়।

প্রশ্নঃ কুরআন শরীফের তিলাওয়াত না শুনে কথাবার্তা বলা বা এদিক-সেদিক দেখা কেমন?

উত্তরঃ কুরআন শরীফের তিলাওয়াত নীরবে ও মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করা উচিত। তিলাওয়াতকালে কথাবার্তা বলা গুনাহ্।

প্রশ্ন: কুরআন খতম ইত্যাদি মাহফিলে বহু সংখ্যক ইসলামী ভাইদের বড় আওয়াজে কুরআন মাজীদ তিলাওয়াত করা কেমন?

উত্তর: একত্রে বসে এক সাথে বড় আওয়াজে কুরআন তিলাওয়াত করা নিষেধ। এমন স্থানে সকলকে ছোট আওয়াজে কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করা উচিত।

প্রশ্ন: মক্তব-মাদ্‌রাসায় শিক্ষার্থীরা যে বড় আওয়াজে কুরআন শরীফ পড়ে থাকে, সেটির বিধান কী?

উত্তর: মক্তব-মাদ্‌রাসায় শিক্ষার্থীদের বড় আওয়াজে কুরআন শরীফ পড়াটা জায়েয।

ইলম থেকে উত্তম কোন বস্তু/ জিনিস নেই

আল্লাহ্ তায়ালার প্রিয় হাবীব, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এক সাহাবীর সাথে আলাপ রত ছিলেন। এমতাবস্থায় ওহী নাযিল হলো: এই সাহাবীর হায়াতের (মাত্র) একটি ঘন্টা বাকী রয়ে গেছে। তখন সময়টি ছিল আসরের সময়। **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সাম, হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যখন এই কথাটি ঐ সাহাবীকে জানালেন, তখন সে ব্যাকুল হয়ে আরজ করলেন: **ইয়া রাসুলাল্লাহ্** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমাকে এমন আমলের ব্যাপারে বলুন যা এই মূহুর্তে আমার জন্য সবচেয়ে উত্তম হবে। তখন **হুযুর পুরনুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "ইলম অর্জনে লেগে যাও।" সুতরাং ঐ সাহাবী ইলম অর্জনে মশগুল হয়ে যায়। আর মাগরীবের পূর্বেই তার ইন্তেকাল হয়ে যায়। বর্ণনাকারী বলেছেন; যদি ইলমের চেয়ে উত্তম কোন বস্তু থাকত, তাহলে প্রিয় আক্বা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সেটারই নির্দেশ দিতেন।

(তাফসিরে কবীর, সূরা: বাকারা, ১ম খন্ড, ৪১০ পৃষ্ঠা)

সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان

প্রশ্ন: আশারায়ে মুবাশ্শারা বলতে কী বোঝায়?

উত্তর: আশারায়ে মুবাশ্শারা বলতে সেই দশজন সাহাবীকেই বুঝায়, যাঁদেরকে আমাদের **প্রিয় আক্বা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم দুনিয়াতেই জান্নাতের সুসংবাদ দান করেছেন।

প্রশ্ন: আশারায়ে মুবাশ্শারার মধ্যে কোন্ কোন্ সাহাবী অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন?

উত্তর: যেই দশজন সাহাবী عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আশারায়ে মুবাশ্শারার[১] অন্তর্ভুক্ত তাঁদের নাম নিচে দেওয়া হলো:

﴾১﴿ সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দীক رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ, ﴾২﴿ সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ, ﴾৩﴿ সায়্যিদুনা ওসমান গনী رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ, ﴾৪﴿ সায়্যিদুনা আলী মুরতাদা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ, ﴾৫﴿ সায়্যিদুনা তালহা বিন ওবাইদুল্লাহ্ رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ, ﴾৬﴿ সায়্যিদুনা যুবাইর বিন আওয়াম رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ, ﴾৭﴿ সায়্যিদুনা আবদুর রহমান বিন আওফ رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ, ﴾৮﴿ সায়্যিদুনা সা'আদ বিন আবি ওয়াক্কাস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ, ﴾৯﴿ সায়্যিদুনা সাঈদ বিন যায়দ رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ, ﴾১০﴿ সায়্যিদুনা আবু ওবাইদা বিন জারাহ্ رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ।

(১) (সুনানে তিরমিযী, কিতাবুল মানাকিব, বাবু মানাকিবে আব্দুর রহমান বিন আওফ, ৫ম খন্ড, ৪১৬, ৪১৭ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৩৭৬৮, ৩৭৬৯)

প্রশ্ন: কোন্ সাহাবীকে মুয়াজ্জিনে-রাসূল বা রাসূলের মুয়াজ্জিন বলা হয়?

উত্তর: হযরত সায়্যিদুনা বিলাল رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ কে মুয়াজ্জিনে-রাসূল বা রাসূলের মুয়াজ্জিন বলা হয়।

প্রশ্ন: 'সাইফুল্লাহ্' বা **আল্লাহ্**র তরবারি কোন্ সাহাবীর উপাধি?

উত্তর: হযরত সায়্যিদুনা খালিদ বিন ওয়ালীদ رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ কে 'সাইফুল্লাহ্' বা **আল্লাহ্**র তরবারি বলা হয়।

প্রশ্ন: 'আসাদুল্লাহ্' বা **আল্লাহ্**র বাঘ কোন সাহাবীকে বলা হয়?

উত্তর: হযরত সায়্যিদুনা আলী মুরতাদা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ কে 'আসাদুল্লাহ্' বা **আল্লাহ্**র বাঘ বলা হয়।

প্রশ্ন: কোন্ সাহাবীকে 'সায়্যিদুশ শুহাদা' বা শহীদদের সর্দার বলা হয়?

উত্তর: আমাদের প্রিয় আক্বা صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর চাচা হযরত সায়্যিদুনা হামযা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ কে 'সায়্যিদুশ শুহাদা' বলা হয়।

প্রশ্ন: পবিত্র কুরআন মাজীদে কোন সাহাবীর নাম উল্লেখ আছে কি?

উত্তর: জ্বী হ্যাঁ! পবিত্র কুরআন মাজীদে একজন সাহাবীর নাম উল্লেখ রয়েছে।

প্রশ্ন: পবিত্র কুরআন মাজীদে কোন্ সাহাবীর নাম উল্লেখ রয়েছে?

উত্তর: হযরত সায়্যিদুনা যায়েদ বিন হারেছা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর নাম পবিত্র কুরআন মাজীদের ২২ পারায় সূরা আহযাবের ৩৭ নম্বর আয়াতে উল্লেখ রয়েছে।

প্রশ্ন: সবচেয়ে বেশি হাদীস কোন্ সাহাবী থেকে বর্ণিত হয়েছে?

উত্তর: হযরত সায়্যিদুনা আবু হোরায়রা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে সবচেয়ে বেশি হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

প্রশ্ন: দরবারে রিসালাত صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর না'ত-আবৃত্তিকারী সাহাবীটির নাম বলুন?

উত্তর: হযরত সায়্যিদুনা হাস্‌সান বিন সাবিত رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ।

জিস মুসলমাঁ নে দেখা উন্‌হেঁ এক নজর,
উস নজর কি বাসারত পে লাখোঁ সালাম।

আউলিয়ায়ে কিরাম رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام

প্রশ্ন: অলিকুল সর্দার কে?

উত্তর: তাজেদারে বাগদাদ হুযূর গাউসে পাক সায়্যিদ আবদুল কাদের জীলানী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ।

প্রশ্ন: কয়েকজন আউলিয়ায়ে কিরামের নাম বলুন এবং তাঁদের মাযার শরীফগুলো কোথায় তাও উল্লেখ করুন?

উত্তর: জান্নাতের আটটি দরজার সাথে মিল রেখে আটজন আউলিয়ায়ে কেরামের নাম ও তাঁদের মাযার শরীফসহ উল্লেখ করা হলো:

﴾১﴿ হযরত সায়্যিদুনা খাজা নিজামুদ্দীন আউলিয়া দেহ্‌লভী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ। তাঁর মাযার শরীফ ভারতের রাজধানী দিল্লীতে। ﴾২﴿ কুতুবে মদীনা হযরত সায়্যিদুনা যিয়াউদ্দীন আহমদ মাদানী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ। তাঁর মাযার শরীফ জান্নাতুল বকীতে। ﴾৩﴿ হযরত সায়্যিদুনা শামসুল আরেফীন খাজা শামসুদ্দীন শিয়ালভী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ তাঁর মাযার শরীফ পাকিস্তানের শহর শিয়াল শরীফে। ﴾৪﴿ হযরত পীর সায়্যিদ মেহের আলী শাহ্ গোলড়ভী হানফী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ। তাঁর মাযার শরীফ পাকিস্তানের

গোলড়া শহরে। ﴾৫﴿ হযরত সায়্যিদুনা শাহ্ আবদুল লতীফ ভেট্টায়ী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ। তাঁর মাযার শরীফ পাকিস্তানের বাবুল ইসলাম (সিন্ধ) প্রদেশের 'ভেট শাহ' শহরে। ﴾৬﴿ হযরত মাওলানা হাসান রযা খান হাসান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ। তাঁর মাযার শরীফ ভারতের শহর বেরেলী শরীফে। ﴾৭﴿ হযরত সায়্যিদুনা ইমাম বারী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ। তাঁর মাযার শরীফ পাকিস্তানের রাজধানী ইসলামাবাদে। ﴾৮﴿ হযরত সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ্ শাহ্ গাজী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ। তাঁর মাযার শরীফ পাকিস্তানের বাবুল মদীনা (করাচী) শহরে।

প্রশ্ন: বর্তমান যুগেও কি পূর্ববতী বুজুর্গদের ন্যায় স্মরণীয়-বরণীয় ব্যক্তিত্ব বিদ্যমান আছেন?

উত্তর: জ্বী হ্যাঁ! আমীরে আহ্লে সুন্নাত হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইল্ইয়াছ আত্তার কাদেরী রযবী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه বর্তমান যুগের একজন পূর্ববর্তী বুজুর্গদের ন্যায় স্মরণীয় ও বরণীয় ব্যক্তিত্ব।

সাহাবা ও আউলিয়ায়ে কেরামগণের কারামত

প্রশ্ন: কারামত কাকে বলে?

উত্তর: আল্লাহ্ তায়ালার কোন অলী থেকে অস্বাভাবিক যেসব বিষয় প্রকাশ পায় সেগুলোকে কারামত বলে।

প্রশ্ন: কারামত কত প্রকার?

উত্তরঃ আল্লামা তাজুদ্দীন সবকী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ স্বীয় কিতাব 'ত্বাবাকাতুশ্ শফিইয়্যাতিল কুবরা'য় আউলিয়ায়ে কেরামগণ কারামাতের ব্যাপারে একশ'রও অধিক প্রকার উল্লেখ করেছেন। তম্মধ্য হতে কতিপয় হলো এই:

﴾১﴿ মৃতকে জীবিত করা। ﴾২﴿ নদী, সাগরের উপর কর্তৃত্ব। ﴾৩﴿ গাছ-পালার সাথে কথোপকথন। ﴾৪﴿ দোয়া কবুল হওয়া। ﴾৫﴿ জীব-জন্তুর অনুগত হওয়া। ﴾৬﴿ মানুষের অন্তরকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করা। ﴾৭﴿ মৃতের সাথে আলাপ করা। ﴾৮﴿ জমিনকে সংকুচিত করা। ﴾৯﴿ আরোগ্য দান করা। ﴾১০﴿ সময় সংক্ষিপ্ত ও দীর্ঘ হওয়া। ﴾১১﴿ অদৃশ্যের সংবাদ দেয়া। ﴾১২﴿ পানাহার ছাড়া জীবিত থাকা, ইত্যাদি।

প্রশ্নঃ কিছু আউলিয়ায়ে কেরামের কারামত উল্লেখ করুন?

উত্তরঃ ﴾১﴿ হুযুর গাউসে আযম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ রান্না করা মুরগীর হাড়-গোড়গুলো একত্রিত করে **আল্লাহ্**র হুকুমে (মুরগী) জীবিত করেন।[১]

﴾২﴿ হযরত শায়খ আহমদ বিন নসর খুযায়ী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ শহীদ হয়ে যাওয়ার পর শূলীতেই পবিত্র কুরআন মাজীদ তিলাওয়াত করেন।[২]

(১) (বাহজাতুল আসরার, ১২৮ পৃষ্ঠা)
(২) (তারিখে বাগদাদ, ৫ম খন্ড, ৩৮৭ পৃষ্ঠা)

﴾৩﴿ শায়খ আবু ইসহাক শীরাযী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বাগদাদের জমিনে বসেই পবিত্র কাবা শরীফ দেখে নেন।(১)

প্রশ্ন: সাহাবায়ে কেরামগণও কি **আল্লাহ্**র অলী? তাঁদের থেকেও কি কারামত প্রকাশ পেয়েছে?

উত্তর: জ্বী হ্যাঁ! সাহাবায়ে কেরামগণ হলেন **আল্লাহ্**র অলীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ অলী। তাঁদের থেকেও অনেক অনেক কারামত প্রকাশ পেয়েছে।

প্রশ্ন: সাহাবায়ে কেরামগণের কিছু কারামত উল্লেখ করুন?

উত্তর: ﴾১﴿ আমীরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দীক رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ কর্তৃক প্রেরিত মুসলিম সেনা বাহিনীর কলেমায়ে তাইয়্যেবা পাঠের আওয়াজে কেল্লায় কম্পন সৃষ্টি হয়।(২)

❀ তাঁর رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ জানাযাকে সামনে রেখে সালাম দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রওজায়ে আকদসের দরজা খুলে যায়।(৩)

﴾২﴿ আমীরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারূক رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ কবরবাসীর সাথে কথাবার্তা বলেন।(৪)

❀ তিনি رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ জবানের বুলির আওয়াজ মদীনা মুনাওয়ারা থেকে বহু মাইল দূরে (ইরানের) নিহাওয়ান্দের

(১) (জামে কারামাতুল আউলিয়া, ১ম খন্ড, ৩৯২ পৃষ্ঠা)
(২) (ইযালাতুল খাফা, মকছদ দোম, ৩য় খন্ড, ৩৯২ পৃষ্ঠা)
(৩) (আত তাফসীরুল কবীর, সূরাতুল কাহাফ, ৭ম খন্ড, ৪৩৩ পৃষ্ঠা)
(৪) (হুজ্জাতুল্লাহিল আলাল আলামিন, আল খাতিমা ফি আসবাতি কারামাতিল আউলিয়া... শেষ, ৬১২ পৃষ্ঠা)

ভূমিতে অবস্থান রত হযরত সায়্যিদুনা সারিয়া رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ 'র কানে পৌঁছায়।(১)

❀ নীল নদের নামে চিঠি লিখে নীল নদের স্তব্দ পানিকে পুনরায় প্রবাহিত করা।(২)

❀ তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ যে কোন দোয়া **আল্লাহ্**র দরবারে কবুল হত।(৩)

﴿৩﴾ আমীরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওসমান গনী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ 'র হাত থেকে লাঠি মোবারকটি ছিনিয়ে নিয়ে হাতে ক্যান্সার হয়ে যায়।(৪)

❀ তিনি নিজেই তাঁর কবরের স্থান বলে দেওয়া।(৫)

❀ তাঁর শাহাদাতের পর অদৃশ্য থেকে আওয়াজ আসা।(৬)

❀ তাঁর দাফনের সময় ফেরেশতাদের ভীড় হওয়া।(৭)

﴿৪﴾ আমীরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা আলী মুরতাদা كَرَّمَ اللّٰہُ تَعَالٰی وَجْہَہُ الْکَرِیْم কর্তৃক কবরবাসীদের সাথে প্রশ্নোত্তর করা।(৮)

❀ তাঁকে মিথ্যা প্রতিপন্নকারী ব্যক্তি অন্ধ হয়ে যায়।(৯)

---

(১) (মিশকাতুল মাসাবিহ, ২য় খন্ড, ৪০১ পৃষ্ঠা, হাদীসঃ ৫৯৫৪)
(২) (হুজ্জাতুল্লাহিল আলাল আলামিন, আল খাতিমা ফি আসবাতি কারামাতিল আউলিয়া.. শেষ, ৬১২ পৃষ্ঠা)
(৩) (ইযালাতুল খাফা, মকছদ দোম, ৪র্থ খন্ড, ১০৮ পৃষ্ঠা)
(৪) (উর্দু ৪৩ পৃষ্ঠার ৪নং টিকা)
(৫) (ইযালাতুল খাফা, মকছদ দোম, ৪র্থ খন্ড, ৩১৫ পৃষ্ঠা)
(৬) (শাওয়াহিদুন নবুয়াহ, ২০৯ পৃষ্ঠা)
(৭) (আল মরজেয়ুস সাবিক)
(৮) (হুজ্জাতুল্লাহিল আলাল আলামিন, আল খাতিমা ফি আসবাতি কারামাতিল আউলিয়া.. শেষ, ৬১৩ পৃষ্ঠা)
(৯) (ইযালাতুল খাফা, মকছদ দোম, ৪র্থ খন্ড, ৪৯২ পৃষ্ঠা)

❀ কে কোথায় মারা যাবে, কোথায় দাফন হবে তা বলে দেওয়া।(১)

❀ তাঁর ঘরে ফেরেশতা কর্তৃক চাক্কী (আটা, গম ইত্যাদি পিষার যন্ত্র) চালান।(২)

❀ নিজের ওফাতের সংবাদ দেওয়া।(৩)

❀ ঘোড়ায় আরোহণ হওয়া অবস্থায় কুরআন মাজীদ খতম করে নেওয়া।(৪)

লজ্জা ঈমানের অঙ্গ

আল্লাহ্‌র মাহবুব, দানায়ে গুয়ূব صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: লজ্জা ঈমানের অঙ্গ। (মুসনাদে আবু ইয়ালা, ৬ষ্ঠ খন্ড, ২৯১ পৃষ্ঠা, হাদীস-৭৪৬৩) অর্থাৎ যেভাবে ঈমান মুমিনকে কুফরী গ্রহণ করা থেকে বাঁধা প্রদান করে, সেভাবে লজ্জা লজ্জাশীল ব্যক্তিকে অবাধ্যতা সমূহ থেকে বাঁচিয়ে রাখে। এখানে রূপক ভাবে এটাকে "ঈমান থেকে" বলা হয়েছে। যেটার আরো বিস্তারিত বর্ণনা ও সমর্থন হযরত সায়্যিদুনা ইবনে ওমর رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ এর এই রেওয়ায়াত থেকে পাওয়া যায়, "নিঃসন্দেহে লজ্জা এবং ঈমান দুটি পরস্পর মিলিত। সুতরাং যখন একটি উঠে যায়, তখন অপরটিকেও উঠিয়ে নেয়া হয়।"

(আল মুসতাদরাক লিল হাকিম, ১ম খন্ড, ১৭৬ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৬৬)

(১) (আর রিয়াদুল নাদ্বারা, আল বাবুর রাবে, ২য় খন্ড, ২০১)
(২) (আল মরজেয়ুস সাবিক, ২০২ পৃষ্ঠা)
(৩) (আল মরজেয়ুস সাবিক)
(৪) (শাওয়াহিদুন নবুয়াহ, ২১২ পৃষ্ঠা)

ইবাদত

অযু

অযু করার পদ্ধতি:

* প্রিয় মাদানী মুন্নারা! অযু করার জন্য কেবলামুখি হয়ে উঁচু স্থানে বসা মুস্তাহাব।
* অযু করার পূর্বে এভাবে নিয়্যত করুন, ‘**আল্লাহ্**র হুকুম পালনার্থে এবং সাওয়াব অর্জনের নিয়্যতে অযু করছি’।
* অযু করার পূর্বে ‘بِسْمِ اللهِ ...’ পাঠ করা সুন্নাত।
* সম্ভব হলে ‘بِسْمِ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ’ও পড়ে নিন। কেননা যতক্ষণ পর্যন্ত অযু অবশিষ্ট থাকবে, আপনার আমলনামায় নেকী লিখা হতে থাকবে।
* এবার তিনবার করে উভয় হাত কব্জি পর্যন্ত ধৌত করুন। সাথে আঙ্গুলগুলোও খিলাল করুন।
* সুন্নাত মোতাবেক মিসওয়াক শরীফ ব্যবহার করুন।
* তারপর তিনবার কুলি করুন। রোযাদার না হলে গড়গড়াও করে নিন।
* তারপর তিনবার নাকে পানি দিন। রোযাদার না হলে নাকের মূল পর্যন্ত পানি পৌঁছান। আর বাম হাতের কনিষ্ঠা আঙ্গুল দিয়ে নাকও পরিস্কার করুন।

* তারপর তিনবার সমস্ত মুখ-মন্ডল এভাবে ধৌত করুন যেন, কপালের চুলের গোড়া থেকে থুথুনি পর্যন্ত এবং এক কানের লতি থেকে অপর কানের লতি পর্যন্ত পানি প্রবাহিত হয়।
* তারপর তিনবার কনুইসহ উভয় হাত এমনভাবে ধৌত করুন যেন, কনুই থেকে নখ পর্যন্ত কোন জায়গা অধৌত থেকে না যায়।
* তারপর উভয় হাত সামান্য ভিজিয়ে সমস্ত মাথা একবার মাসাহ্ করে নিবেন।
* তারপর উভয় হাতের শাহাদত আঙ্গুল দিয়ে উভয় কানের ভেতরের অংশ, বৃদ্ধাঙ্গুল দিয়ে বাইরের অংশ এবং হাতের পিঠ দিয়ে ঘাড় মাসাহ্ করুন।
* তারপর টাখনুসহ উভয় পা ধৌত করুন। প্রথমে ডান পা, পরে বাম পা ধৌত করুন। উভয় পায়ের আঙ্গুলের ফাঁকগুলো বাম হাতের কনিষ্ঠা আঙ্গুল দিয়ে খিলাল করুন।
* ডান পায়ের কনিষ্ঠা আঙ্গুলের ফাঁক থেকে খিলাল আরম্ভ করে বাম পায়ের কনিষ্ঠা আঙ্গুলে গিয়ে খিলাল শেষ করবে।

জরুরি নোটঃ মাদানী মুন্নাদেরকে অযুখানায় (নিয়ে গিয়ে) হাতে কলমে অযুর শিক্ষা দিন, তাছাড়া পানি ব্যবহারের ক্ষেত্রে অপচয় করা থেকে বিরত থাকার শিক্ষা দিন। হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেছেন: "প্রত্যেক অঙ্গ ধৌত করার সময় এই আশা রাখুন যে, আমার এই অঙ্গের গুনাহ্ সমূহ ধুয়ে যাচ্ছে"।[১]

(১) (ইহইয়াউল উলুমুদ্দিন, কিতাবু ইসরারিত তাহারাত, ১ম খন্ড, ১৮৩ পৃষ্ঠা)

✱ অযু করার পর শুরু ও শেষে একবার করে দরূদ শরীফসহ নিচের দোয়াটি পাঠ করুন:

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِیْ مِنَ التَّوَّابِیْنَ وَ اجْعَلْنِیْ مِنَ الْمُتَطَهِّرِیْنَ (১)

অনুবাদঃ হে আল্লাহ্! তুমি আমাকে অধিক হারে তাওবাকারীদের অন্তর্ভুক্ত করে দাও এবং আমাকে পবিত্র বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করে দাও।

জান্নাতের ৮টি দরজাই খুলে যায়

হাদীস শরীফে উল্লেখ রয়েছে: যে ব্যক্তি ভালভাবে অযু করল অতঃপর আসমানের দিকে তাকিয়ে কলেমায়ে শাহাদত পাঠ করে তার জন্য জান্নাতের আটটি দরজাই খুলে দেওয়া হয়; যেটি দিয়ে ইচ্ছা প্রবেশ করবে।(২)

অযু করার পর সূরা কদর পাঠ করার ফযীলত:

হাদীস শরীফে উল্লেখ রয়েছে: যে ব্যক্তি অযু করার পর একবার সূরা কদর পাঠ করে, সে সিদ্দীকীনদের অন্তর্ভুক্ত। যে ব্যক্তি দুইবার পাঠ করে, তাকে শহীদদের মধ্যে গণ্য করা হয়। আর যে ব্যক্তি তিনবার পাঠ করবে, তবে **আল্লাহ্ তায়ালা** হাশরের মাঠে তাকে নবীদের সাথে রাখবেন।(৩)

---

(১) (প্রাগুক্ত, ১৮৪ পৃষ্ঠা)
(২) (সুনানে কুবরা লিন নাসায়ী, কিতাবু আমলিল ইয়াওমি ওয়াল লাইলাতি, ৬ষ্ঠ খন্ড, ২৫ পৃষ্ঠা, হাদীস; ৯৯১২)
(৩) (কানযুল উম্মাল, ৯ম খন্ড, ১৩২ পৃষ্ঠা, হাসীস: ২৬০৮৫)

দৃষ্টিশক্তিও দুর্বল হবে নাঃ

যে ব্যক্তি অযু করার পর আসমানের দিকে দেখে একবার সূরা ক্বদর পাঠ করে নেয়, اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ তার দৃষ্টিশক্তি কখনও দূর্বল হবে না।(১)

ধৌত করার সংজ্ঞাঃ

কোন অঙ্গ ধৌত করার অর্থ হলো, সেই অঙ্গটির সর্বত্র কমপক্ষে দুই ফোঁটা পানি প্রবাহিত হওয়া। কেবল ভিজালে বা তেলের ন্যায় বুলিয়ে নিলে অথবা এক ফোঁটা পানি প্রবাহিত হলে তাকে ধৌত করা বলা যাবে না। এরকম করলে না অযু হবে না গোসল!

আযান

প্রশ্নঃ আযান কাকে বলে?

উত্তরঃ মুসলমানদেরকে নামাযের প্রতি আহ্বান করার জন্য এক বিশেষ ধরনের ঘোষণাকে আযান বলে।

প্রশ্নঃ আযান দেওয়া কি ফরজ?

উত্তরঃ জ্বী না! তবে পাঁচ ওয়াক্তের ফরজ নামাযগুলো, যা জামাআত সহকারে মসজিদে আদায় করা হয় এর জন্য আযান দেওয়া সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ্।

প্রশ্নঃ আযানের পূর্বে কি দরূদ শরীফ পাঠ করা যাবে?

(১) (মাসাঈলুল কুরআন, ২৯১ পৃষ্ঠা, রুমী পাবলিকেশন্স, লাহোর)

উত্তর: জ্বী হ্যাঁ! আযানের পূর্বে দরূদ শরীফ পাঠ করা সওয়াবের কাজ।

প্রশ্ন: যখন আযান দেওয়া হয় তখন কী করা উচিত?

উত্তর: আযানের সম্মানার্থে কথাবার্তা ও সকল প্রকারের কাজকর্ম বন্ধ রেখে আযানের জবাব দেওয়া উচিত।

প্রশ্ন: আযানের শব্দগুলো কি কি?

উত্তর: আযানের শব্দগুলো নিম্নরূপ:

اَللّٰهُ اَكْبَرُ ط اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ط اَللّٰهُ اَكْبَرُ

اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ

اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًرَّسُوْلُ اللّٰهِ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًرَّسُوْلُ اللّٰهِ

حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ

حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ

নামাযের শর্তাবলী

প্রশ্ন: নামাযের শর্ত কয়টি?

উত্তর: নামাযের শর্ত ৬টি। যথা: (১) পবিত্রতা অর্জন করা। (২) সতর ঢাকা। (৩) ক্বিবলামুখী হওয়া। (৪) নামাযের সময় হওয়া। (৫) নিয়্যত করা। (৬) তকবীরে তাহরীমা বলা।

প্রশ্ন: পবিত্রতা কী?

উত্তর: পবিত্রতা মানে নামাযী ব্যক্তির শরীর, পোশাক ও নামাযের স্থান সব ধরনের নাপাকি থেকে পবিত্র হওয়া।

প্রশ্ন: সতর ঢাকা বলতে কী বুঝায়?

উত্তর: সতর ঢাকা বলতে, পুরুষদের জন্য নাভীর নিচ থেকে হাঁটু পর্যন্ত সমস্ত শরীর ঢেকে রাখা অপরিহার্য। আর মহিলাদের জন্য মুখের বাহ্যিক অংশ, উভয় হাতের কব্জিদ্বয় ও উভয় পায়ের তালুদ্বয়–এই পাঁচটি অঙ্গ ব্যতীত সারা শরীর ঢেকে রাখা আবশ্যক।

প্রশ্ন: ক্বিবলামুখী হওয়া বলতে কী বুঝায়?

উত্তর: নামাযে ক্বিবলা অর্থাৎ কাবা শরীফের দিকে মুখ করাকে ক্বিবলামুখী হওয়া বলে।

প্রশ্ন: নামাযের সময় হওয়া বলতে কী বুঝায়?

উত্তর: এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, যে নামায পড়বেন, তার যথাযথ সময় হওয়া আবশ্যক।

প্রশ্ন: নিয়্যত বলতে কী বুঝায়?

উত্তর: নিয়্যত হলো অন্তরের দৃঢ় ইচ্ছার নাম। মুখে নিয়্যত করা জরুরী নয়। তবে অন্তরের নিয়্যতের সাথে সাথে মুখেও উচ্চারণ করে নেওয়া উত্তম।

প্রশ্ন: তাকবীরে তাহরীমা বলতে কী বুঝায়?

উত্তর: নামায আরম্ভ করার জন্য তাকবীর তথা 'اَللّٰهُ اَكْبَرُ' বলাকে তকবীরে তাহরীমা বলে।

নামাযের ফরজ

প্রশ্ন: নামাযের ফরজ কয়টি?

উত্তর: নামাযের ফরজ সাতটি। যথা:

(১) তকবীরে তাহরীমা বলা। (২) কিয়াম করা। (৩) কিরাত পড়া। (৪) রুকু করা। (৫) সিজদা করা। (৬) শেষ বৈঠকে বসা। (৭) খুরুজে বিসুনঈহি বা কোন কাজের মাধ্যমে নামায শেষ করা।

প্রশ্ন: তকবীরে উলা দ্বারা কী উদ্দেশ্য?

উত্তর: তকবীরে তাহরীমাকে তকবীরে উলাও বলে। এটি নামাযের শর্তাবলী মধ্যে সর্বশেষ শর্ত এবং ফরজ সমূহের মধ্যে সর্বপ্রথম ফরজ। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো: নামায আরম্ভ করার জন্য তকবীর বা 'اَللّٰهُ اَكْبَرُ' বলা।

প্রশ্ন: কিয়াম করা বলতে কী বুঝায়?

উত্তর: তকবীরে তাহরীমার পর সোজা হয়ে দাঁড়ানোকে কিয়াম বলে। ততটুকু পরিমাণ সময় দাঁড়িয়ে থাকাকে কিয়াম বলে, যতক্ষণ পর্যন্ত কিরাত পড়া হয়।

প্রশ্ন: কিরত পড়া বলতে কী বুঝায়?

উত্তর: কিরত পড়া বলতে বুঝায়, সকল হরফকে বিশুদ্ধ মাখ্‌রাজ সহকারে উচ্চারণ করতে হবে। (কিরাত) চুপি চুপি পড়ার ক্ষেত্রে এটা আবশ্যক যে, নিজ কানে যেন শুনতে পায়।

প্রশ্ন: রুকূ বলতে কী বুঝায়?

উত্তর: কিরত পড়ার পর এতটুকু পরিমাণে ঝুঁকাকে রুকূ বলে, যেন হাত বাড়ালে হাঁটু স্পর্শ হয়। এটি হলো রুকূর সর্বনিম্ন পর্যায়। পুরুষদের জন্য রুকূর পূর্ণাঙ্গ রূপ হলো, পিঠকে টানটান অবস্থায় একেবারে সোজা করে রাখা।

প্রশ্ন: সিজদা বলতে কী বাঝায়?

উত্তর: রুকূ করার পর উভয় পা, উভয় হাঁটু, উভয় হাত ও নাক– এই সাতটি হাঁড়কে একসাথে মাটিতে লাগানোর নামই হলো সিজদা। সিজদায় কপালকে এমনভাবে চেপে রাখুন যেন মাটির শক্তভাব অনুভব হয়। প্রতি রাকাতে দুইবার সিজদা করা ফরজ।

প্রশ্ন: শেষ বৈঠক বলতে কী বুঝায়?

উত্তর: নামাযের রাকাতগুলো শেষ করার পর পুরো তাশাহ্হুদ (অর্থাৎ পুরো আত্তাহিয়্যাত) সময় বসাকে শেষ বৈঠক বলে। আর এটাও ফরজ।

প্রশ্ন: খুরুজে বিসুনঈহী বা কোন কাজের মাধ্যমে নামায শেষ করার অর্থ কী?

উত্তর: শেষ বৈঠকের পর সালাম ফিরানোর মাধ্যমে নামায শেষ করা।

নামাযের পদ্ধতি

নামাযের পদ্ধতি:

* অযু সহকারে ক্বিবলামুখী হয়ে দাঁড়িয়ে উভয় হাত কান পর্যন্ত তুলে নিন।

* যখন হাত উঠাবেন তখন আঙ্গুলগুলো মিলিয়েও রাখবেন না, আবার বেশি ফাঁকও রাখবেন না। হাতের তালুদ্বয় রাখবেন ক্বিবলার দিকে।
* তারপর যে নামায পড়বেন সেটির নিয়্যত করবেন। মুখে উচ্চারণ করা উত্তম।
* তারপর তকবীরে ঊলা বলে উভয় হাত নাভীর নিচে বেঁধে নিন।
* এবার সানা পাঠ করুন:

سُبْحٰنَكَ اللّٰهُمَّ وَ بِحَمْدِكَ وَ تَبَارَكَ اسْمُكَ
وَ تَعَالٰى جَدُّكَ وَ لَآ اِلٰهَ غَيْرُكَ ط

* তারপর তাআউয পাঠ করুন: اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ
* তারপর তাসমিয়া পাঠ করুন: بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
* সূরা ফাতিহাটি সম্পূর্ণ পাঠ করুন:

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝١ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝٢ مٰلِكِ يَوْمِ
الدِّيْنِ ۝٣ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۝٤ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ
الْمُسْتَقِيْمَ ۝٥ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ
عَلَيْهِمْ وَ لَا الضَّآلِّيْنَ ۝٦

সূরা ফাতিহা পাঠ করার পর চুপি চুপি آمين 'আমীন' বলবেন। অতঃপর ছোট তিনটি আয়াত অথবা বড় একটি আয়াত যা ছোট

তিন আয়াতের সমপরিমাণ হয় অথবা যে কোন সূরা পড়ে নিন। যেমন- সূরা ইখলাসও পাঠ করা যায়:

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ۚ﴿۱﴾ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ۚ﴿۲﴾ لَمْ يَلِدْ ۙ
وَ لَمْ يُوْلَدْ ۙ﴿۳﴾ وَ لَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ۚ﴿۴﴾

- এরপর 'اَللّٰهُ اَكْبَرُ' বলে রুকূ করুন এবং রুকূতে তিনবার অথবা পাঁচবার রুকূর তাসবীহ سُبْحٰنَ رَبِّيَ الْعَظِيْم পাঠ করুন।
- তারপর তাসমী' سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَه বলতে বলতে একেবারে সোজা দাঁড়িয়ে যাবেন। এভাবে দাঁড়ানোকে কওমা বলে।
- যদি একা নামায পড়ে থাকেন তবে اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْد ও পড়ে নিন।
- তারপর 'اَللّٰهُ اَكْبَرُ' বলতে বলতে সিজদায় যাবেন এবং পায়ের দশ দশটি আঙ্গুল যেন ক্বিবলার দিকে থাকে। অতঃপর সিজদার তাসবীহ্ سُبْحٰنَ رَبِّيَ الْاَعْلٰى তিনবার অথবা পাঁচবার পাঠ করুন।
- উভয় সিজদার মাঝখানে বসাকে 'জলসা' বলা হয়। জলসায় একবার 'سُبْحٰنَ اللّٰه' বলার সময় পর্যন্ত বসুন। তারপর 'اَللّٰهُ اَكْبَرُ' বলে দ্বিতীয় সিজদা করুন। এভাবে এক রাকাত পূর্ণ হলো। দ্বিতীয় রাকাতটিও এভাবেই আদায় করুন।
- দুই রাকাত শেষে 'আত্তাহিয়্যাত' পড়ার জন্য বসাকে 'কা'দা' বলে।

✱ কা'দায় এবার তাশাহ্হুদ পাঠ করুন:

اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَ الصَّلَوٰتُ وَ الطَّيِّبٰتُ ؕ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَ رَحْمَةُ اللّٰهِ وَ بَرَكَاتُهٗ ؕ اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَ عَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصّٰلِحِيْنَ ؕ اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَ رَسُوْلُهٗ ؕ

✱ যখন তাশাহ্হুদ পাঠ কালে 'اَ' শব্দের কাছাকাছি এসে পৌঁছালে ডান হাতের মধ্যমা ও বৃদ্ধাঙ্গুল (এর মাথাদ্বয় মিলিয়ে) দিয়ে বৃত্ত তৈরি করে নিন এবং কনিষ্ঠা ও অনামিকা আঙ্গুলদ্বয়কে হাতের তালুর সাথে মিলিয়ে দিন।

✱ অতঃপর 'اَ' শব্দটি বলার সময় শাহাদাত আঙ্গুলটি উপরের দিকে তুলুন এবং 'اِلا' শব্দটি বলার সাথে সাথে নামিয়ে ফেলে সব কটি আঙ্গুল সোজা করে নিন।

✱ যদি (দুইয়ের অধিক) আরো বেশি রাকাত পড়ছেন এমন হয় তাহলে 'اَللّٰهُ اَكْبَرُ' বলে পুনরায় দাঁড়িয়ে যান।

✱ যদি ফরজ নামায পড়ছেন এমন হয়, তাহলে তৃতীয় ও চতুর্থ রাকাতের 'কিয়ামে' بِسْمِ اللّٰه এবং اَلْحَمْدُ শরীফও পাঠ করুন। তবে (সাথে অন্য কোন) সূরা মিলাবেন না।

✱ সব কটি রাকাত সম্পন্ন করার পর বসাকে কা'দায়ে আখিরা বলে।

✱ কা'দায়ে আখিরায় আত্ তাহিয়্যাত পড়ার পর দরূদে ইবরাহীমীও পড়ুন:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرٰهِيْمَ وَ عَلٰى اٰلِ اِبْرٰهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ط اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرٰهِيْمَ وَ عَلٰى اٰلِ اِبْرٰهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ط

✱ তারপর যে কোন একটি দোয়ায়ে মাছূরা পাঠ করবে:

اَللّٰهُمَّ رَبِّ اجْعَلْنِىْ مُقِيْمَ الصَّلٰوةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِىْ رَبَّنَا وَ تَقَبَّلْ دُعَآءِ ط رَبَّنَا اغْفِرْ لِىْ وَلِوَالِدَىَّ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ يَقُوْمُ الْحِسَابُ ط اَللّٰهُمَّ رَبَّنَآ اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّ فِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّ قِنَا عَذَابَ النَّارِ ۝

✱ তারপর নামায সমাপ্ত করার জন্য ডান দিকে মুখ ফিরিয়ে اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ الله বলুন। অতঃপর বাম দিকে মুখ করে اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ الله বলতে বলতে সালাম ফিরিয়ে নিন।

নাত শরীফ

মাদানী মদীনে ওয়ালে[১]

মুঝে দর পে ফির বুলানা মাদানী মদীনে ওয়ালে,
মায়ে ইশক ভি পিলানা মাদানী মদীনে ওয়ালে।
মেরি আঁখ মেঁ সামানা মাদানী মদীনে ওয়ালে,
বনে দিল তেরা ঠিকানা মাদানী মদীনে ওয়ালে।

(১) (ওয়াসায়িলে বখশিশ, ২৮৩-২৮৮ পৃষ্ঠা)

তেরি জবকে দীদ হোগী জভি মেরি ঈদ হোগী,
মেরে খাব মেঁ তু আনা মাদানী মদীনে ওয়ালে।
মুঝে গম সাতা রহে হেঁ মেরি জান খা রহে হেঁ,
তুমি হাওসিলা বাড়ানা মাদানী মদীনে ওয়ালে।
মে আগর ছে হোঁ কমীনা তেরা হোঁ শাহে মদীনা,
মুঝে কদমোঁ সে লাগানা মাদানী মদীনে ওয়ালে।
তেরা তুঝ সে হোঁ সাওয়ালী শাহা ফেরনা না খালি,
মুঝে আপনা তু বানানা মাদানী মদীনে ওয়ালে।
ইয়ে মরীজ মর রাহা হে তেরে হাত মেঁ শিফা হে,
আয় তাবীব! জল্দ আ-না মাদানী মদীনে ওয়ালে।
তু হি আম্বিয়া কা সারওয়ার তু হি দো জাহাঁ কা ইয়াওয়ার,
তু হি রাহবরে যমানা মাদানী মদীনে ওয়ালে।
তু খোদা কে বা'দ বেহ্তর হে ছভি সে মেরে সারওয়ার,
তেরা হাশেমী ঘারানা মাদানী মদীনে ওয়ালে।
তেরি ফরশ পর হুকুমত তেরি আরশ পর হুকুমত,
তু শাহানশাহে যমানা মাদানী মদীনে ওয়ালে।
ইয়ে করম বড়া করম্ হে তেরে হাত মেঁ ভরম্ হে,
সরে হাশর বাখশ্ওয়ানা মাদানী মদীনে ওয়ালে।
শাহা! এয়সা জয্বা পাওঁ কেহ্ মাঁই খুব সীখ্ জাওঁ,
তেরি সুন্নাতেঁ সিখানা মাদানী মদীনে ওয়ালে।
মেরে গাউছ কা উসিলা রহে শাদ সব কবীলা,
উনে খুলদ মেঁ বসা-না মাদানী মদীনে ওয়ালে।
তেরে গম মেঁ কা-শ! আত্তার রহে হার ঘড়ি গিরিফতার,
গমে মা-ল সে বাঁচানা মাদানী মদীনে ওয়ালে।

মাদানী ফুল

হাত মিলানোর মাদানী ফুল

* দুইজন মুসলমান পরস্পর সাক্ষাৎ কালে সালাম করে উভয় হাতে মুসাফাহা করা অর্থাৎ উভয় হাত মিলানো সুন্নাত।(১)
* বিদায় নেওয়ার সময়ও সালাম করবেন এবং হাতও মিলাতে পারেন।
* **আল্লাহ্**র ওয়াস্তে পরস্পর ভালবাসা পোষণকারী দুইজন ব্যক্তি যখন পরস্পর সাক্ষাতে মিলিত হয়ে মুসাফাহা করে এবং **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে, তখন তারা উভয়ে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পূর্বেই তাদের আগের ও পরের সকল গুনাহ্ ক্ষমা করে দেওয়া হয়।(২)
* পরস্পর হাত মিলানোর সময় দরূদ শরীফ পাঠ করে সম্ভব হলে এই দোয়াটিও পড়ে নিন: يَغْفِرُ اللهُ لَنَا وَلَكُمْ (অর্থাৎ **আল্লাহ্ তায়ালা** আমাদের ও আপনাদের সকল গুনাহ্ মাফ করে দিন)।
* দুইজন মুসলমান পরস্পর হাত মিলানোর সময় যেই দোয়া করা হবে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ সেই দোয়াই কবুল হবে। আর হাত আলাদা করে নেওয়ার পূর্বেই উভয়ের ক্ষমা হয়ে যাবে।
* পরস্পর হাত মিলানোর কারণে শত্রুতা দূর হয়।(৩)

---

(১) (আদ্ দুররুল মুখতার, কিতাবুল হাজরি ওয়াল ইবাহাতি, বাবুল ইস্তিবরা ওয়া গাইরিহি, ৯ম খন্ড, ৬২৯ পৃষ্ঠা)

(২) (মসনদে আবি ইয়ালা, ৩য় খন্ড, ৯৫ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২৯৫১)

(৩) (আল মুয়াত্তা লিল ইমাম মালিক, কিতাবু হুসনুল খুলফ, ২য় খন্ড, ৪০৭ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১৭৩১)

* **ফরমানে মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم: যে মুসলমান আপন ভাইয়ের সাথে মুসাফাহা করে এবং কারো মনে অপরের প্রতি শত্রুতা না থাকে, তাহলে একে অপর থেকে হাত সরিয়ে নেওয়ার পূর্বেই **আল্লাহ্ তায়ালা** উভয়ের অতীতের গুনাহ্ সমূহ ক্ষমা করে দিবেন। আর কোন মুসলমান যদি অপর মুসলমান ভাইয়ের প্রতি ভালবাসার দৃষ্টিতে দেখে, তার মনে যদি শত্রুতাভাব না থাকে, তাহলে একে অপর থেকে দৃষ্টি ফিরানোর পূর্বেই উভয়ের বিগত সকল গুনাহ্ ক্ষমা করে দেওয়া হবে।(১)
* যতবারই দেখা-সাক্ষাৎ হবে, ততবারই হাত মিলানো মুস্তাহাব।(২)
* উভয় পক্ষে একটি করে হাত মিলানো সুন্নাত নয়; মুসাফাহা উভয় হাতে করা সুন্নাত।(৩)
* অনেকে শুধুমাত্র পরস্পরে আঙ্গুল লাগায়, এটিও সুন্নাত নয়।(৪)
* হাত মিলানোর পর নিজের হাতে নিজে চুমু দেওয়া মাকরূহ।(৫)
* মুসাফাহাকালে অর্থাৎ পরস্পর হাত মিলানোর সময় সুন্নাত তরিকা হলো, হাতে কোন জিনিস যেমন- রুমাল ইত্যাদি যেন আড় (অন্তরাল) না হয়। উভয়ের তালু খালি থাকবে এবং তালুর সাথে তালু লাগতে হবে।(৬)

(১) (কানযুল উম্মাল, কিতাবুস সুহবহ, ৯ম খন্ড, ৫৭ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২৫৩৫৮)
(২) (রদ্দুল মুহতার, কিতাবুল হাজরি ওয়াল ইবাহাতি, বাবুল ইস্তিবরা ওয়া গাইরিহি, ৯ম খন্ড, ৬২৮ পৃষ্ঠা)
(৩) (রদ্দুল মুহতার, কিতাবুল হাজরি ওয়াল ইবাহাতি, বাবুল ইস্তিবরা ওয়া গাইরিহি, ৯ম খন্ড, ৬২৯ পৃষ্ঠা)
(৪) (রদ্দুল মুহতার, কিতাবুল হাজরি ওয়াল ইবাহাতি, বাবুল ইস্তিবরা ওয়া গাইরিহি, ৯ম খন্ড, ৬২৯ পৃষ্ঠা)
(৫) (তাবঈনুল হাকাইফ, কিতাবুল কারাহিয়্যা, ফসলুল ফিল ইস্তিবরা, ওয়া গাইরিহি, ৭ম খন্ড, ৫৬ পৃষ্ঠা)
(৬) (রদ্দুল মুহতার, কিতাবুল হাজরি ওয়াল ইবাহাতি, বাবুল ইস্তিবরা ওয়া গাইরিহি, ৯ম খন্ড, ৬২৯ পৃষ্ঠা)

নখ কাটার মাদানী ফুল

* জুমার দিন নখ কাটা মুস্তাহাব। বেশি বেড়ে গেলে জুমাবারের অপেক্ষা করবেন না।(১)
* সদরুশ শরীয়া বদরুত তরীকা মাওলানা আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেছেন: বর্ণিত রয়েছে; যে ব্যক্তি জুমার দিন নখ কাটবে, **আল্লাহ্ তায়ালা** পরবর্তী জুমার দিন পর্যন্ত তাকে বালা-মুসিবত থেকে রক্ষা করবেন। আরো তিন দিন বাড়তি অর্থাৎ দশ দিন পর্যন্ত। অপর এক বর্ণনায় এটাও রয়েছে যে, যে ব্যক্তি জুমার দিন নখ কাটবে, তবে **আল্লাহ্**র রহমত আসবে এবং গুনাহ্ বিদায় নিবে।(২)
* হাতের নখগুলো কাটার নিয়ম হলো এই; প্রথমে ডান হাতের শাহাদাত আঙ্গুল থেকে শুরু করে ধারাবাহিকভাবে কনিষ্ঠা আঙ্গুলসহ নখ কেটে যাবেন, কিন্তু বৃদ্ধাঙ্গুলকে রেখে দিবেন। এবার বাম হাতের কনিষ্ঠা থেকে শুরু করে ধারাবাহিকভাবে বৃদ্ধাঙ্গুল সহ নখ কেটে নিবেন। অতঃপর সব শেষে ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলের নখ কাটবেন।
* পায়ের নখ কাটার কোন নিয়ম বর্ণিত নেই। উত্তম হলো: ডান পায়ের কনিষ্ঠা থেকে শুরু করে ধারাবাহিকভবে বৃদ্ধাঙ্গুলসহ নখগুলো কেটে নিবেন। তার পর বাম পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুল থেকে আরম্ভ করে কানিষ্ঠা সহ নখগুলো কেটে নিবেন।(৩)

---

(১) (বাহারে শরীয়াত, ১৬তম অধ্যায়, ২২৫ পৃষ্ঠা)
(২) (বাহারে শরীয়াত, ১৬তম অধ্যায়, ২২৬ পৃষ্ঠা)
(৩) (বাহারে শরীয়াত, ১৬তম অধ্যায়, ২২৬-২২৭ পৃষ্ঠা)

* দাঁত দিয়ে নখ কাটা মাকরূহ্। দাঁত দিয়ে নখ কাটলে শ্বেতী বা কুষ্ঠ রোগ হওয়ার আশঙ্কা থাকে।(১)
* নখ কাটার পর সেগুলো দাফন করে দিন। যদি কোথাও ফেলে দেন তাতেও কোন ক্ষতি নেই।
* নখ কাটার পর সেগুলো টয়লেটে বা গোসলখানায় ফেলে দেওয়া মাকরূহ্। কেননা এর দ্বারা রোগ সৃষ্টি হয়।(২)
* বুধবার দিন নখ কাটা উচিত নয়। এতে কুষ্ঠ বা ধবল রোগ হওয়ার আশঙ্কা থাকে। তবে কেউ যদি ৩৯ দিন ধরে না কেটে থাকে আর আজ বুধবার চল্লিশতম দিন হয়। আজ যদি না কাটে তাহলে চল্লিশ দিনের চেয়ে অতিরিক্ত হয়ে যাবে। তাহলে তার পক্ষে আজই নখ কেটে ফেলা ওয়াজিব। কারণ, চল্লিশ দিনের বেশি নখ রেখে দেওয়া নাজায়েয ও মাকরূহ্ তাহ্রীমী।(৩)

ধৈর্য্য ও বিনয়ের উৎকৃষ্ট উদাহরণ

হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ নকল করছেন: কোন ব্যক্তি আমীরুল মু'মিনীন সায়্যিদুনা ওমর ইবনে আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর সাথে কঠোর ভাষায় কথা বলল। তিনি মাথা নত করে নিলেন এবং বললেন: তুমি কি এটা চাও যে, আমার রাগ চলে আসুক এবং শয়তান আমাকে অহংকার এবং ক্ষমতার ধোঁকায় লিপ্ত করে দিক আর আমি তোমাকে জুলুমের নিশানা বানাব এবং কিয়ামতের দিন তুমি আমার থেকে এর বদলা নিবে, আমার দ্বারা এটা কখনো হবে না। এটা বলে তিনি চুপ হয়ে গেলেন।

(কীমায়ে সা'আদাত, ২য় খন্ড, ৫৯৭ পৃষ্ঠা)

(১) (বাহারে শরীয়াত, ১৬তম অধ্যায়, ২২৭ পৃষ্ঠা)
(২) (বাহারে শরীয়াত, ১৬তম অধ্যায়, ২৩১ পৃষ্ঠা)
(৩) (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২২তম খন্ড, ৬৮৫ পৃষ্ঠা (সংক্ষেপিত))

ঘরে আসা-যাওয়ার মাদানী ফুল

* ঘরে প্রবেশ করার পূর্বে এই দোয়াটি পাঠ করুন:

بِسۡمِ اللهِ وَلَجۡنَا بِسۡمِ اللهِ خَرَجۡنَا وَعَلَى رَبِّنَا تَوَكَّلۡنَا ط(১)

অনুবাদঃ **আল্লাহ্**র নামেই আমরা ঘরে প্রবেশ করেছি, **আল্লাহ্**র নামেই ঘর থেকে বের হয়েছি, আর আমরা আমাদের রবের উপর ভরসা করেছি।

* দৃষ্টিকে নত রেখে ঘরে প্রবেশ করবেন।
* প্রথম ডান পা রাখবেন।
* ঘরে প্রবেশ করে প্রথমে সালাম দিবেন।
* ঘর থেকে বের হওয়ার সময়ও সালাম দিবেন।
* ঘর থেকে বের হওয়ার সময় প্রথমে বাম পা বাইরে রাখবেন।
* যখন ঘর থেকে বের হবেন তখন এই দোয়াটি পড়বেন:

بِسۡمِ اللهِ تَوَكَّلۡتُ عَلَى اللهِ لَا حَوۡلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللهِ ط(২)

অনুবাদঃ **আল্লাহ্**র নামেই (আমি বের হচ্ছি)। আমি **আল্লাহ্**র উপর ভরসা করলাম। গুনাহ্ থেকে বাঁচার শক্তি এবং নেক আমল করার সামর্থ্য একমাত্র **আল্লাহ্ তায়ালা**র পক্ষ থেকেই।

জুতো পরার মাদানী ফুল

* জুতো পরিধান করার পূর্বে প্রথমে ঝেড়ে নিবেন।

---

(১) (সুনানে আবু দাউদ, কিতাবুল আদব, ৪র্থ খন্ড, ৪২০ পৃষ্ঠা, হাদীসঃ ৫০৯৬)
(২) (সুনানে আবু দাউদ, কিতাবুল আদব, ৪র্থ খন্ড, ৪২০ পৃষ্ঠা, হাদীসঃ ৫০৯৫)

* তারপর بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ বলে পরিধান করবেন।
* প্রথমে ডান পায়ে, পরে বাম পায়ে জুতো পরিধান করবেন।
* জুতো খোলার সময় প্রথমে বাম পা, পরে ডান পা খুলবেন।
* এক পায়ে একটি জুতো পরে হাটবেন না। হয় উভয়টি পরবেন, না হয় উভয়টি খুলে রাখবেন।
* বসাবস্থায় জুতো খুলে রাখুন।

পোশাক পরিধান করার মাদানী ফুল

* সাদা পোশাকই সর্বোত্তম পোশাক।
* পায়জামা পায়ের ছোট গিড়ার উপরে রাখবেন।
* জামা-কাপড় ইত্যাদি পরিধান করার সময় ডান দিক থেকে শুরু করবেন।
* প্রথমে জামার ডান আস্তিনে হাত ঢুকাবেন, তারপর বাম আস্তিনে।
* অনুরূপভাবে প্রথমে পায়জামার ডান প্বার্শে ডান পা ঢুকাবেন এবং পরে বাম প্বার্শে বাম পা।
* পোশাক খোলার সময় বাম দিক থেকে আরম্ভ করবেন।

সুরমা লাগানোর মাদানী ফুল

* দুনিয়ার সকল সুরমার মধ্যে উত্তম সুরমার নাম হলো: 'ইসমাদ' সুরমা। এই সুরমা দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধি করে এবং চোখে পলক গজায়।[১]

(১) (সুনানে তিরমিযী, কিতাবুল লিবাস, ৩য় খন্ড, ২৯৩ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১৭৬৩)

* পাথরের সুরমা ব্যবহার করাতে কোন বাধা নেই। শ্রী বর্ধনের উদ্দেশ্যে পুরুষদের জন্য কালো সুরমা বা কাজল দেওয়া মাকরূহ্। শ্রী বর্ধনের উদ্দেশ্যে না হলে মাকরূহ্ হবে না।(১)
* ঘুমানোর সময় সুরমা ব্যবহার করা সুন্নাত।(২)
* সুরমা ব্যবহার করার তিনটি বর্ণিত নিয়মের সারাংশ আপনাদের খিদমতে পেশ করছি:

(১) কখনও উভয় চোখে তিন শলা করে।

(২) কখনও ডান চোখে তিন শলা এবং বাম চোখে দুই শলা।

(৩) আবার কখনও উভয় চোখে দুই শলা করে দিয়ে পরে আবার একটির পর একটিতে এক শলা করে লাগান।(৩)

তেল ঢালার মাদানী ফুল

* মাথায় তেল ঢালার পূর্বে بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ পড়বেন।
* ডান হাতে তেলের শিশি বা বোতল নিয়ে বাম হাতে তেল ঢালবেন।
* ডান হাতের আঙ্গুল দিয়ে প্রথমে ডান চোখের ভ্রুতে এবং পরে বাম চোখের ভ্রূতে তেল লাগাবেন।
* এরপর প্রথমে ডান এবং পরে বাম পলকে।
* তারপর بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ বলে মাথায় তেল দিবেন।

(১) (ফতোওয়ায়ে হিন্দিয়া, কিতাবুল কারাহিয়্যাহ, ৫ম খন্ড, ৩৫৯ পৃষ্ঠা)
(২) (ফতোওয়ায়ে হিন্দিয়া, কিতাবুল কারাহিয়্যাহ, ৫ম খন্ড, ২৯৪ পৃষ্ঠা)
(৩) (সুন্নাতে আওর আদাব, ৫৮ পৃষ্ঠা)

চিরুনী ব্যবহারের মাদানী ফুল

* প্রথমে بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ পাঠ করুন।
* ডান দিক থেকে চিরুনী ব্যবহার করা সুন্নাত।(১)
* প্রথমে ডান ভ্রূতে এবং পরে বাম ভ্রূতে চিরুনী ব্যবহার করুন।
* তারপর প্রথমে মাথার ডান দিকে এবং পরে বাম দিকে আঁচড়াবেন।

টয়লেটে আসা-যাওয়ার মাদানী ফুল

* টয়লেটে প্রথমে বাম পা প্রবেশ করাবেন।(২)
* যতক্ষণ পর্যন্ত বসার কাছাকাছি হবেন না, কাপড় সরাবেন না এবং (কাপড়) প্রয়োজনের চেয়ে বেশি খুলবেন না।(৩)
* দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করবেন না। দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করা মাকরূহ্।(৪)
* যে জায়গায় অযু ও গোসল করা হয় সেখানে প্রস্রাব করা মাকরূহ্। আর তাতে (অন্তরে) কুমন্ত্রণারও সৃষ্টি হয়।(৫)

---

(১) (আশ্‌শামায়িলুল মুহাম্মদিয়া লিত তিরমিযী, বাবু মাজাআ ফি তারাজ্জুলে রাসুলিল্লাহ, ৪০ পৃষ্ঠা, হাদীসঃ ৩৩)

(২) (রদ্দুল মুহতার, কিতাবুত তাহারাত, ফসলুল ইস্তিন্‌জা, মতলবু ফিল ফারকি বায়নাল ইস্তিবরা, ১ম খন্ড, ৬১৫ পৃষ্ঠা)

(৩) (রদ্দুল মুহতার, কিতাবুত তাহারাত, ফসলুল ইস্তিন্‌জা, মতলবু ফিল ফারকি বায়নাল ইস্তিবরা, ১ম খন্ড, ৬১৫ পৃষ্ঠা)

(৪) (ফতোওয়ায়ে হিন্দিয়া, কিতাবুত তাহারাত, আল বাবুস সাবে ফিন নাজাসাতি ওয়া আহকামিহা, আল ফসলুল সালিস, ১ম খন্ড, ৫০ পৃষ্ঠা)

(৫) (দুররে মুখতার ও রদ্দুল মুহতার, ১ম খন্ড, ৬১৩ পৃষ্ঠা। সুনানে আবু দাউদ, কিতাবুত তাহারাত, বাবুন ফিল বওলে ফিল মুস্তাহাম, ১ম খন্ড, ৪৪ পৃষ্ঠা, হাদীসঃ ২৭)

* বড়দের প্রস্রাব যেমনই নাপাক, দুগ্ধপোষ্য শিশুর প্রস্রাবও ঠিক তেমনই নাপাক।[১]
* ডান হাতে ইস্তিঞ্জা (শৌচকর্ম) করা মাকরূহ্।[২]
* কাগজ দিয়ে ইস্তিঞ্জা করা নিষেধ। যদিও তাতে কোন কিছু লিখা না থাকুক।[৩]

মসজিদের আদব সমূহ

প্রিয় মাদানী মুন্নারা! মসজিদ **আল্লাহ্ তায়ালার** ঘর। এটির সম্মান বজায় রাখা সকলেরই আবশ্যক।

* মসজিদে প্রবেশ কালে পোশাক, মুখ ও শরীর পাক-সাফ ও সুগন্ধময় রাখতে হবে।
* দুর্গন্ধময় পোশাক, মুখ, শরীর বা যে কোন ধরনের দুর্গন্ধযুক্ত জিনিস নিয়ে মসজিদে প্রবেশ করা হারাম। কেননা, দুর্গন্ধযুক্ত জিনিসের কারণে ফেরেশতাদের কষ্ট হয়।
* যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, ইতিকাফের নিয়্যত করে নিবেন। কিছু পড়ুন বা নাই পড়ুন যতক্ষণ মসজিদে থাকবেন, ততক্ষণ সাওয়াব পেতে থাকবেন।
* ইতিকাফের নিয়্যত ছাড়া মসজিদে পানাহার করা, ঘুমানো, সাহ্‌রী ও ইফতার করা সবই নিষেধ।

---

(১) (ফতোওয়ায়ে হিন্দিয়া, কিতাবুত তাহারাত, আল ফসলুস সানি, ১ম খন্ড, ৪৬ পৃষ্ঠা)
(২) (ফতোওয়ায়ে হিন্দিয়া, কিতাবুত তাহারাত, আল ফসলুল সালিস, ১ম খন্ড, ৫০ পৃষ্ঠা)
(৩) (বাহারে শরীয়াত, ২য় খন্ড, ৬১১ পৃষ্ঠা)

* মসজিদে হাঁসা কবরে অন্ধকার নিয়ে আসে।[১] প্রয়োজনে মুচকি হাসাতে কোন বাধা নেই।
* মসজিদে মুবাহ্ (জায়েয) কথাবার্তা বলা মাকরূহ্ এবং (তা) নেকীগুলোকে খেয়ে ফেলে।[২]
* মসজিদে লাঠি, চাবি ইত্যাদি ধরণের কোন বস্তু কখনো নিক্ষেপ করবেন না। মসজিদে যদি মামুলি ধরনের খড়-কুটা কিংবা ধূলি-বালিও নিক্ষেপ করা হয় তাতে মসজিদের এতই বেশি কষ্ট হয় যে, যেভাবে মানুষের চোখে মামুলি কিছু পড়লে কষ্ট অনুভূত হয়।
* জুতো খুলে মসজিদে নিয়ে যেতে হলে জুতোর ধূলো-বালিগুলো ভালমত ঝেড়ে নিন। অনুরূপ পায়েও যদি ধুলো-বালি লেগে থাকে, সেগুলোও রুমাল ইত্যাদি দিয়ে পরিস্কার করে নিন।[৩]
* মসজিদে দৌঁড়া-দৌঁড়ি করা অথবা এতই জোরে হাটা, যে কারণে শব্দ হয় তা নিষেধ।[৪]
* **প্রিয় মাদানী মুন্নারা!** মসজিদের আদবের দিকে বিশেষ খেয়াল রেখে অযথা কথাবার্তা ও ঠাট্টা-মশকারা থেকে বিরত থাকুন এবং আপন নেকীগুলোকে ধ্বংস হয়ে যাওয়া থেকে বাঁচান। কেননা, (মসজিদে) দুনিয়াবী জায়েয কথাবার্তাও নেকীগুলোকে খেয়ে ফেলে (অর্থাৎ শেষ করে দেয়।)

---

(১) (মলফুযাতে আ'লা হযরত, ২য় অধ্যায়, ৩২৩ পৃষ্ঠা)
(২) (ফতহুল কদীর, কিতাবুস সালাত, ১ম খন্ড, ৩৬৯ পৃষ্ঠা)
(৩) (জযবুল কুলুব, ২৫৭ পৃষ্ঠা)
(৪) (মলফুযাতে আ'লা হযরত, ২য় অধ্যায়, ৩১৮ পৃষ্ঠা)

মুর্শিদের সম্মান

ফাতাওয়ায়ে রযবীয়া শরীফ থেকে সংকলিত
মুর্শিদে কামেলের ১২টি আদব[১]

* মুর্শিদের হক পিতার হকের চেয়েও অধিক।
* পিতা শারীরিক বাপ আর মুর্শিদ রূহানী বাপ।
* পীরের মর্জির খেলাপ কোন কাজ করা মুরিদের জন্য জায়েয নেই।
* মুর্শিদের সামনে হাসা নিষেধ।
* মুর্শিদের অনুমতি না নিয়ে কথা বলা নিষেধ।
* যখন মুর্শিদের মজলিসে উপস্থিত হবে তখন অন্যের দিকে মনোনিবেশ করা নিষেধ।
* মুর্শিদের অনুপস্থিতিতে তাঁর বসার স্থানে বসা নিষেধ।
* মুর্শিদের সন্তান-সন্ততিদের সম্মান করা ফরজ।
* মুর্শিদের বিছানাকে সম্মান করা ফরজ।
* মুর্শিদের চৌ কাঠকে (অর্থাৎ ঘরের) সম্মান করা ফরজ।
* নিজের জান-মালকে মুর্শিদের বলে মনে করতে হবে।
* মুর্শিদ থেকে নিজের কোন কথা গোপন করার অনুমতি নেই।

মাতা-পিতার প্রতি আদব ও সম্মান

প্রশ্ন: পিতা-মাতার সাথে কী ধরণের আচরণ করার জন্য **আল্লাহ্ তায়ালা** নির্দেশ দিয়েছেন?

(১) (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২৬তম খন্ড, ৫৬৩ পৃষ্ঠা)

উত্তরঃ আল্লাহ্ তায়ালা পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছেন। যথা, সূরা আনকাবূতে ইরশাদ হচ্ছে:

وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا ؕ

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ এবং আমি মানুষকে তাকীদ দিয়েছি আপন মাতা-পিতার প্রতি সদাচরণ করতে।

(পারাঃ ২০, সূরাঃ আনকাবূত, আয়াতঃ ৮)

প্রশ্নঃ হাদীস শরীফের আলোকে পিতা-মাতার প্রতি আদব ও সম্মান প্রদর্শনের ফযীলতের উপর কিছু বলুন?

উত্তরঃ তাজেদারে মদীনা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যে নেক্কার সন্তান আপন পিতা-মাতার দিকে ভালবাসার দৃষ্টিতে তাকায়, **আল্লাহ্ তায়ালা** তার জন্য প্রতিটি দৃষ্টির বিনিময়ে একটি মকবুল হজ্বের সাওয়াব লিখে দেন।[১]

প্রশ্নঃ মাতা-পিতার জন্য কোন দোয়াটি করতে থাকা উচিত?

উত্তরঃ মাতা-পিতার জন্য এই দোয়াটি করতে থাকা উচিত:

رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيٰنِيْ صَغِيْرًا ﴿۲۴﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ হে আমার প্রতিপালক! তাঁদের উভয়ের উপর দয়া করো, যেমনিভাবে তাঁরা উভয়ে আমাকে শৈশবে লালন-পালন করেছিলেন। **(পারাঃ ১৫, সূরাঃ বনী ইসরাঈল, আয়াতঃ২৪)**

প্রশ্নঃ মাতা-পিতার সাথে কীভাবে কথাবার্তা বলা উচিত?

(১) (মিশকাতুল আসাবীহ, কিতাবুল আদব, ২য় খন্ড, ২০৯ পৃষ্ঠা, হাদীসঃ ৪৯৪৪)

উত্তরঃ মাতা-পিতার সাথে কথাবার্তা বলার সময় আওয়াজকে ছোট এবং দৃষ্টিকে অবনত রাখতে হবে। তাঁদের উপস্থিতিতে উঁচু আওয়াজে কথাবার্তা না বলা উচিত।

প্রশ্নঃ মাতা-পিতার প্রতি আমাদের কেমন খেয়াল রাখতে হবে?

উত্তরঃ মাতা-পিতা ডাকলে সাথে সাথে জবাব দিতে হবে। তাঁদের কথাগুলো মনোযোগ দিয়ে শুনতে হবে। যে কাজের নির্দেশ দিবেন অথবা যে ব্যাপারে নির্দেশ দিবেন তা করতে হবে এবং কোন কিছু বারণ করলে তা থেকে সরে আসতে হবে।

প্রশ্নঃ আমাদের উপর আমাদের মাতা-পিতার কী রূপ দয়া রয়েছে?

উত্তরঃ আমাদের উপর মাতা-পিতার অসংখ্য দয়া রয়েছে। তাঁরা আমাদের খাবার-দাবাার, পোশাক-পরিচ্ছদ, শিক্ষা-দীক্ষা ও সুস্বাস্থ্যসহ বিভিন্ন প্রয়োজনাদির প্রতি নজর রাখেন। তাই আমাদেরও উচিত তাঁদের খুব বেশি করে সম্মান করা ও তাঁদের আদব রক্ষা করা।

ওস্তাদের সম্মান ও আদব

ওস্তাদের সাথে ছাত্রের অত্যন্ত পবিত্র সম্পর্ক হয়ে থাকে। তাই ছাত্রের উচিত ওস্তাদকে নিজের হকের ক্ষেত্রে আপন পিতার চেয়েও অধিক হকদার জানুন। কেননা, পিতা তাকে দুনিয়ার আগুন ও বালা-মুসিবত থেকে বাঁচিয়ে রাখেন। অথচ ওস্তাদ তাকে দোজখের আগুন ও আখিরাতের বালা-মুসিবত থেকে বাঁচিয়ে থাকেন।

* কারো নিকট কেবল একটি হরফ শিক্ষা নিয়ে থাকলে তাকেও সম্মান করতে হবে। হাদীসে পাকে রয়েছে: **রহমতে আলম, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "কেউ যদি কাউকে পবিত্র কুরআনের একটি আয়াতও শিক্ষা দিয়ে থাকে, তাহলে সে তার মুনিব।"(১)
* ওস্তাদের অনুপস্থিতিতেও তাঁর সম্মান বজায় রাখুন। তাঁর বসার স্থানে বসবেন না।
* চলার সময় তাঁর সামনে আগে বাড়বেন না।
* ওস্তাদের সাথে মিথ্যা বলা বঞ্চিত হওয়ার কারণ। তাই ওস্তাদের সাথে সর্বদা সত্য বলুন।
* তাঁদের চোখে চোখ রাখবে না। বরং চোখকে অবনত করে রাখুন।
* এমনিভাবে প্রত্যেক নামাজের পর পিতা-মাতা ও ওস্তাদের জন্য সর্বদা দোয়া করতে থাকুন।
* আপনি যে মাদরাসায় পড়ছেন সেই মাদরাসার যেসব ওস্তাদ আপনাকে পড়ান না তাঁদেরও সম্মান করা অপরিহার্য।
* ওস্তাদের প্রতি অকৃতজ্ঞ হওয়া থেকে বেঁচে থাকুন। কেননা, এটি একটি ভয়ানক আপদ ও ধ্বংসকারী রোগ এবং তা ইলমের বরকতকে নিঃশেষ করে দেয়। যেমন- হাদীস শরীফে **নবী পাক** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি মানুষের শুকরিয়া প্রকাশ করল না, (মূলত) সে **আল্লাহ্**র শুকরিয়া প্রকাশ করল না।"(২)

(১) (আল মু'জামুল কবীর, ৮ম খন্ড, ১১২ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৭৫২৮)
(২) (সুনানে তিরমিযী, কিতাবুল বিররে ওয়াছ ছিলা, ৩য় খন্ড, ৩৮৬ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১৯৬২)

* ক্লাশ থেকে বের হতে অথবা ক্লাশে প্রবেশের ক্ষেত্রে অবশ্যই ওস্তাদের অনুমতি নিন।
* ওস্তাদ আপনাকে যেই রুটিন তৈরি করে দেয় তার উপর মাদ্‌রাসা ও ঘরে পূর্ণ আমল করে নির্দিষ্ট সময়ে পড়া শুনিয়ে ওস্তাদ সাহেবের আন্তরিক দোয়া নিন।
* ওস্তাদের শাস্তিকে নিজের জন্য পরম দয়ার কারণ বলে মনে করুন। কথিত প্রসিদ্ধ উক্তি আছে, যে ব্যক্তি ওস্তাদের কঠোরতা সহ্য করতে পারে না, তাকে দুনিয়ার পারিপার্শ্বিকতার কঠোরতা সহ্য করতে হয়।

ভাল কাজ আর মন্দ কাজ

মিথ্যার বর্ণনা

মিথ্যার সংজ্ঞা: ঘটনার বিপরীত কথা বলাকে মিথ্যা বলে।[১]

আমাদের সমাজে মিথ্যার এতই ছড়াছড়ি হয়েছে যে, এখন তো আর মিথ্যাকে মন্দ বলেও জানা হয় না। এমতাবস্থায় মিথ্যা থেকে বেঁচে থাকা শিশুদের জন্য প্রায় দুস্কর হয়ে পড়েছে। আমাদের উচিত শৈশব থেকেই আমাদের শিশুদের মন-মানসিকতায় মিথ্যার বিরুদ্ধে ঘৃণা স্থায়ীভাবে বসিয়ে দেওয়া। যাতে বড় হয়েও সে সর্বদা সত্যবাদিতা অবলম্বন করে।

(১) (হাদীকাতুন নাদিয়া, ২য় খন্ড, ২০০ পৃষ্ঠা)

মিথ্যা বলার শাস্তি: আল্লাহ্‌র প্রিয় হাবীব صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "কোন ব্যক্তি যখন মিথ্যা বলে, তখন ফেরেশতারা সেটির দুর্গন্ধে এক মাইল দূরে সরে যান।"(১)

প্রিয় ছোট বন্ধুরা! আপনারা দেখলেন তো! মিথ্যার অমঙ্গল কতই যে খারাপ। তাছাড়া মিথ্যাচারের ক্ষতিও সীমাহীন। যেমন- বর্ণিত আছে যে, হযরত সায়্যিদুনা ঈসা عَلَيْهِ السَّلَام কোথাও সফরে যাচ্ছিলেন। পথে এক ব্যক্তির সাক্ষাৎ হলো। লোকটি তাঁর কাছে আবেদন জানাল, হে **আল্লাহ্‌**র নবী! আমি আপনার সাহচর্যে থেকে আপনার খেদমত এবং শরীয়াতের ইলম হাছিল করতে চাই। আমাকে আপনার সাথে সফরের অনুমতি দিন! অতঃপর তিনি লোকটিকে অনুমতি দিলেন এবং এভাবে তাঁরা দুইজনেই একসাথে সফর করতে লাগলেন। চলতে চলতে পথে এক নদীর কিনারায় পৌঁছালেন, তখন হযরত ঈসা عَلَيْهِ السَّلَام বললেন: চল, আমরা খাবার খেয়ে নিই। তাঁরা উভয়ে খাবার খেতে লাগলেন। তাঁর عَلَيْهِ السَّلَام নিকট তিনটি রুটি ছিল। প্রত্যেকে একটি করে রুটি খাওয়ার পর তিনি عَلَيْهِ السَّلَام নদী থেকে পানি পান করতে লাগলেন। ওদিকে লোকটি তৃতীয় রুটিখানা লুকিয়ে ফেলল। তিনি عَلَيْهِ السَّلَام যখন পানি পান করে ফিরে এলেন তখন দেখলেন যে, তৃতীয় রুটিটি নাই। তিনি عَلَيْهِ السَّلَام লোকটির কাছে জিজ্ঞাসা করলেন: তৃতীয় রুটিটি কোথায়? লোকটি মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে বলল: আমি জানি না। তিনি عَلَيْهِ السَّلَام চুপ রইলেন। অতঃপর তিনি عَلَيْهِ السَّلَام বললেন: এসো সামনে চলি। সফরে তিনি عَلَيْهِ السَّلَام

(১) (সুনানে তিরমিযী, কিতাবুল বিররে ওয়াছ ছিলা, ৩য় খন্ড, ৩৯২ পৃষ্ঠা)

পথে একটি হরিণী তার সুন্দর সুন্দর দুইটি বাচ্চা সাথে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলেন। একটি বাচ্চাকে তিনি নিজের দিকে ডাকলেন। তাঁর عَلَيْهِ السَّلَام হুকুম পাওয়ার সাথে সাথে হরিণের বাচ্চাটি তাঁর নিকট চলে এল। তিনি عَلَيْهِ السَّلَام হরিণের বাচ্চাটি জবাই করলেন। ভুনে তারা উভয়ে এর মাংস খেলেন। মাংস খাওয়ার পর তিনি সেটির হাড্ডিগুলো একস্থানে জমা করলেন। তারপর বললেন: قم باذن الله (অর্থাৎ **আল্লাহ্**র নির্দেশে দাঁড়িয়ে যাও)। দেখতে দেখতে হরিণের বাচ্চাটি জীবিত হয়ে গেল এবং তার মায়ের কাছে চলে গেল। এবার হযরত ঈসা عَلَيْهِ السَّلَام লোকটিকে উদ্দেশ্য করে বললেন: তোমাকে সেই **আল্লাহ্**র দোহাই দিচ্ছি, যিনি আমাকে এই মুজিযা দেখানোর ক্ষমতা দান করেছেন! তুমি সত্য করে বল, ওই তৃতীয় রুটিটি কোথায় গেছে? সে বলল: আমার জানা নেই। হযরত ঈসা عَلَيْهِ السَّلَام বললেন: সামনের দিকে চল! যেতে যেতে এক নদীর ধারে এসে পৌঁছল, তিনি عَلَيْهِ السَّلَام লোকটির হাত ধরলেন এবং পানির উপর দিয়ে হেঁটে হেঁটে নদীর অপর প্রান্তে পৌঁছে গেলেন। এবার তিনি লোকটিকে জিজ্ঞাসা করলেন: তোমাকে সেই **আল্লাহ্**র দোহাই দিচ্ছি, যিনি আমাকে এমন ধরনের মুজিযা দেখানোর ক্ষমতা দান করেছেন, তুমি সত্য করে বল, ওই তৃতীয় রুটিটি কোথায় গেল? এবারও সে একই জবাব দিল: আমার জানা নাই। তারপর তিনি عَلَيْهِ السَّلَام বললেন: এসো! সামনে চলি। চলতে চলতে এক মরুপ্রান্তরে পৌঁছালেন। যার চারিদিকে কেবল বালি আর বালি। তিনি কিছু বালি একত্রিত করলেন আর বললেন: হে বালি! **আল্লাহ্**র হুকুমে স্বর্ণে পরিণত হয়ে যাও। তৎক্ষণাৎ বালিগুলো স্বর্ণে

পরিণত হয়ে গেল। তিনি সেগুলোকে তিনভাগ করে বললেন: একভাগ আমার জন্য, একভাগ তোমার জন্য আরেক ভাগ তার জন্য যে তৃতীয় রুটিটি নিয়েছে। এই কথা শোনার সাথে সাথে লোকটি ঝটপট বলে উঠল, ঐ রুটি তো আমিই নিয়েছিলাম। বিষয়টি জানার পর হযরত ঈসা عَلَيْهِ السَّلَام লোকটিকে বললেন: এসব স্বর্ণ তুমিই নিয়ে নাও। ব্যস্, তোমার আর আমার সঙ্গ এখানেই শেষ। এই কথা বলে তিনি লোকটিকে সেখানে রেখে সামনের দিকে রওয়ানা দিলেন। এতগুলো স্বর্ণ পেয়ে সে অত্যন্ত খুশি ছিল। যখন স্বর্ণগুলো একটি চাদরে জড়িয়ে সে বাড়ির দিকে রওয়ানা দিল। তখন পথে তার সাথে দুইজন লোকের দেখা হলো, যারা তার কাছে এতগুলো স্বর্ণ দেখে তাকে হত্যা করে স্বর্ণগুলো লুট করার ফন্দি করল। অতএব, তারা যখন তাকে হত্যা করার জন্য অগ্রসর হলো, লোকটি প্রাণ বাঁচাতে গিয়ে বলল: তোমরা আমাকে কেন হত্যা করতে চাইছ? তোমরা যদি স্বর্ণ নিতে চাও, তাহলে আমি এগুলোকে তিনভাগ করছি এবং পরস্পরের মধ্যে এক ভাগ করে বন্টন করে নিব। তারা দুইজন তাতে রাজি হয়ে গেল। তারপর লোকটি বলল: আমাদের কেউ একজন সামান্য স্বর্ণ নিয়ে কাছের শহরে গিয়ে কিছু খাবার নিয়ে এলে ভাল হয়। তারপর খাওয়া-দাওয়ার পর স্বর্ণ ভাগ করব। তাদের একজন শহরে গিয়ে খাবার কিনে ফিরার সময় মনে মনে ভাবল, খাবারে বিষ মিশিয়ে দিলে ভাল হয়। তাতে দুইজনই মরবে আর স্বর্ণগুলো আমার হয়ে যাবে। এটা ভেবে সে বিষ কিনে খাবারে মিশিয়ে দিল। এদিকে এরা দুইজন ফন্দি করল, সে যখন খাবার নিয়ে আসবে তখন আমরা তাকে মেরে ফেলব এবং

স্বর্ণগুলো দুইজনে অর্ধেক অর্ধেক ভাগ করে নিব। এমন সময় সে যখন খাবার নিয়ে হাজির হলো, এরা দুইজন তার উপর আক্রমণ করে তাকে মেরে ফেলল। তারপর খুশি খুশি ভাব নিয়ে খাবার খেতে বসল। এদিকে বিষ তার কাজ শুরু করে দিল, আর এরা দুইজনও ধড়ফড় করতে করতে শীতল হয়ে গেল (অর্থাৎ- মারা গেল)। এদিকে স্বর্ণগুলো যেভাবেই ছিল ওভাবেই পড়ে রইল। কিছুদিন পর যখন হযরত সায়্যিদুনা ঈসা عَلَيْهِ السَّلَام ঐ রাস্তা দিয়ে ফিরছিলেন, তখন দেখতে পেলেন যে, স্বর্ণ যেখানে বিদ্যমান (অর্থাৎ- পড়ে আছে) আর পাশে তিনটি লাশও পড়ে আছে। তখন এ অবস্থা দেখে তিনি সাথে থাকা লোকদের বললেন: দেখে নাও! দুনিয়ার এই অবস্থা, সুতরাং তোমাদের উপর আবশ্যক যে এর থেকে দূরে থাকা।[১]

প্রিয় ছোট বন্ধুরা! আপনারা দেখলেন তো! মিথ্যাচার আর সম্পদের মোহ– এই দুইটি জিনিস লোকটিকে ধ্বংস করে দিল। সে না ধন পেল, না মিথ্যা বলাতে কোন উপকার পেল! তদুপরি, প্রাণে মরার সাথে সাথে সে দুনিয়া-আখিরাতে ক্ষতির শিকার হলো।

না মুঝকো আযমা দুনিয়া কা মাল ও যর আতা কর কে
আতা কর আপনা গম অওর চশমে গিরিয়াঁ ইয়া রসুলাল্লাহ্!

মিথ্যাচারের আরো কিছুর ক্ষতিকর দিক লক্ষ্য করুন:

হযরত সায়্যিদুনা বকর বিন আবদুল্লাহ্ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ থেকে বর্ণিত আছে যে: এক লোকের অভ্যাস ছিল যে, সে রাজা-বাদশাহ্দের

(১) (ইত্তেহাফুস সাদাতুল মুত্তাকীন, ৯ম খন্ড, ৮৩৫ পৃষ্ঠা)

দরবারে যাওয়া-আসা করত এবং তাঁদের সামনে ভাল ভাল কথাবার্তা বলত। বাদশাহ্ খুশি হয়ে তাকে বিভিন্নভাবে পুরস্কৃত করতেন এবং তাকে খুব বেশি উৎসাহ দিতেন। একবার সে এক বাদশাহ্র দরবারে গেল এবং বাদশাহ্র কাছে অনুমতি চাইল কিছু কথা বলার। বাদশাহ্ও অনুমতি দিলেন এবং তাকে তাঁর সামনে চেয়ারে বসতে দিলেন, আর বললেন: এবার তোমার যা বলার বলতে পার। তখন ঐ লোকটি বলল: 'সদ্ব্যবহারকারীদের সাথে সদ্ব্যবহার করবেন। আর যে ব্যক্তি মন্দ আচরণ করে, সে তার মন্দ আচরণের বদলা নিজে থেকেই পেয়ে যাবে।' বাদশাহ্ তার কথা শুনে অত্যন্ত খুশি হলেন, আর তাকে পুরস্কৃত করলেন। এটা দেখে বাদশাহ্র দরবারের একজনের মনে লোকটির বিরুদ্ধে হিংসা সৃষ্টি হলো। তার মনে মনেই এই জ্বালা জ্বলতে লাগল যে, বাদশাহ্র দরবারে এই সাধারণ লোকটির কেনই বা এত রাজকীয় সম্মান আর পুরস্কার লাভ হল! হিংসা আর ধরে রাখতে না পেরে, অবশেষে অপারগ হয়ে সে বাদশাহ্র দরবারে গেল। তারপর বড়ই তোষামোদের সুরে মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে বলতে লাগল, বাদশাহ্ সালামত! যে ব্যক্তি এইমাত্র আপনার সামনে কথা বলে গেল, তার কথাগুলো যদিওবা খুব ভাল কিন্তু সে আপনাকে বাস্তবে ঘৃণা করে এবং সে বলে: বাদশাহ্র পাইওরিয়া রোগ আছে (অর্থাৎ- মুখ দিয়ে দুর্গন্ধ বের হওয়া রোগ)। একথা শুনে বাদশাহ্ জিজ্ঞাসা করলেন: লোকটি যে আমার ব্যাপারে এই কথা বলে, সে সম্পর্কে তোমার কাছে সাক্ষ্য-প্রমাণ কী আছে? হিংসুটে লোকটি বলল: হুযুর! আমার কথায় যদি আপনার বিশ্বাস না হয়, আপনি নিজেই তো তা পরীক্ষা করে

দেখতে পারেন। তাকে ডেকে আপনার কাছে বসান। দেখবেন সে নাকে হাত দিয়ে দিবে, যাতে আপনার মুখের দুর্গন্ধ তার না লাগে। বাদশাহ্ বললেন: আচ্ছা তুমি এখন যাও। আমি নিজে যে পর্যন্ত এ বিষয়টি যাচাই করে নিশ্চিত হতে পারব না, সে পর্যন্ত লোকটির ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্তে যাব না। অতঃপর হিংসুক লোকটি বাদশাহ্র দরবার ত্যাগ করল এবং সোজা পৌঁছে গেল ঐ লোকটির কাছে এবং তাকে খাবারের দাওয়াত দিল। সেও দাওয়াত গ্রহণ করল এবং তার সাথে খেতে গেল। হিংসুক লোকটি তাকে যে খাবার খাওয়ালো তাতে বেশি পরিমাণে রসুন ঢেলে দিলো। খাওয়ার পর লোকটির মুখ দিয়ে রসুনের দুর্গন্ধ বেরুতে লাগল। যাই হোক, সে দাওয়াত খাওয়ার পর বাড়ি চলে আসে। কিছুক্ষণ যেতে না যেতেই বাদশাহ্র দূত এসে হাজির। সে বলল: বাদশাহ্ আপনাকে এক্ষুণি দরবারে তলব করেছেন। সে দূতের সাথে দরবারে পৌঁছল। বাদশাহ্ তাকে নিজের সম্মুখে বসালেন এবং বললেন: আমাকে তুমি ঐ কথাগুলো শোনাও যা তুমি আমাকে শুনিয়ে থাক। সে বলল: 'সদ্ব্যবহারকারীদের সাথে সদ্ব্যবহার করবেন। আর যে ব্যক্তি মন্দ আচরণ করে, সে আপনা আপনি তার মন্দ আচরণের সাজা পেয়ে যাবে।' তার কথা শেষ করার পর বাদশাহ্ তাকে বলল: আমার কাছে এসো। বাদশাহ্র কাছাকাছি যেতে না যেতেই সে তার মুখের উপর হাত দিল, যাতে রসুনের দুর্গন্ধে বাদশাহ্র কষ্ট না হয়। তার এ অবস্থা দেখে বাদশাহ্ মনে মনে বললেন: ঐ লোকটি আমাকে সত্য কথাই বলেছিল। যে এই লোকটি আমার ব্যাপারে এ ধারণা রাখে যে, আমার পাইওরিয়া রোগ আছে।

বাদশাহ্ তখনই তাকে ভুল বুঝলেন। সাথে সাথে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললেন যে, এর সমুচিত সাজা হওয়া চাই। অতএব, বাদশাহ্ তাঁর গভর্নরের নিকট এইভাবে চিঠি লিখলেন: "গভর্নর সাহেব! লোকটি আমার চিঠিখানা আপনার নিকট নিয়ে পৌঁছার সাথে সাথে তাকে জবাই করে দিবেন। তারপর তার খালে ভূষি ভরে আমার কাছে পাঠিয়ে দিবেন।" অতঃপর বাদশাহ্ চিঠিতে তাঁর সীল মেরে দিলেন এবং চিঠিটি লোকটিকে দিয়ে বললেন: এই চিঠিটি নিয়ে অমুক এলাকার গভর্নরের নিকট যাও। বাদশাহ্র নিয়ম ছিল যে, যখনই কাউকে বড় ধরনের কোন পুরস্কার দেওয়ার ইচ্ছা করতেন, তখনই তিনি তাকে কোন গভর্নরের নিকট চিঠি দিয়ে পাঠাতেন। সেখানে তাকে বিশেষ পুরস্কারে ভূষিত করা হত। কাউকে সাজা দেবার জন্য বাদশাহ্ কখনও কোন চিঠি লিখেননি। আজই প্রথমবারের মত কাউকে সাজা দেবার জন্য তিনি নীতি অবলম্বন করলেন। যাই হোক, লোকটি বাদশাহ্র দেওয়া চিঠিখানা হাতে নিয়ে বাদশাহর দরবার থেকে বেরিয়ে পড়ল। হিংসুক লোকটি কী হয় তা দেখার জন্য রাস্তায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিল। লোকটিকে আসতে দেখে জিজ্ঞাসা করল: কি ব্যাপার, কি হল? কোথায় যাওয়া হচ্ছে? সে বলল: বাদশাহ্কে একটি বাণী শোনালাম, আর তিনি আমাকে এই সীল মারা চিঠিখানি দিয়ে বললেন: অমুক গভর্ণরের কাছে এ চিঠিখানা নিয়ে যাও। এখন আমি ঐ গভর্ণরের কাছে যাচ্ছি। হিংসুক লোকটি বলল: ভাই! চিঠিখানা আপনি আমাকেই দিয়ে দিন, আমি নিজেই গভর্ণরের নিকট তা পৌঁছে দিব। সুতরাং কোন চিন্তা না করেই সরল মনে লোকটি

চিঠিখানা হিংসুক ব্যক্তির হাতে তুলে দিল। হিংসুটে লোকটি মনের খুশিতে চিঠিখানা গভর্নরের নিকট নিয়ে চলল। পথে সে মনে মনে ভাবতে লাগল, আজ তার কত বড় সৌভাগ্য! আমি লোকটিকে বোকা বানিয়ে রাজকীয় পুরস্কারের চিঠিখানা হাত করে নিলাম, আর এখন আমাকেই বিশেষ পুরস্কার ও সম্মানে ভূষিত করা হবে। এখন আমাকেই পুরস্কার ও সম্মানে ধন্য করা হবে। এসব সুখের ভাবনায় বিভোর হিংসুক লোকটি দ্রুতগতিতে গভর্ণরের দরবারের দিকে পা বাড়াচ্ছিল, কিন্তু সে জানত না যে, নিশ্চিত অশুভ পরিণতি ও ধ্বংসের দিকেই সে পা বাড়াচ্ছিল। অবশেষে সে যখন গভর্ণরের দরবারে গিয়ে পৌঁছাল এবং স্বসম্মানে বাদশাহ্‌র চিঠিখানি তাঁর হাতে সমর্পণ করল, তখন গভর্ণর সেটি ভালভাবে পড়লেন এবং তাকে জিজ্ঞাসা করলেন: ওহে আগন্তুক! তুমি কি জানো বাদশাহ্ চিঠিতে কী লিখেছেন? সে বলল: হুযুর! সম্ভবতঃ আমাকে বিশেষ কোন পুরস্কারে ভূষিত করার কথাই লিখা হয়েছে। গভর্ণর বললেন: হে নির্বোধ! এই চিঠিতে বাদশাহ্ আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, যখনই তুমি পৌছবে, আমি তোমাকে জবেহ করে তোমার খালে ভূষি ভরে তোমার লাশ বাদশাহ্‌র নিকট পাঠিয়ে দিতে। এই কথা শোনার সাথে সাথে তার হুশ চলে যাওয়ার উপক্রম হলো। হিংসুটে লোকটি বলল: **"আল্লাহ্‌র** কসম! চিঠিখানি আমার ব্যাপারে লিখা হয়নি। এটি বরং অমুক ব্যক্তির ব্যাপারেই লিখা হয়েছে। আমার কথায় সন্দেহ হলে আপনি কাউকে পাঠিয়ে বাদশাহ্‌র নিকট হতে জেনে নিতে পারেন।" গভর্ণর সাহেব তার কোন কথায় কান দিলেন না। বললেন: আমার কোন প্রয়োজন

নেই যে, বাদশাহ্‌র কাছে সেটি নিয়ে সত্য-মিথ্যা যাচাই করতে যাব। চিঠিখানাতে আমি বাদশাহ্‌র মোহর দেখতে পাচ্ছি। অতএব, আমাকে বাদশাহ্‌র হুকুমের তামিল করতেই হবে। এই কথা বলে, তিনি জল্লাদকে হুকুম দিলেন: "একে জবাই করে এর খাল ছিলে নাও এবং তাতে ভূষি ভরে দাও।" (যেই আদেশ সেই কাজ। তাকে জবাই করে খালে ভূষি ভরে) তার লাশ বাদশাহ্‌র দরবারে পাঠিয়ে দেওয়া হলো। এদিকে পরের দিন সেই সৎ লোকটি যথারীতি বাদশাহ্‌র দরবারে গেল। বাদশাহ্‌র সম্মুখে দাঁড়িয়ে ঐ বাক্যটিই পুনরাবৃত্তি করল যে: 'সদ্ব্যবহারকারীর সথে সদ্ব্যবহার করবে, আপনিও তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করবেন। আর যারা মন্দ চরণ করবে, তার সাজা সে আপনা আপনি পেয়ে যাবে।' বাদশাহ্ তাকে অক্ষত অবস্থায় দেখে জিজ্ঞাসা করলেন: আমি তোমাকে যে চিঠি দিয়েছিলাম সেটির কী হয়েছ? সে উত্তর দিল: "আপনি আমাকে যে চিঠিখানা দিয়েছিলেন তা নিয়ে আমি গভর্ণরের কাছে যাচ্ছিলাম, তখন পথে অমুকের সাথে দেখা হয়। সে আমাকে বলল যে, এই চিঠিনি আমাকে দিয়েদিন, আমি সেটি তাকে দিয়ে দিলাম। সে চিঠিখানি নিয়ে গভর্ণরের কাছে চলে যায়।" বাদশাহ্ বললেন: লোকটি তোমার ব্যাপারে আমাকে বলেছিল যে, তুমি নাকি আমার ব্যাপারে খারাপ ধারণা পোষণ কর, আমার মুখ থেকে নাকি দুর্গন্ধ আসে? এটি কি সত্য? সে জবাব দিল: বাদশাহ্ সালামত! আমি আপনার ব্যাপারে কখনও এমন ভাবিনি। তখন বাদশাহ্ জিজ্ঞাসা করলেন: তো আমি যখন তোমাকে আমার কাছে ডেকেছিলাম, তখন তুমি তোমার মুখে হাত দিয়েছিলে কেন? সে জবাবে বলল: বাদশাহ্

সালামত! আপনার দরবারে আগমনের কিছুক্ষণ পূর্বেই ঐ লোকটি আমাকে আমন্ত্রণ করেছিল। খাবারে সে আমাকে বেশি পরিমাণে রসুন খাইয়েছিল। ফলে আমার মুখ দিয়ে তখন খুব দুর্গন্ধ বেরুচ্ছিল। আপনি যখন আমাকে কাছে ডাকলেন, তখন আমার কাছে এটা ভাল লাগেনি যে, আমার মুখের দুর্গন্ধে বাদশাহ্ সালামাতের কষ্ট হোক। সে কারণেই আমি মুখে হাত দিয়ে রেখেছিলাম। এসব কথা শোনার পর বাদশাহ্ বললেন: তুমি বড়ই ভাগ্যবান! তুমি একেবারে ঠিক কথাই বলেছ, তোমার এই কথাটি নিরেট সত্য যে, কেউ যদি কারো ক্ষতি করে, তবে সে খুব শীঘ্রই তার সেই মন্দ মনোভাবের সাজা আপনা আপনি পেয়ে যায়। ঐ লোকটি তোমার ক্ষতি চেয়েছিল। তোমার ব্যাপারে সে মিথ্যা বলেছিল এবং তোমাকে অযথা সাজার শিকার করতে চেয়েছিল। কিন্তু তার মিথ্যাচারের প্রতিদান সে নিজে নিজেই পেয়ে গেল। চিরন্তন সত্য যে, কেউ যদি অন্যের জন্য গর্ত খুঁড়ে, সে নিজেই সেটিতে গিয়ে পড়ে। "হে সৎ ব্যক্তি! তুমি আমার সামনে বসে তোমার সেই কথাগুলো আবার শোনাও"। অতএব, সে বাদশাহ্র সম্মুখে বসল এবং বলতে লাগল "সদ্ব্যবহারকারীর সাথে সদ্ব্যবহার করবে, আপনি তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করবেন। আর যে ব্যক্তি আপনার সাথে অসদাচরণ করে, তার সাজা সে আপনা-আপনিই পেয়ে যাবে।"

প্রিয় ছোট বন্ধুরা!

- যে ব্যক্তি অন্যের সাথে সদ্ব্যবহার করে, তার সাথেও সদ্ব্যবহার করা হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি অন্যের অশুভ কামনা করে তার সাথেও অশুভ ব্যাপার ঘটে থাকে।
- যে ব্যক্তি মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে অন্যের ধ্বংস কামনা করে, সে নিজেই ধ্বংসের শিকার হয়ে যায়।
- ভাল কাজের পরিণাম ভাল হয়ে থাকে আর মন্দ কাজের পরিণাম মন্দ হয়ে থাকে।
- যেমন কর্ম, তেমন ফল।

আল্লাহ্ তায়ালা আমাদেরকে মিথ্যার মত রোগ থেকে হিফাজত করুন। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

দেখে হেঁ ইয়ে দিন আপনি হি গফলত কি বদৌলত
সচ্ হে কে বুরে কাম কা আন্জাম বুরা হে।

আল্লাহ্ তায়ালা ইরশাদ করেন:

بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهٗ

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: বরং আমি সত্যকে মিথ্যার উপর ছুঁড়ে মারি; ফলে তা সেটার মস্তিষ্ক বের করে দেয়।

(পারা: ১৭, সূরা: আম্বিয়া, আয়াত: ১৮)

সত্যের বরকত

প্রিয় ছোট বন্ধুরা! এক মাদানী মুন্না তাঁর মায়ের কাছে গিয়ে আবেদন করল: "প্রিয় আম্মাজান! আমাকে **আল্লাহ্**র সন্তুষ্টির জন্য

আল্লাহ্র রাস্তায় ওয়াক্ফ করে দিন এবং আমাকে বাগদাদ শরীফ গিয়ে ইল্মে দ্বীন অর্জন করার ও **আল্লাহ্**র নেক বান্দাদের দরবারে হাজির হয়ে তাঁদের ফয়য হাসিল করার অনুমতি দিন।" তখন ঐ ছোট বন্ধুর সম্মানিতা আম্মাজান **আল্লাহ্**র সন্তুষ্টি ও **আল্লাহ্**র ইচ্ছায় সাড়া দিলেন এবং প্রাণ-প্রিয় পুত্রের **আল্লাহ্**র রাস্তায় সফরের জন্য পাথেয় ব্যবস্থা করা আরম্ভ করে দিলেন। কলিজার টুকরা পুত্রের জামার সাথে চল্লিশটি দ্বীনার সেলাই করে দিলেন। অতঃপর সফরে রওয়ানা দেওয়ার আগ মুহূর্তে পুত্রের নিকট থেকে (এ কথার) ওয়াদা নিলেন যে: "সর্বদা সত্য কথা বলবে।" তারপর মহিয়সী মাতা **আল্লাহ্**র সন্তুষ্টি অর্জনের মানসে নিজ পুত্রকে এই বলে বিদায় জানালে যে: "বাবা, যাও! আমি তোমাকে **আল্লাহ্**র রাস্তায় জীবনের তরে ওয়াক্ফ করে দিলাম। আমি তোমার এই মুখখানি কিয়ামতের পূর্বে আর দেখব না।" অতঃপর **আল্লাহ্**র পথের পথিক এই বালক মুসাফির ইলমে দ্বীন অর্জনের অদম্য আগ্রহ নিয়ে, আউলিয়ায়ে কেরামদের মহব্বতকে বুকে ধারণ করে একটি বাণিজ্য কাফেলার সাথে বাগদাদ শরীফের দিকে যাত্রা করলেন। পথিমধ্যে ষাটজন ডাকাত কাফেলার পথরোধ করে তাদের যাবতীয় মালামাল লুটপাট করা শুরু করে দিল। ডাকাতরা কাউকেই রেহাই দিল না। প্রত্যেকের কাছ থেকে তাদের মাল ও আসবাবপত্র সবকিছু তারা ছিনিয়ে নিল। কিন্তু মাদানী মুন্নাটিকে অল্প বয়স্ক বালক হওয়ার কারণে কেউ কিছু বললও না। পরে এক ডাকাত তাঁর পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় এমনিতেই বলল: "হে বালক! তোমার কাছেও কি কিছু আছে? বালকটি স্পষ্ঠভাবে ভয়হীন কণ্ঠে বললেন: "জ্বী, হ্যাঁ! আমার কাছে চল্লিশটি দীনার আছে।" ঐ ডাকাত কথাটিকে ঠাট্টার

ছলে উপেক্ষা করে চলে গেল। অনুরূপ অপর এক ডাকাতও তাঁর পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় জিজ্ঞাসা করল: তিনি তাকেও একই জবাব দিলেন যে: "আমার কাছে চল্লিশটি দীনার আছে।" ডাকাত দুইজন সর্দারের কাছে গিয়ে বলল: কাফেলায় এমন একজন নির্ভীক বালকও রয়েছে, যে এমন সঙ্কটময় মুহূর্তেও ঠাট্টা করছে। ডাকাত-সর্দার বালকটিকে ডেকে পাঠাল। তাঁকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি তাকেও একই কথা বললেন, যা পূর্বে বলেছিলেন। সর্দার তল্লাশি করে দেখল, সত্যি সত্যি চল্লিশটি দীনার পাওয়া গেল। মাদানী মুন্নাটির সত্যবাদিতায় সবাই হতবাক হয়ে গেল এবং তাঁকে সত্য বলার কারণ জিজ্ঞাসা করল, তখন বালকটি জবাব দিলেন: "ঘর থেকে বিদায় নিয়ে আসার সময় আমার মা আমাকে ওয়াদা করিয়েছেন, আমি যেন সর্বদা সর্বাবস্থায় সত্য কথা বলি। কোথাও যেন কখনো মিথ্যা কথা না বলি। আমি আমার মায়ের নিকট দেওয়া ওয়াদার বরখেলাপ করতে পারি না।" ডাকাত-সর্দার বালকটির এই কথা শুনে কান্না করতে লাগল, আর বলতে লাগল: হায় আফসোস! শত কোটি আফসোস! এই বালকটি তাঁর মায়ের সাথে কৃত ওয়াদা এভাবে পালন করছে, আর অপর দিকে আমি, যে নাকি অনেক বছর ধরে আপন প্রতিপালকের সাথে কৃত ওয়াদার বিরোধিতা করে যাচ্ছি! অবশেষে এই সর্দার কান্না করতে করতে **আল্লাহ্**র রাস্তার মুসাফির এই বালকটির হাতে তাওবা করে নিল। তার বাকী সাথীরাও এই বলে তাওবা করে নিল যে: হে আমাদের সর্দার! যখন মন্দের পথে তুমিই ছিলে আমাদের সর্দার, তো এখন সত্যের পথেও তুমিই হবে আমাদের পথ প্রদর্শক।

প্রিয় ছোট বন্ধুরা! আপনারা কি জানেন? **আল্লাহ্**র রাস্তার এই ছোট মুসাফিরটি কে ছিলেন? তিনি আর কেহই নন, তিনি হলেন আমাদের প্রিয় মুর্শিদ, হুযুর গাউসে পাক, শায়খ সায়্যিদ আবদুল কাদের জিলানী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ। যিনি সবে মাত্র **আল্লাহ্**র রাস্তায় কেবল সফরের সূচনা করলেন, আর সেই অল্প বয়সেই কেবল মায়ের সাথে করা ওয়াদার সম্মান রক্ষা করার ফলে ষাটজন ডাকাত তাঁর হাতে তাওবা করে নেয়। তাহলে একটু ভাবুন! বান্দা যদি তার মহান রবের সাথে করা ওয়াদা যথাযথ পূরণ করে, তাহলে সে কত মহান মর্যাদার অধিকারী হবে? কারণ শুধু একটিই- মায়ের নিকট যে ওয়াদা করে এসেছিলেন, সর্বদা সর্বাবস্থায় সত্য কথা বলবেন এবং সত্যেরই জয় ঢঙ্কা বাজাবেন। সেই সত্যের বরকতে যখন জগৎময় তাঁর সুখ্যাতি ও প্রসিদ্ধির ঢঙ্কা ছড়িয়ে পড়ল, তখন হাজার হাজার নয় বরং লাখ লাখ মানুষ পঙ্কিল পথ পরিহার করে সত্য পথে এসে যায়। আর প্রত্যেক ছোট-বড় সকলেই না শুধু তাঁর বেলায়তকে মেনে নিয়েছে বরং সকলে তাঁকে তাদের মাথার মুকুটও মেনে নিয়েছে।

ওয়াহাঁ সর ঝুকাতে হেঁ সব উঁচে উঁচে,
জাহাঁ হে তেরা নকশ পা গাউসে আযম।

মিথ্যা ও আল্লাহ্র অসন্তুষ্টি

মিথ্যাচারের অসংখ্য ক্ষতি সমূহ থেকে একটি ক্ষতি এটাও যে, মিথ্যা বললে **আল্লাহ্** অসন্তুষ্ট হয়ে যান। যেমন- **আল্লাহ্ তায়ালা** ইরশাদ করেন:

لَّعۡنَتَ اللّٰهِ عَلَى الۡكٰذِبِيۡنَ ﴿۶۱﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ মিথ্যাবাদীদের উপর **আল্লাহ্**র অভিশাপ। **(পারাঃ ৩, সূরাঃ আলে ইমরান, আয়াতঃ ৬১)**

জনৈক বুজুর্গ ব্যক্তি হযরত সায়্যিদুনা হাসান বসরী رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيۡهِ কে বললেন: "হে আবু সাঈদ! আমি রহীম ও করীম **আল্লাহ্ তায়ালা**র নাফরমানি করেছি, তো তিনি আমাকে রোগাক্রান্ত করে দিয়েছেন। আমি নিরাময় প্রার্থনা করেছি, তো তিনি আরোগ্য দান করেছেন। আমি আবারো নাফরমানি করলাম, তো পুনরায় রোগাক্রান্ত হয়ে গেলাম। আমি আবারো গুনাহ্ মাফ চাইলাম আর নিরাময়ের জন্য প্রার্থনা জানালাম। তিনি পাক পরওয়ার দিগার আমাকে পুনরায় সুস্থতা দান করলেন। আমি এভাবে বারংবার গুনাহ করতে থাকলাম, আর তিনিও ক্ষমা করতে রইলেন। পঞ্চমবার আমি যখন অসুস্থ হলাম তখনও আমি আগের মত গুনাহ্ থেকে মাফ চাইলাম এবং সুস্থ হওয়ার জন্য প্রার্থনা জানালাম। তখন আমার ঘরের কোণা থেকে এই গায়েবী আওয়াজটি শুনতে পেলাম যে, "তোমার দোয়া ও মুনাজাত কবুল করা হয়নি। আমি তোমাকে অনেক বারই পরীক্ষা করেছি, কিন্তু প্রতি বারেই তোমাকে মিথ্যাবাদী হিসাবে পেয়েছি।"[১]

মিথ্যা মুনাফেকির আলামতঃ

নবীয়ে দোজাহান, সরওয়রে আলম, হুযুর صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করছেন: "মুনাফিকের আলামত তিনটি,

(১) (উয়ূনুল হিকায়াত, ২য় খন্ড, ২৩ পৃষ্ঠা)

(১)....যখন কথা বলে, মিথ্যা বলে।

(২)... যখন ওয়াদা করে, পালন করে না।

(৩)... যখন তার কাছে আমানত রাখা হয়, খেয়ানত করে। যদিও সে নামায পড়ে, রোযা রাখে এবং নিজেকে নিজে মুসলমান মনে করে।[১]

প্রসিদ্ধ মুফাস্‌সির, হাকীমুল উম্মত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এক স্থানে বলছেন, মিথ্যা সকল গুনাহর মূল।[২]

গালি দেওয়ার শাস্তি

আল্লাহ্ তায়ালা কুরআন মাজীদে ইরশাদ করছেন:

قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ ۙ﴿۱﴾ الَّذِیْنَ هُمْ فِیْ صَلَاتِهِمْ خٰشِعُوْنَ ۙ﴿۲﴾

وَ الَّذِیْنَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُوْنَ ۙ﴿۳﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: নিশ্চয় সফলকাম হয়েছে ঈমানদারগণ! যারা নিজেদের নামাযের মধ্যে এবং অনর্থক কথার দিকে দৃষ্টিপাত করে না। (পারা: ১৮, সূরা: মু'মিনুন, আয়াত: ১-৩)

আপনারা দেখলেন তো! যারা ভাল ভাল কথা বলে **আল্লাহ্ তায়ালা** তাদের পছন্দ করেন। আর যারা মন্দ কথা বলে তিনি তাদের পছন্দ করেন না। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, বর্তমানে গালিগালাজ ও মন্দ সব কথাবার্তা খুব ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ছোট বাচ্চা কিংবা বৃদ্ধ,

(১) (সহীহ মুসলিম, কিতাবুল ঈমান, বাবু বয়ানু খিছালুল মুনাফিক, ৫০ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৫৯)
(২) (মিরআতুল মানাযীহ, ৬ষ্ঠ খন্ড, ৪৪৭ পৃষ্ঠা)

নারী কিংবা পুরুষ সকলেই দেখা যাচ্ছে, এই খারাপ অভ্যাসে অভ্যস্থ হতে চলেছে। বরং আজকাল তো গালমন্দ করাটা কথার ফ্যাশন হয়ে গেছে যে, কথায় কথায় গালি দেওয়া হয়। বর্তমানে তো আহ!! মানুষের হৃদয় এমন ভাবে মরে গেছে যে, একে অন্যকে খারাপ খারাপ ভাষায় গালি দিচ্ছে আর হাসছে! আর এমনই ভাবে রাগের অবস্থায়ও গালমন্দ করা স্বাভাবিক হয়ে গেছে। বলতে গেলে বর্তমানের যুগটা এমন হয়ে গেছে যে, হাসি-ঠাট্টাতেও গালি দেওয়া হয় এবং রাগের সময়ও গালি দেওয়া হয়।

গালি দেওয়া অত্যন্ত মন্দ কাজ। আপনাদের মাঝে কেউ কি এমন সাহস করবে যে, নিজের পীর, ওস্তাদ, পিতা-মাতা কিংবা সম্মানিত কোন ব্যক্তির সামনে গালি দেবে? কখনো না! তাহলে একটু ভেবে দেখুন! আমাদের সবচেয়ে সম্মানিত মহান প্রতিপালক সর্বদা আমাদের দেখছেন, আমাদের কথাবার্তাগুলোও শুনছেন, তিনি তো বরং আমাদের শাহ্‌রগ থেকেও খুব নিকটবর্তী। তাহলে গালি দেয়ার সময় কিংবা মন্দ কথাগুলো বলার সময় আমাদের কেন এ অনুভূতি জাগে না? যেমন- দেখুন:

হযরত সায়্যিদুনা বিশর হাফী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ খুব কমই কথা-বার্তা বলতেন এবং বন্ধু-বান্ধবদের বলতেন, একটু ভেবে দেখ, নিজের আমলনামাতে তোমরা কী লিখিয়ে নিচ্ছ? কেননা তা তোমাদের রবের নিকট পেশ করা হবে। অতঃপর যারা মন্দ কথাবার্তা বলে, তাদের জন্য আফসোস! তোমাদের কোন বন্ধুর জন্য কিছু লিখানোর সময় তাতে যদি মন্দ কিছু লিখিয়ে থাক, তাহলে তার কাছে তা তোমার

নির্লজ্জতা বলে ধারণা হবে। সেক্ষেত্রে **আল্লাহ্**র সাথে তোমাদের আচরণ কীরূপ হওয়া চাই?

গালিগালাজ ইত্যাদি দেবার সময় আমাদের এ কথাটি কেনইবা মনে পড়ে না যে, **আল্লাহ্**র নিষ্পাপ ফেরেশ্তারা আমাদের সকল কথাবার্তা লিখে নিচ্ছেন। তাহলে আমাদের মুখ থেকে বের হওয়া নির্লজ্জ গালমন্দ ও অশ্লীল কথাবার্তাগুলো যখন তাঁদের লিখতে হয়, তখন তাঁদের কী ধরনের কষ্ট অনুভূত হবে বলে মনে হয়? যেমন- হযরত সায়্যিদুনা ইমাম হাসান বসরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেছেন: মানুষের উপর বড়ই আশ্চর্য বোধ হয় যে, তার সাথে স্বয়ং কেরামান-কাতিবীনও রয়েছেন, তার তাঁদের কলম এবং তার থুথু তাঁদের কলমের কালি, তা সত্ত্বেও সে অহেতুক কথাবার্তা বলে থাকে![১]

সব সময় **আল্লাহ্**র আযাব ও গজব থেকে মুক্তি চাইতে থাকুন, আর এমন সব কথাবার্তা থেকে সর্বদা বিরত থাকুন, যেসব কথাবার্তায় **আল্লাহ্ তায়ালা** অসন্তুষ্ট হন। সব সময় ভাল ভাল কথা-বার্তা বলুন। কেননা, **মদীনার তাজেদার, শাফেয়ে রোজে শুমার, হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "নিঃসন্দেহে বান্দা কখনো কখনো **আল্লাহ্**র পছন্দনীয় এমন কোন শব্দ উচ্চরণ করে ফেলে, যে শব্দটির দিকে তার কোন খেয়ালই থাকেনা, অথচ সেই শব্দটির কারণে **আল্লাহ্ তায়ালা** তার অনেক গুণ মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেন। (পক্ষান্তরে) নিঃসন্দেহে বান্দা কখনো কখনো **আল্লাহ্**র অপছন্দনীয় এমন কোন শব্দ উচ্চরণ করে ফেলে যে শব্দটির দিকে তার কোন খেয়ালই

(১) (তানবীহুল মুগতাররিন, ৩য় খন্ড, ১৯০ পৃষ্ঠা)

থাকেনা, অথচ সেই শব্দটির কারণে সে দোযখে পতিত হওয়ার উপক্রম হয়।(১)

আমাদের উচিৎ আমাদের জিহ্বাকে সংযত রাখা। গালমন্দ, অশ্লীল ও নির্লজ্জ কথাবার্তা থেকে আমাদের বেঁচে থাকা উচিৎ। যাতে আমরা আখিরাতে নাজাত পেয়ে যাই। যেমন- হযরত সায়্যিদুনা ওকবা বিন আমের رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত রয়েছে; তিনি বলেন: আমি **রাসুলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দরবারে হাজির হলাম এবং আরজ করলাম: নাজাত (মুক্তি) কী? (অর্থাৎ- আমি কী করলে নাজাত পেতে পারি?) **তিনি** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "তোমার জিহ্বাকে সংযত রাখবে, ঘরে তোমার জন্য জায়গা রাখবে। (অর্থাৎ অহেতুক এদিক-সেদিক যাবে না) এবং তোমার কৃত গুনাহ্‌র স্মরণে কান্না করবে।"(২)

এবার আসুন! আমরা শরীয়তের আলোকে গালি দেওয়া সম্বন্ধে কিছু শিখি:

প্রশ্ন: যারা গালমন্দ দেয় **আল্লাহ্‌**র কাছে তাদের স্থান কীরূপ?

উত্তর: আল্লাহ্‌ তায়ালা গালমন্দকারীদের অপছন্দ করেন এবং তাঁর দুশমন হিসাবে জানেন।

প্রশ্ন: গালমন্দকারীদের সম্পর্কে **নবী পাক** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কী ইরশাদ করেছেন?

(১) (মিশকাতুল মাসাবীহ, কিতাবুল আদব, ২য় খন্ড, ১৮৯ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৪৮১৩)

(২) (সুনানে তিরমিযী, কিতাবুয যুহদ, বাবু মা-জা-আ ফি হিফজুলিসান, ৪র্থ খন্ড, ১৮২ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২৪১৪)

উত্তরঃ প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "অশ্লীল আলাপকারীর (অর্থাৎ যারা গালি দেয় এবং অহেতুক কথাবার্তা বলে তাদের) জন্য জান্নাত হারাম।"(১)

প্রশ্নঃ কোন বুজুর্গানে দ্বীনকে কেউ যখন গালি দিত, তখন তাঁরা তাদের সাথে কীরূপ আচরণ করতেন?

উত্তরঃ কোন বুজুর্গানে দ্বীনকে কেউ যখন গালি দিত, তখন তাঁরা এতে রাগ করতেন না, বরং তার মঙ্গল কামনা করে দোয়া করতেন এবং তার সাথে উত্তম ব্যবহার করতেন।

বড়ই দুর্ভাগ্যের বিষয় যে, বর্তমানে আমাদের অবস্থা বরাবরই তার উল্টো দৃষ্টিগোচর হচ্ছে, বর্তমানে কেউ যদি আমাদের সামান্য গালমন্দ করে, তখন আমরা রাগে একেবারে লাল হয়ে যাই এবং খুব আবোল-তাবোল বকাবকি করি। বরং কখনো কখনো তো সেটি ঝগড়া-ফাসাদে রূপ নেয়। হায়! ঐসব বুজুর্গানে দ্বীনদের উসিলায় আমরাও যদি আপাদমস্তক সচ্চরিত্রের আদর্শ হয়ে যেতাম! ব্যক্তিগত বিষয়ে রাগ করা ও গালমন্দ করার অভ্যাস যদি চিরতরে নিঃশেষ হয়ে যেত! এবং সর্বদা বিনম্র স্বভাব বজায় রেখে কাজ করতে পারতাম! কেননা-

হে ফলাহ্ ও কামরানী নরমী ও আসানী মেঁ,
হার বানা কাম বিগড় জাতা হে না-দানী মেঁ।

(১) (মাউসূআতুল ইমাম ইবনে আবিদ দুন্‌য়া, আস্‌সামতু ওয়া আদাবিল্ লিসান, ৭ম খন্ড, ২০৪ পৃষ্ঠা, হাদীসঃ ৩২৫)

প্রশ্ন: কাউকে গালি দেওয়ার ব্যাপারে শরীয়াতের বিধান কী?

উত্তর: গালি দেওয়া না-জায়েয ও গুনাহ্।

প্রশ্ন: ঝগড়া-ফ্যাসাদে গালি দেওয়া কেমন?

উত্তর: ঝগড়া-ফ্যাসাদে গালি দেওয়া মুনাফিকদের আলামত।

প্রশ্ন: কিছু বাচ্চা যখন পরস্পর ঝগড়া করে তখন একে অপরকে 'লানত' দেয়, শরীয়াতের দৃষ্টিতে এর হুকুম কী?

উত্তর: প্রথমত ঝগড়া-বিবাদ করা অত্যন্ত খারাপ কথা। তদুপরি কোন মুসলমানের উপর লানত দেওয়া না-জায়েয ও গুনাহ্পূর্ণ কাজ। হাদীস শরীফে রয়েছে: "কোন মুসলমানের উপর লানত দেওয়া, তাকে হত্যা করার মতই।"[১]

প্রশ্ন: গালি-গালাজ করলে, অশ্লীল ও নির্লজ্জ কথাবার্তা বললে কি অন্তর পাষাণ হয়ে যায়?

উত্তর: জ্বী, হ্যাঁ! গালি-গালাজ করলে, অশ্লীল ও নির্লজ্জ কথাবার্তা বললে অন্তর পাষাণ হয়ে যায়। দেহও অলস হয়ে পড়ে, তাছাড়া রিযিকেও কমতি আসে।

প্রশ্ন: অনেক লোক যুগকে গালি দিয়ে থাকে। এ ব্যাপারে শরীয়াতের কী হুকুম?

উত্তর: যুগকে মন্দ বলা স্বয়ং **আল্লাহ্**কেই মন্দ বলার শামিল। অতএব, যুগকে কখনো মন্দ বলা উচিত নয়।

---

(১) (আল মু'জামুল কবীর, ২য় খন্ড, ৭৩ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১৩৩০)

নাত শরীফ

কিসমত মেরি চমকায়িয়ে

কিসমত মেরি চমকায়িয়ে চমকায়িয়ে আক্বা,
মুঝকো ভি দরে পাক পে বুলওয়ায়িয়ে আক্বা।
সীনে মেঁ হো কাবা তো বছে দিল মেঁ মদীনা,
আঁখোঁ মেঁ মেরি আপ সমা জায়িয়ে আক্বা।
বে তাব হোঁ বে চাইন হোঁ দীদার কি খাতির,
তড়পায়েঁ না আব খাব মেঁ আ জায়িয়ে আক্বা।
হার সিম্‌ত সে আফাত ও বলিয়্যাত নে ঘেরা,
মজবুর কি ইমদাদ কো আব আয়িয়ে আক্বা।
সকরাত কা আলম হে শাহা দম হে লবোঁ পর,
তশরীফ সরহানে মেরে আব লায়িয়ে আক্বা।
ওয়াহশত হে আন্ধিরা হে মেরি কবর কে আন্দর,
আ কর যরা রওশন উসে ফরমায়িয়ে আক্বা।
মুজরিম কো লিয়ে জাতে হেঁ আব সূয়ে জাহান্নাম,
লিল্লাহ! শাফাআত মেরি ফরমায়িয়ে আক্বা।
আত্তার পর হো বাহরে রযা ইতনি ইনায়ত,
ওয়ায়রানায়ে দিল আকে বসা জায়িয়ে আক্বা।

মাদানী মাস

বরকতময় ইসলামী মাস সমূহ

(১)..... মুহার্‌রামুল হারামঃ

মুহার্‌রামুল হারাম ইসলামী সালের প্রথম মাস। এই মাসটির সাথে অনেক কিছুর সম্পর্ক রয়েছে। এই মাসের দশম তারিখকে আশুরার দিন বলা হয়। এই দিন নবী-দৌহিত্র, মজলূমে কারবালা,

ইমাম আলী মকাম, সায়্যিদুনা ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর শাহাদাতের দিন। তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ কে তাঁর সাথীদেরসহ ১০ই মুহার্‌রামুল হারাম ৬১ হিজরীতে কারবালার ময়দানে শহীদ করে দেওয়া হয়। দুনিয়ার সকল আশিকানে রাসূলগণ আশুরার রাতে তাঁর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ ইছালে সাওয়াবের উদ্দেশ্যে "ইজতিমায়ে যিকির ও না'ত" মাহ্‌ফিলের আয়োজন করে থাকেন। তাছাড়া ফাতিহা ও নিয়াজ (খানা) ইত্যাদিরও আয়োজন করে থাকেন।

(২)..... সফরুল মুযাফ্‌ফর:

২৫শে সফরুল মুযাফ্‌ফর বিশ্বের সকল আশিকে রাসূলগণ অত্যন্ত ভক্তি, সম্মান ও শ্রদ্ধার সাথে ছরকারে আ'লা হযরত, ইমামে আহ্‌লে সুন্নাত, মুজাদ্দিদে দ্বীন ও মিল্লাত, ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ এর পবিত্র ওরস মোবারক পালন করে থাকেন। আর ২৮ তারিখে হযরত সায়্যিদুনা মুজাদ্দিদে আলফে সানী رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ এর পবিত্র ওরস শরীফ পালন করা হয়।

(৩)..... রবিউল আউয়াল (রবিউন নূর):

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ! রবিউল আউয়াল মাসের ১২ তারিখ **সুলতানে মদীনা, করারে কলব ও সীনা** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এই পৃথিবীতে তাশরীফ এনেছিলেন। সারা দুনিয়ার সকল আশিকানে রাসুলগণ এই দিনে মাদানী জুলুসে যোগ দেন এবং ১২ তারিখের রাতে মীলাদ শরীফের ইজতিমায় শরীক থেকে সুব্‌হে সাদিকের সময় অশ্রু সজল নয়নে সুবহে বাহারাকে (পরম শুভ সকালটিকে) স্বাগত জানিয়ে থাকেন।

(৪)..... রবিউস সানী (রবিউল গাউস):

এই পবিত্র মাসটির সাথে সরকারে বাগদাদ, হুযুর গাউসে পাক সায়্যিদুনা আবদুল কাদের জিলানী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর সাথে সম্পর্ক রয়েছে। এই মাসের ১১ তারিখের রাতে আশিকানে রাসুলগণ সায়্যিদুনা গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর ইছালে সাওয়াব ও লঙ্গরে গাউসিয়ার (খাবার, তাবাররুকের) ব্যবস্থা করে থাকেন। সরকারে বাগদাদ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর পবিত্র মাযার মোবারকটি ইরাকের বাগদাদ শরীফে অবস্থিত।

(৫)..... জুমাদাল উলা:

জুমাদাল উলার ৭ তারিখ আশিকানে রাসূলগণ হযরত সায়্যিদুনা শাহ্ রুকনে আলম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর এবং ১৭ তারিখ অত্যন্ত ভক্তি ও শ্রদ্ধা সহকারে শাহ্জাদায়ে আ'লা হযরত হযরত সায়্যিদুনা হামিদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর পবিত্র ওরস মোবারক পালন করে থাকেন।

(৬)..... জুমাদাল উখরা: আশিকে আকবর, আমীরুল মু'মিনীন, হযরত সায়্যিদুনা সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ এই মাসের ২২ তারিখে এই নশ্বর পৃথিবী ত্যাগ করেন। বিশ্বের সকল আশিকানে রাসূলগণ এই দিনে তাঁর স্মরণে ইছালে সাওয়াবের অনুষ্ঠানাদির মহা আয়োজন করে থাকেন।

(৭)..... রজবুল মুরাজ্জাব:

পবিত্র রজবুল মুরাজ্জাব মাসের ২৭ তারিখে আমাদের **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ঊর্ধ্বলোকে ভ্রমণ করেছিলেন এবং কপালের

চোখে মহান **আল্লাহ্**র দীদার লাভ করেছেন। এই রাতটিকে শবে মেরাজ বলা হয়ে থাকে। এটি একটি অত্যন্ত পূতঃ পবিত্র রজনী।

(৮)..... শাবানুল মু'আজ্জমঃ

পবিত্র শাবান মাস সম্পর্কে **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "এই মাসটি আমার। এই মাসের **১৫** তারিখের রাতকে শবে বরাত বলা হয়। এই রাতে মহান **আল্লাহ্ তায়ালা** তজল্লি (বিশেষ দয়া) দান করেন। যারা তাওবা করেন, তাদের ক্ষমা করে দেন। যারা **আল্লাহ্**র রহমত কামনা করেন, তাদের প্রতি রহমত বর্ষণ করেন। অতএব, এই রাতে আতশবাজি জ্বালানো, ফাটানো সহ অন্যান্য হারাম কাজ থেকে বিরত থাকা উচিৎ এবং বেশি বেশি ইবাদত করে **আল্লাহ্ তায়ালা**কে রাজি করানো উচিৎ।

(৯)..... রমযানুল মোবারকঃ

পবিত্র রমযান মাসকে **আল্লাহ্**র মাস বলা হয়ে থাকে। এই মাসে রোযা রাখা হয়। রমযান মাসের বরকতের কথা কী আর বলব! এই মাসটির প্রতিটি মুহূর্তই রহমতে ভরপুর। এই মাসে বান্দাদের আমলের সাওয়াব বহুগুণে বেড়ে যায়। নফল ইবাদতের সাওয়াব ফরজের সমান, আর ফরজের সাওয়াব সত্তর গুণে বাড়িয়ে দেওয়া হয়। বরং এই মাসে রোযাদারের ঘুমকেও ইবাদত হিসাবে গণণা করা হয়।

(১০)..... শাওয়ালুল মুকার্‌রামঃ

আশিকানে রাসূলগণ সারা বিশ্বে এই মাসের প্রথম তারিখে ঈদুল ফিতর উদযাপন করে থাকেন। এই দিনের অনেক অনেক

ফযীলত রয়েছে। তাই, এই দিনটিকে অলসতার মধ্যে না কাটিয়ে ইবাদত-বন্দেগীর মধ্যে কাটানো উচিৎ।

(১১)..... জুল কাদাতিল হারামঃ

জুল কাদাতিল হারামের ২০ তারিখে আশিকানে রাসূলগণ বাবুল মদীনা করাচীতে বড় জাঁকজমকপূর্ণভাবে হযরত সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ্ শাহ্ গাজী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর পবিত্র ওরস মোবারক খুব মর্যাদাপূর্ণ ভাবে উদযাপন করে থাকেন। এই মাসের ২৯ তারিখে আ'লা হযরতের আব্বাজান হযরত সায়্যিদুনা মাওলানা নকী আলী খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর ওরস মোবারক সারা বিশ্বে পালন করা হয়ে থাকে।

(১২)..... জুল হিজ্জাতিল হারামঃ

ধর্মীয় আবেগ ও উম্মাদনা নিয়ে বিশ্বের সকল মুসলমান এই মাসের ১০ম তারিখে পবিত্র ঈদুল আযহা উদ্‌যাপন করে থাকেন। আশিকানে রাসূলগণ এই ঈদে কুরবানী করে থাকেন। তাছাড়া হজ্বের ন্যায় দ্বীনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ফরজ কাজটিও এই মোবারক মাসেই পালিত হয়ে থাকে।

দা'ওয়াতে ইসলামী

দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা

আমীরে আহ্‌লে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه

ফিতনার এই যুগে (অর্থাৎ হিজরী পঞ্চদশ শতাব্দীতে) চতুর্দিকে গুনাহের ছড়াছড়ি সারা বিশ্বের বেশির ভাগ মুসলমানকে যখন

আমল বিমুখ করে ফেলে, মসজিদগুলো মুসল্লি শূন্য হয়ে পড়ে, গুনাহে ভরা আসরগুলো যখন খুব ভালভাবে জমে উঠতে থাকে, এমন নাজুক পরিস্থিতিতে **আল্লাহ্ তায়ালা** তাঁর এক কামেল অলীকে প্রিয় নবীর দুঃখী উম্মতদের পরিশুদ্ধ করার জন্য নির্বাচন করেন। সারা দুনিয়া যাঁকে আমীরে আহ্‌লে সুন্নাত বলে ডাকে।

তাঁর জীবনীর কিছু ঝলক

প্রশ্ন: শায়খে তরিকত, আমীরে আহ্‌লে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর নাম কী?

উত্তর: তাঁর পবিত্র নাম মোবারক 'মুহাম্মদ'। ডাকনাম 'ইল্‌ইয়াস'। কুনিয়াত বা উপনাম 'আবু বিলাল'। আর ছদ্মনাম 'আত্তার'। অতএব, তাঁর পূণাঙ্গ নাম মোবারকটি সাজে এভাবে: 'আবু বিলাল মুহাম্মদ ইল্‌ইয়াস আত্তার' কাদেরী রযবী যিয়াযী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه।

প্রশ্ন: শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর কবে, কোথায় এবং কোন তারিখে শুভ জন্ম হয়?

উত্তর: ১৩৬৯ হিজরীর ২৬শে রমজান মোতাবেক ১৯৫০ খ্রিষ্টাব্দের ১২ই জুলাই বুধবার পাকিস্তানের প্রসিদ্ধ শহর বাবুল মদীনা করাচীতে মাগরিবের কিছুক্ষণ পূর্বে তিনি এই পৃথিবীতে তশরীফ আনয়ন করেন।

প্রশ্ন: শায়খে তরিকত, আমীরে আহ্‌লে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর শ্রদ্ধেয় আব্বাজানের নাম কী?

উত্তরঃ শায়খে তরিকত, আমীরে আহ্‌লে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর শ্রদ্ধেয় আব্বাজানের নাম মোবারক হাজী আবদুর রহমান কাদেরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ। যিনি অত্যন্ত পরহেজগার ব্যক্তি ছিলেন।

প্রশ্নঃ শায়খে তরিকত, আমীরে আহ্‌লে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর শ্রদ্ধেয়া আম্মাজানের নাম কী?

উত্তরঃ শায়খে তরিকত, আমীরে আহ্‌লে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর শ্রদ্ধেয়া আম্মাজানের নাম আমিনা رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهَا। যিনি অত্যন্ত নেককার ও পরহেজগার মহিলা ছিলেন।

প্রশ্নঃ শায়খে তরিকত, আমীরে আহ্‌লে সুন্নাত উম্মতের সংশোধনের প্রবল আগ্রহ নিয়ে কোন্ আজিমুশ্‌শান মাদানী সংগঠন গড়ে তোলেন?

উত্তরঃ শায়খে তরিকত, আমীরে আহ্‌লে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **'দা'ওয়াতে ইসলামী'** গড়ে তোলেন। রাত-দিন অক্লান্ত পরিশ্রমের মাধ্যমে কলিজার তাজা রক্তে সিক্ত করে তিনি সেটিকে দিন দিন উত্তরণের দিকে এগিয়ে নিচ্ছেন।

প্রশ্নঃ শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه আমাদের কোন মাদানী উদ্দেশ্যটি দান করেছেন?

উত্তরঃ শায়খে তরিকত, আমীরে আহ্‌লে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه আমাদের এই মাদানী উদ্দেশ্যটি দান করেছেন: "আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ।

মানকাবাতে আত্তার

সুন্নাত কো পে্হলায়া হে আমীরে আহ্লে সুন্নাত নে,
বিদআত কো মিটায়া হে আমীরে আহ্লে সুন্নাত নে।
হাজারোঁ গুমরাহোঁ কো ওয়াজ অওর তাহরীর সে আপনি,
রাহে জান্নাত দিখায়া হে আমীরে আহ্লে সুন্নাত নে।
করা কর বহুত সে কুফ্ফার ও ফুজ্জার সে তাওবা,
জাহান্নাম সে বাঁচায়া হে আমীরে আহ্লে সুন্নাত নে।
হাজারোঁ আশিকানে লন্দন ও প্যারিস কো দীওয়ানা,
মাদীনে কা বানায়া হে আমীরে আহ্লে সুন্নাত নে।
লাখোঁ ফ্যাশনী চেহরোঁ কো দাড়ী অওর সরোঁ কো ভি,
ইমামা সে সাজায়া হে আমীরে আহ্লে সুন্নাত নে।
উও ফয়যানে মদীনা রাত দিন তকসীম করতা হে,
জিসে মারকায বানায়া হে আমীরে আহ্লে সুন্নাত নে।
বহুত মেহনত লগন সে আপনে পেয়ারে দ্বীন কা ডঙ্কা,
দুনিয়া মেঁ বাজায়া হে আমীরে আহ্লে সুন্নাত নে।
ইলাহী পূহ্লতা পহ্লতা রহে রোজে হাশর তক ইয়ে,
গুলিস্তাঁ জো লাগায়া হে আমীরে আহ্লে সুন্নাত নে।
ইস না কারা আয়েয কো খুলূস আপনে কি শমআ কা,
পরওয়ানা বানায়া হে আমীরে আহ্লে সুন্নাত নে।

অজিফা সম্ভার

(১)..... يَا قَادِرُ: যে ব্যক্তি অযু করাকালে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো ধৌত করার সময় পাঠ করার অভ্যাস গড়ে নেবে, اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ দুশমন তাকে কখনো বিপদে পরিচালনা করতে পারবে না।

(২)..... يَا مُحْيِيُ يَا مُمِيْتُ: দৈনিক ৭বার পাঠ করে নিজের শরীরে ফুঁকে মেরে নিন। اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ জাদু-টোনার প্রভাব কার্যকর হবে না।

(৩)..... يَا مَاجِدُ: ১০বার পাঠ করে শরবত ইত্যাদির উপর ফুঁক দিয়ে পান করে নেবেন। اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ অসুস্থ হবেন না।

(৪)..... يَا وَاجِدُ: যে কেউ আহার করার সময় প্রতি গ্রাসে পড়বে, اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ সেই খাবার তার পেটে নূর হবে এবং রোগ দূর হবে।

দরূদে রযবীয়া শরীফ

صَلَّى اللهُ عَلَى النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَاٰلِهٖ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ

سَلَّمَ صَلٰوةً وَّ سَلَامًا عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ[১]

প্রত্যেক নামাযের পর বিশেষ করে জুমার নামাযের পর পবিত্র মদীনা শরীফের দিকে মুখ করে এই দরূদ শরীফটি একশ বার পাঠ করাতে অসংখ্য বরকত ও ফযীলত অর্জিত হয়।

(পাকিস্তান, ভারতে ও বাংরাদেশে (অবস্থানকারীদের জন্য) কা'বা শরীফের দিকে মুখ করলে মদীনা শরীফের দিকেও মুখ করা হয়ে যায়)

(১) (আল ওয়াজিফাতুল করীমা, ৪০ পৃষ্ঠা)

মানকাবাতে গাউসে আযম

ইয়া গাউস! বোলাও মুঝে বাগদাদ বোলাও,
বাগদাদ বোলা কর মুঝে জলওয়া ভি দেখাও।
দুনিয়া কি মহব্বত সে মেরি জান ছোড়াও,
দিওয়ানা মুঝে শাহে মদীনা কা বানাও।
চমকা দো সিতারা মেরি তকদীর কা মুর্শিদ,
মাদফান কো মাদীনে মেঁ জাগা মুঝ কো দিলাও।
নাইয়া মেরি মন্‌জধার মেঁ সরকার পহুঁসী হে,
ইমদাদ কো আও মেরি ইমদাদ কো আও।
হোঁ বাহ্‌রে আলী মুশকিলেঁ আসান হামারি,
আফাত ও বলিয়্যাত সে ইয়া গাউস! বাঁচাও।
ইয়া পীর! মাইঁ ইছয়াঁ কে সমুন্দর মেঁ হোঁ গলতাঁ,
লিল্লাহ্ গুনাহোঁ কি তাবাহি সে বাঁচাও।
আচ্ছোঁ কে খরিদার তো হার জা পে হেঁ মুর্শিদ,
বদকার কাহাঁ জায়েঁ জো তুম ভি না নিভাও।
আহকামে শরীয়াত রহেঁ মালহুজ হামেশা,
মুর্শিদ মুঝে সুন্নাত কা ভি পাবন্দ বানাও।
আত্তার কো হার এক নে ধুত্‌কার দিয়া হে,
ইয়া গাউস! ইসে দা-মনে রহমত মেঁ চুপাও।

বন্দেগীর হাকীকত/ বাস্তবতা

বন্দেগী তিনটি জিনিসের নাম: (১) আহকামে শরীয়াতের অনুগত্য করা/ অনুসরণ করা। (২) **আল্লাহ্ তায়ালার** পক্ষ থেকে নির্ধারিত সিদ্ধান্ত, ভাগ্য এবং বন্টণের উপর সন্তুষ্ট থাকা। (৩) **আল্লাহ্ তায়ালার** সন্তুষ্টির জন্য নিজের নফসের কামনা/ বাসনাকে কোরবান করে দেয়া/ বিসর্জন দেয়া।

(বেটে কো অসিয়ত, ৩৭ পৃষ্ঠা)

ইয়া রব্বে মুহাম্মদ মেরি তকদীর জাগা দেয়[১]

ইয়া রব্বে মুহাম্মদ! মেরি তকদীর জাগা দে,
সাহ্‌রায়ে মদীনা মুঝে আঁখোঁ সে দেখা দে।
পিছা মেরা দুনিয়া কি মহব্বত সে ছোড়া দে,
ইয়া রব! মুঝে দীওয়ানা মাদীনে কা বানা দে।
রোতা হুয়া জিস দম মেঁ দরে ইয়ার পে পোঁহছোঁ,
উস ওয়াক্ত মুঝে জলওয়ায়ে মাহবুব দেখা দে।
দিল এশকে মুহাম্মদ মেঁ তড়পতা রহে হার দম,
সিনে কো মদীনা মেরে আল্লাহ্ বানা দে।
বেহ্‌তি রহে হার ওয়াক্ত জো সরকার কে গম মেঁ,
রোতি হুয়ি ওহ আঁখ্ মুঝে মেরে খোদা দে।
ঈমান পে দেয় মওত মাদীনে কি গলি মেঁ,
মাদফান মেরা মাহবুব কে কদমোঁ মেঁ বানা দে।
হো বাহ্‌রে যিয়া নজরে করম সুয়ে গুনাহ্‌গার,
জান্নাত মেঁ পড়োসি মুঝে আক্বা কা বানা দে।
দেতা হোঁ তুঝে ওয়াসেতা মাইঁ পেয়ারে নবী কা,
উম্মত কো খোদায়া রাহে সুন্নাত পে চালা দে।
আত্তার সে মাহবুব কি সুন্নাত কি লে খিদমত,
ডঙ্কা ইয়ে তেরে দ্বীন কা দুনিয়া মেঁ বাজা দে।
আল্লাহ্ মিলে হজ্ব কি ইসি সাল সাআদাত
আত্তার কো ফির রওজায়ে মাহবুব দিখা দে।

নিজের ইলমের উপর আমল করার বরকত

শাহানশাহে মদীনা, কারারে কলবও সীনা, হুযুর صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "مَنْ عَمِلَ بِمَا عَلِمَ وَرَّثَهُ اللهُ عِلْمَ مَالَمْ يَعْلَمْ -যে ব্যক্তি নিজের ইলমের উপর আমল করবে আল্লাহ্ তায়ালা তাকে এমন ইলম দার করবেন যা সে পূর্বে জানত না।
(হিলইয়াতুল আউলিয়া, ১৪৫৫ পৃষ্ঠা। আহমদ ইবনে আবির হাওয়ারী, ১০ম খন্ড, ১৩ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১৪৩২০)

(১) (ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৫৮ পৃষ্ঠা)

সালাত ও সালাম[১]

তাজেদারে হারম আয় শাহানশাহে দ্বীন, তুম পে হার দম করোড়োঁ দরূদ ও সালাম।
হো নিগাহে করম মুঝ পে সুলতানে দ্বীন, তুম পে হার দম করোড়োঁ দরূদ ও সালাম।
দূর রেহ্ কর না দম টুট জায়ে কহিঁ কাশ তাইবা মেঁ আয় মেরে মাহে মুর্বি,
দাফন হোনে কো মিল জায়ে দো গজ জমিঁ তুম পে হার দম করোড়োঁ দরূদ ও সালাম।
কুয়ি হুসনে আমল পাস মেরে নেহিঁ ফাঁস না জাওঁ কিয়ামত মেঁ মাওলা কহিঁ,
আয় শফীয়ে উমাম! লাজ রাখ্না তুমঁহি তুম পে হার দম করোড়োঁ দরূদ ও সালাম।
দোনোঁ আলম মে কোয়ি তুম সা নেহিঁ সব হাসিনোঁ সে বড় কর তুম হো হাসিঁ,
কাসিমে রিযকে রব্বুল উলা হো তুমঁহি তুম পে হার দম করোড়োঁ দরূদ ও সালাম।
ফিকরে উম্মত মেঁ রাতোঁ কো রোতে রহে আছিয়োঁ কে গুনাহোঁ কো ধোতে রহে,
তুম পে কুরবান জাওঁ মেরে মাহ্ জবীঁ তুম পে হার দম করোড়োঁ দরূদ ও সালাম।
ফুল রহমত কে হার দম লুটাতে রহে ইয়াঁ গরিবোঁ কি বিগড়ি বানাতে রহে,
হাউজে কাওছর পে না ভুল জানা কহিঁ তুম পে হার দম করোড়োঁ দরূদ ও সালাম।
জুলম কুফ্ফার কে হাঁস্ কে সেহ্তে রহে ফির ভি হার আন হক বাত কেহতে রহে,
কিতনি মেহনত সে কি তুম নে তবলীগে দীঁ, তুম পে হার দম করোড়োঁ দরূদ ও সালাম।
মওত কে ওয়াক্ত কর দো নিগাহে করম কাশ! ইস শান সে ইয়ে নিকল জায়ে দম,
সঙ্গে দর পর তোমহারে হো মেরি জবীঁ তুম পে হার দম করোড়োঁ দরূদ ও সালাম।
আব মাদীনে মেঁ হাম কো বুলা লীজিয়ে অওর সিনা মদীনা বানা দীজিয়ে,
আয পায়ে গাউসে আ'যম ইমামে মুর্বি তুম পে হার দম করোড়োঁ দরূদ ও সালাম।
ইশক সে তেরে মামূর সিনা রহে লব পে হার দম মদীনা মদীনা রহে,
বস মাঁই দীওয়ানা বন জাওঁ সুলতানে দীঁ তুম পে হার দম করোড়োঁ দরূদ ও সালাম।
দূর হো জায়েঁ দুনিয়া কে রঞ্জ ও আলম হো আতা আপনা গম দীজিয়ে চশমে নম,
মাল ও দৌলত কি কুয়ি তামান্না নেহিঁ তুম পে হার দম করোড়োঁ দরূদ ও সালাম।
আব বুলা লো মাদীনে মেঁ আত্তার কো আপনে কদমোঁ মেঁ রাখ্ লো গুনাহ্গার কো,
কুয়ি ইস কে সিওয়া আরজু হি নাহীঁ তুম পে হার দম করোড়োঁ দরূদ ও সালাম।

(১) (ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৫৮৬-৫৮৭ পৃষ্ঠা)

দোয়ার মাদানী ফুল

প্রিয় মাদানী মুন্নারা! আল্লাহ্র দরবারে দোয়া করা বড়ই সৌভাগ্যের বিষয়। কুরআন ও হাদীস শরীফের বিভিন্ন স্থানে দোয়া করার ব্যাপারে উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। এক হাদীসে পাকে রয়েছে: "তোমাদেরকে কি ঐ জিনিসটি (সম্পর্কে) জানাব না, যা তোমাদেরকে দুশমন থেকে রক্ষা করবে এবং তোমাদের রিযিক প্রশস্ত করে দেবে? (তা হলো তোমরা) রাত-দিন **আল্লাহ্**র নিকট দোয়া প্রার্থনা করতে থাকবে। কেননা, দোয়া হচ্ছে মুমিনদের হাতিয়ার।"(১)

মাহবুবে রব্বুল ইজ্জত صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করছেন: "**আল্লাহ্**র নিকট দোয়ার চাইতে বড় আর কোন জিনিস নেই।"(২)

তথ্যসূত্র

১	কোরআন মদীদ- কালামে বারী তায়ালা	যিয়াউল কোরআন পাবলিকেশন্স, লাহোর	
২	কানযুল ঈমান ফি তরজমাতিল কোরআন	আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রযা খান, (ওফাত- ১৩৪০হিঃ)	যিয়াউল কোরআন পাবলিকেশন্স, লাহোর
৩	আনওয়ারুত তানযীল ওয়া আসরারুত তাবীল	নাছির উদ্দিন আব্দুল্লাহ আবু ওমর বিন মুহাম্মদ সিরাজী বায়যাবী (ওফাত- ৭৯১হিঃ)	দারুল ফিকর, বৈরুত
৪	আল জামেউল আহকামিল কুরআন তাফসীরে কুরতুবী	ইমাম মুহাম্মদ বিন আহমদ আল কুরতুবী (ওফাত- ৬৭১হিঃ)	দারুল ফিকর, বৈরুত
৫	সহীহ বুখারী	ইমাম মুহাম্মদ ইসমাঈল বুখারী (ওফাত- ২৫৬হিঃ)	দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যা, বৈরুত
৬	সহীহ মুসলিম	মুসলিম বিন হুজ্জাজ বিন মুসলিম আল কুশাইরী (ওফাত- ২৬১ হিঃ)	দারু ইবনে হেজম বৈরুত
৭	সুনানে তিরমিযী	ইমাম আবু ঈসা মুহাম্মদ বিন ঈসা আত্ তিরমিযী (ওফাত- ২৭৯হিঃ)	দারু ইহ্ইয়াউত তুরাসিল আরবী

(১) (মসনদে আবী ইয়ালা, ২য় খন্ড, ২০১ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১৮০৬)
(২) (সুনানে তিরমিযী, কিতাবুদ দাওয়াত, ৫ম খন্ড, ২৪৩ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৩৩৮১)

৮	সুনানে আবু দাউদ	ইমাম আবু দাউদ সুলাইমান বিন আশআস (ওফাত- ২৭৫ হিঃ)	দারু ইহইয়াউত তুরাসিল আরবী
৯	সুনানে ইবনে মাযাহ	ইমাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন ইয়াযীদ আলকাযবীনী (ওফাত- ২৭৩ হিঃ)	দারুল ফিক্‌র, বৈরুত
১০	আল মুসনদে লি আবি ইয়ালা	শায়খুল ইসলাম আবু ইয়ালা আহমদ আল মুযলী (ওফাত- ৩০৭হিঃ)	দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যা, বৈরুত
১১	আল মু'জামুল কবীর	ইমাম সুলাইমান আহমদ তাবরানী (ওফাত- ৩৬০হিঃ)	দারু ইহইয়াউত তুরাসিল আরবী
১২	আল মু'জামুল আউসাত	ইমাম সুলাইমান আহমদ তাবরানী (ওফাত- ৩৬০হিঃ)	দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যা, বৈরুত
১৩	ইবনে আবদি দুন্‌য়া	ইমাম আবু বকর আব্দুল্লাহ্‌ বিন মুহাম্মদ আবী শায়বা (ওফাত- ২৩৫হিঃ)	দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যা, বৈরুত
১৪	মাজমাউয যাওয়ায়িদ	হাফিজ নূরুদ্দীন আলী বিন আবু বকর হাইশেমী (ওফাত- ৮০৭ হিঃ)	দারুল ফিক্‌র, বৈরুত
১৫	আল মুসান্নিফ লিইবনে আবী শায়বা	ইমাম আব্দুল্লাহ্‌ বিন মুহাম্মদ আবী শায়বা (ওফাত- ২৩৫হিঃ)	দারুল ফিকর, বৈরুত
১৬	কানযুল উম্মাল	আল্লামা আলাউদ্দীন আলী মুত্তাকী আল হিন্দী (ওফাত- ৯৭৫হিঃ)	দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যা, বৈরুত
১৭	তারীখে বাগদাদ	হাফিজ আবু বকর আহমদ বিন আলী আল খতীবুল বাগদাদী (ওফাত- ৪৬৩হিঃ)	দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যা, বৈরুত
১৮	বাহারে শরীয়াত	সদরুশ শরীয়া মুফতি আমজাদ আলী আ'জমী (ওফাত- ১৩৭৬ হিঃ)	যিয়াউল কুরআন পাবলিকেশন্স, লাহোর
১৯	সুনানুল কোবরা লিন্‌নাসায়ী	ইমাম আহমদ শুয়াইব আন্‌ নাসায়ী (ওফাত- ৩০৩হিঃ)	দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যা, বৈরুত
২০	মিশকাতুল মাছাবীহ	আশ্‌শায়খ মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ আল খতীব আত্‌ তিবরীজী (ওফাত- ৭৪১ হিঃ)	দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরুত
২১	মিরআতুল মানাযীহ	হাকীমুল উম্মত মুফতি আহমদ ইয়ার খান নঈমী	যিয়াউল কোরআন পাবলিকেশন্স, লাহোর
২২	আশ্‌শামায়িলুল মুহাম্মদিয়া	আল ইমাম আবু ঈসা মুহাম্মদ বিন ঈসা আত্‌ তিরমিযী (ওফাত- ২৭৯হিঃ)	দারু ইহইয়াউত তুরাসিল আরবী
২৩	আল ইসাবা ফি তামঈজিস সাহাবা	ইমাম হাফিজ আহমদ বিন আলী বিন হাজর আল আসকালানী (ওফাত- ৮৫২হিঃ)	দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যা, বৈরুত
২৪	আর রিয়াদুল নাদরা	ইমাম আবু জাফর মুহিব্বুল্লাহ্‌ তাবরী	দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যা, বৈরুত
২৫	ইযালাতুল খাফা	শাহ্‌ ওয়ালিউল্লাহ্‌ মুহাদ্দিস দেহলবী (ওফাত- ১১৭৬হিঃ)	বাবুল মদীনা, করাচী
২৬	জামে কারামাতিল আউলিয়া	ইমাম ইউসুফ বিন ইসমাঈল লাবহানী (ওফাত- ১৩৫০হিঃ)	মরকযে আহ্‌লুস সুন্নাত বরকাত রযা হিন্দ
২৭	বাহজাতুল আসরার	আবুল হাসান নূরুদ্দীন আলী বিন ইউসুফ শাতনূফী (ওফাত- ৭১৩হিঃ)	দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যা, বৈরুত

২৮	ইহ্ইয়ায়ে উলুমুদ্দীন	ইমাম মুহাম্মদ বিন আহমদ আল গাযালী (ওফাত- ৫০৫হিঃ)	দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যা, বৈরুত
২৯	ফাতহুল কদীর	কামাল উদ্দীন মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওয়াহিদ আল মা'রুফ বি ইবনে হুমাম (ওফাত- ২৮১হিঃ)	কোয়েটা
৩০	তাবঈনুল হাকায়েক	আল ইমাম ফখরুদ্দী ওয়ামান বিন আলী যীলাঈ হানাফী (ওফাত- ৭৪৩হিঃ)	দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যা, বৈরুত
৩১	আদ্ দুররুল মুখতার	আল্লামা আলাউদ্দীন আল হাসকাফী (ওফাত- ১০৮৮হিঃ)	দারুল মা'রিফা, বৈরুত
৩২	ফতোওয়ায়ে হিন্দিয়া	মোল্লা নিজামুদ্দীন (ওফাত- ১১৬১হিঃ) ও ওলামায়ে হিন্দ	কোয়েটা, পাকিস্তান
৩৩	আল ফাতাওয়াউর রযবীয়া	আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রযা খান (ওফাত- ১৩৪০হিঃ)	রযা ফাউন্ডেশন, লাহোর

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সুন্নাতের বাহার

اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সুবাসিত মাদানী পরিবেশে অসংখ্য সুন্নাত শিক্ষা অর্জন ও শিক্ষা প্রদান করা হয়। প্রত্যেক বৃহস্পতিবার ইশার নামাযের পর আপনার শহরে অনুষ্ঠিত **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় **আল্লাহ্ তায়ালার** সন্তুষ্টির জন্য ভাল ভাল নিয়্যত সহকারে সারারাত অতিবাহিত করার মাদানী অনুরোধ রইলো। আশিকানে রাসূলের সাথে মাদানী কাফেলায় সাওয়াবের নিয়্যতে সুন্নাত প্রশিক্ষণের জন্য সফর এবং প্রতিদিন ফিক্‌রে মদীনা করার মাধ্যমে মাদানী ইন্‌আমাতের রিসালা পূরণ করে প্রত্যেক মাদানী মাসের প্রথম তারিখে নিজ এলাকার যিম্মাদারের নিকট জমা করানোর অভ্যাস গড়ে তুলুন। اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ এর বরকতে ঈমানের হিফাযত, গুনাহের প্রতি ঘৃণা, সুন্নাতের অনুসরনের মন-মানসিকতা সৃষ্টি হবে।

প্রত্যেক ইসলামী ভাই নিজের মধ্যে এই মাদানী যেহেন তৈরী করুন যে, **"আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে।"** اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ নিজের সংশোধনের জন্য মাদানী ইন্‌আমাতের উপর আমল এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের জন্য মাদানী কাফেলায় সফর করতে হবে। اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭
কে. এম. ভবন, দ্বিতীয় তলা, ১১ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯
ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী। মোবাইল: ০১৭১২৬৭১৪৪৬

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com
bdtarajim@gmail.com, Web: www.dawateislami.net

দেখতে থাকুন মাদানী চ্যানেল বাংলা